পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 123 Friday, 4 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১২৩ সংখ্যা ❋ ২১ চৈত্র ১৪৩১, শুক্রবার, ৪ এপ্রিল ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

মোথাবাড়ি মামলায় কেন্দ্রের কাছেও রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিলঃ মালদহে মোথাবাড়ি ঘটনায় রাজ্যের পাশাপাশি কেন্দ্রকে হলফনামা জমা দিতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চে মোথাবাড়ি মামলার শুনানি ছিল বৃহস্পতিবার। এদিন গোটা ঘটনায় রিপোর্ট জমা দিয়েছে রাজ্য। এদিন শুনানির সময়ে কেন্দ্রের তরফে এএসজি বলেন, ''চাইলে কেন্দ্রীয় সরকার বাহিনী মোতায়েন করতে পারে। বেলডাঙ্গা ঘটনায় আমরা আদালতে জানিয়েছিলাম। রাজ্য সরকার যে বলছে আমাদের ভূমিকা নেই, এটা ঠিক না। এটা খুব সিরিয়াস ইস্যু।''

গত সোমবার থেকে অশান্ত মালদার মোথাবাড়ি। বৃহস্পতিবার অশান্তি চরমে ওঠে। দোকান এবং গাড়িতে ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ। পাল্টা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটানো হয়। ছটি মামলা রুজু করে পুলিশ। সেই ঘটনার জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত। এই পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। গত শুক্রবার বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছিল, ঘটনাটি স্পর্শকাতর, রাজ্য সরকারের দায়িত্ব নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। বিচারপতিরা এও বলেন যে, এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এদিনের শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে এএসজি সওয়াল করেন, পরিস্থিতি এমন, চাইলে মোথাবাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে পারে।

২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় অধীরের নিশানায় মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিলঃ ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় বাম-বিজেপির সুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন বহরমপুরের কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। অধীরের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে বাংলা পচা গলা প্রশাসনিক ব্যবস্থার শিকার! সেকারণেই স্কুলে টিচার নেই, ড্রপারদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ভেঙে পড়েছে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই সূত্রে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ইচ্ছেমতো সুযোগ নিচ্ছে, মানুষের থেকে বাড়তি টাকা

নিচ্ছে। একই সঙ্গে এ প্রসঙ্গে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে অধীর বলেন, ''আপনার মতো অযোগ্য আর কে আছে? আপনি যদি অযোগ্য থেকে যোগ্য হতে পারেন, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যেতে পারেন, তাহলে এই অযোগ্যরা কেন যোগ্য হতে পারবে না?'' প্রসঙ্গত, ২০১৬ এসএসসি-র শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ই বহাল রেখে পুরো প্যানেলটাই বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিমকোর্ট। বৃহস্পতিবার সকালে আদালতের রায় সামনে আসতেই হাহাকার নেমে এসেছে চাকরিহারা ২৫ হাজার ৭৫৩ জন এবং তাঁদের পরিবারের মধ্যে (পরিবার ধরে সংখ্যাটা প্রায় ১ লাখ)। এরপরই বাম, বিজেপি, কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা একযোগে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ শুরু করেছেন।

২৬ হাজার চাকরিই বাতিল

২০১৬ সালের নিয়োগ দুর্নীতি

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিলঃ ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগের পুরো প্যানেলই বাতিল করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। গোটা প্রক্রিয়ায় কারচুপি হয়েছে বলেই পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের। কলকাতা হাই কোর্টের রায়ই বহাল রাখে ভারতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না ও বিচারপতি পি ভি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ। রায় ঘোষণার সময় বেঞ্চ জানায়, ''আমরা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখছি না। যেহেতু নিয়োগগুলো প্রতারণামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়েছে, এগুলোকে প্রতারণা হিসেবেই গণ্য করা উচিত।'' তবে, সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই নিয়োগপ্রাপ্তদের আগের দেওয়া বেতন ফেরত দিতে হবে না। সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়েছে, যাঁরা অন্য সরকারি চাকরি ছেড়ে ২০১৬ সালে এসএসসির মাধ্যমে স্কুলের চাকরিতে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের কাছে পুরনো চাকরিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ থাকছে। ২০১৬ সালের নিয়োগ কেলেঙ্কারি গোটা রাজ্য তথা দেশে ব্যাপকভাবে আলোচিত। কলকাতা হাইকোর্ট বলেছে, ওই সময়ে

শূন্যপদের চেয়ে অনেক বেশি নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়েছিল এবং ওএমআর শিটে কারচুপি, র‍্যাঙ্ক ম্যানিপুলেশনের মতো গুরুতর অনিয়ম ছিল। এর ফলে ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মচারীর নিয়োগ বাতিল করা হয়। গত বছরের মে মাসে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দিলেও তদন্তে কোনো বাধা দেয়নি সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন। এ মামলার সূত্রপাত ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে ওঠা অনিয়মের অভিযোগ থেকে। ২৩ লাখ প্রার্থী ২৪,৬৪০টি শূন্যপদে আবেদন করলেও ২৫,৭৫৩টি নিয়োগপত্র জারি হয়। হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, যারা শূন্যপদের বাইরে নিয়োগ পেয়েছেন কিংবা শূন্য ওএমআর শিট জমা দিয়েছেন, তাঁদের প্রাপ্ত বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা ফেরত দিতে হবে, তার সঙ্গে ১২ শতাংশ সুদও দিতে হবে। এই রায়ের বিরুদ্ধে ১২৬টি আপিল দায়ের করা হয়েছিল, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি আপিলও ছিল। এছাড়াও, কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক মণিক ভট্টাচার্য এবং জীবন কৃষ্ণ সাহা সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির গ্রেপ্তারি হয়েছে।

ওএমআর শিট নিয়ে পার্থ কিছুই জানেন না, দাবি আইনজীবীর! যে কোনও শর্তে জামিন চাইলেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিলঃ প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে অন্যতম অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জন্য ফের জামিনের আবেদন করলেন তাঁর আইনজীবী। এবার যুক্তি, ওএমআর শিট সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুই জানেন না পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাই তাঁকে জামিন দেওয়া হোক। যে কোন শর্তে জামিনের আর্জি জানিয়েছেন পার্থর আইনজীবী। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগের কথা। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর তৎকালীন অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) আদালতে দেওয়া গোপন জবানবন্দিতে বলেছিলেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশেই সে সময় ওএমআর শিটের নথি নষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু এদিন বিশেষ সিবিআই আদালতে পার্থর আইনজীবীর পাল্টা দাবি, এই বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না। আর ওএমআর সংক্রান্ত বিষয়ে সিবিআই যে চার্জশিট দিয়েছিল তাতেও তাঁর মক্কেলের নাম ছিল না। শুধু তাই নয়, তাঁর এও দাবি, পার্থের বিরুদ্ধে সিবিআই যে চার্জশিট দিয়েছে, তাতেও এ সংক্রান্ত কোনও অভিযোগের উল্লেখ নেই। এর আগে একাধিকবার জামিন চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্ট তো বটেই, সুপ্রিম কোর্টেও গেছেন। কিন্তু এতদিনেও লাভ পাননি। শারীরিক অবস্থার কথা বলেও জামিন মেলেনি তাঁর। এবার ওএমআর শিট সংক্রান্ত ইস্যুকে হাতিয়ার করে মক্কেলের জামিনের খোঁজে রয়েছেন আইনজীবী। নিয়োগ মামলায় ইতিমধ্যে অনেকে জামিন পেয়েছেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে কেন এতদিনেও জামিন দেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে ফের প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। পার্থর আইনজীবীর বক্তব্য, দীর্ঘ দিন ধরে বিনা কারণে হেফাজতে রাখা হয়েছে তাঁর মক্কেলকে। একই অভিযোগে অভিযুক্তদের ছেড়ে দেওয়া হলেও তাঁকে ছাড়া হচ্ছে না জামিনে। অথচ এখনও সেভাবে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয় না। তাহলে কীসের ভিত্তিতে তাঁকে জেলবন্দি করে রাখা হয়েছে, সেই প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী। নিয়োগ মামলায় পার্থর বিরুদ্ধে আদালতে ইতিমধ্যে গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রীর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য এবং আর এক আত্মীয়। এমনকী নিয়োগ মামলায় রাজসাক্ষীও হয়েছেন পার্থর জামাই। তাঁরা এই দুর্নীতির 'মাস্টারমাইন্ড' বলেছেন তাঁকে। যার জেরে নিয়োগ মামলায় পার্থর বিড়ম্বনা আরও বেড়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

২৬ হাজার ছেলেমেয়ে যাবে কোথায়? বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিলঃ ২৬ হাজার চাকরি বাতিল। এই তরুণ তরুণীরা কোথায় যাবেন? আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেনের। তিনি বলেন, ''বুক আমাদের ফেটে যাচ্ছে। এই ২৬ হাজার ছেলেমেয়ে কোথায় যাবে? তাই আমি বলছি, যারা যোগ্য রয়েছে, তাদের সুযোগ দিয়ে, ইন্টারভিউ নিয়ে, কাজপত্র দেখে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া হোক। না হলে আমরা আন্দোলনে নামব। অন্তত মানবিক দিক থেকেই বিচার করা হোক।'' এদিকে এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ ও গ্রেফতারির দাবি করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, ''হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট বারবার যোগ্য ও অযোগ্যদের আলাদা করার জন্য সময় দিয়েছে। ২০২২ সালের ৫ মে, সরকার অযোগ্যদের বাঁচানোর জন্য বেআইনিভাবে সুপার নিউমেরারি পোস্ট তৈরি করেছিল। অর্থের বিনিময়ে চাকরিরত অযোগ্যদের বাঁচাতে যোগ্যদের বলি দেওয়া হল।'' তাঁর কথায়, ''এর সম্পূর্ণ দায়ভার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই দায় নিয়েই তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।'' যদিও বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এই রায় পুনরায় বিবেচনা করার মতো সুযোগ আছে। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে হবে। সব দিক থেকে বিচার করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টে আরও বড় বেঞ্চে গেলে হয়তো পুনরায় বিবেচনা হবেন। পুরো রায় না দেখে মন্তব্য করব না।'' মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''বিরোধী দলনেতার দাবি অবান্তর। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অনেক রায় হয় তাহলে কি প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেফতার করতে হবে। বিরোধী দলনেতা ভাল থাকুন। সুস্থ থাকুন।''

বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধসিয়ে দেওয়াই কি বিজেপির টার্গেট?

২৬০০০ চাকরি বাতিলের নির্দেশে 'বড় চক্রান্ত' দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিলঃ সুপ্রিম নির্দেশে চাকরি বাতিল হয়েছে ২৫ হাজার ৫৭৩ জন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি। যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা সম্ভব হয়নি বলেই এই রায় শীর্ষ আদালতের। রাজ্য সরকার কার্যত বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে এই নিয়োগ মামলায়। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই চাকরি বাতিল হওয়ার পর প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর সন্দেহ এর পিছনে কোনও বড় চক্রান্ত থাকতে পারে। নিয়োগ দুর্নীতির মামলা নিয়ে বারবারই তিনি বামেদের নিশানা করেছেন। শুক্রবার সুপ্রিম রায় ঘোষণার পর মমতা বলেন, ''যাঁদের চাকরি বাতিল হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১১৬১০ জন ক্লাস নবম-দশম শ্রেণিতে পড়াতেন। ৫৫৯৬ জন একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াতেন। এগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস। অনেকে খাতাও দেখছে।'' মমতার প্রশ্ন এবার ওই ক্লাসগুলিতে কে পড়াবে? কী করে সেই পরীক্ষা নেওয়া হবে? এই প্রসঙ্গ তুলেই মুখ্যমন্ত্রী সন্দেহ প্রকাশ করেন, ''বাংলার পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোলাপ্স করার চেষ্টা চলছে না তো!'' বামেদের নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''সিপিএম তো চিরকুটে চাকরি দিত। তার তো তদন্ত হয় না?'' তাঁর দাবি, পরিকল্পনা করে বাংলাকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য আদতে চক্রান্ত করেছে বামেরা। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। ২৫ হাজার শিক্ষক যদি পড়াতে না পারে তাহলে চিকিৎসক থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করবে কারা? শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কি? শিক্ষার মান দমিয়ে দিতে চাইছেন না তো? আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ না দিয়ে দমিয়ে দিচ্ছেন না তো?'' এদিন বাম নেতা তথা বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকেও নিশানা করেন মমতা। কটাক্ষের সুরে সওয়াল করলেন, ''বিকাশবাবু পৃথিবীর বৃহত্তম আইনজীবী। তাঁকে নোবেল দেওয়া উচিত। আমি তার জন্য রেকমেনডেশন

পাঠাব।'' এই মামলার ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তিনি জানান, তিনি এই রায় মেনে নিতে পারেননি। যাঁদের চাকরি গেল, তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। আর সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই মমতা বলেন, ''আমি অবাক হয়ে যাই, এখানে কেসটা করেছিলেন কে? বিকাশবাবু। তিনি তো পৃথিবীর সবথেকে বৃহত্তম আইনজীবী। তিনি কেন এখনও নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন না জানি না। পাওয়া উচিত। ভাবছি একটা রেকমেনডেশন করব।'' বিজেপিকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, ''এতগুলো মানুষের চাকরি যাওয়ার পর বিজেপির মন্ত্রী সুকান্তবাবু বলছেন, অযোগ্যদের জন্য যোগ্যদের চাকরি গিয়েছে, এর জন্য আমি নাকি দায়ী! তো যখন আপনারা প্রথম কেস করলেন, তখন একবারও ভাবলেন না কারা যোগ্য আর কারা অযোগ্য? সেটা তো সরকারকে ভাবতেও দিলেন না। আপনারা নিজে যোগ্য তো? সব সময়ে বাংলাকে কেন টার্গেট করা হবে? আমার তো এখনও এক লক্ষ পদ ফাঁকা রয়েছে। শুধু এই কেসটার জন্য আমরা করতে পারছিলাম না। যেহেতু এটা বিচারাধীন ছিল। আগে এর উত্তর সামনে আসুক।'' আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''আমার কাজ সওয়াল করা। আইনি সংবিধানকে তুলে ধরা, সেই কাজটা আমি করেছি। সেই কারণেই তো আমরা উকিল। আমাকে দায়ী করতেই পারে। কারণ তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট। যারা দুর্নীতি করেছে, তাদের কথা না ভেবে, বোকার মতো ভাবছে আমি তাদের শত্রু।'' তিনি আরও বলেন, ''লোকে বিপদে পড়লে যেমন ভগবানের শরণ নেয়, তৃণমূল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপদে পড়লে বিকাশ ভট্টাচার্য এবং সিপিএমের শরণ নেয়।'' এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বসে মমতা জানান, যাঁদের চাকরি বাতিল করা হয়েছে, তাঁদের অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে একটি আবেদন জানানো হয়েছে। তাঁরা চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হতে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকি, তাহলে তারা খুশি হবে। আমি ৭ এপ্রিল ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তাদের কাছে যাব। তাদের কথা শুনব। শুনতে তো কোনও দোষ নেই। তাদের বলব, ধৈর্য হারাবেন না। মানসিক চাপ নেবেন না।'' এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ''মানবিকতার খাতিরে পাশে দাঁড়ালাম বলে বিজেপি যদি আমাকে জেলে ঢোকাবে মনে করে। তাহলে তাদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি। ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ''হাইকোর্টে প্রথম এই ভার্ডিক্ট যিনি দিয়েছিলেন, তিনি বিজেপির এমপি হয়েছেন। আমি নামটা জানি না ঠিক, পরে জেনে নেব। আমি কাউকে অ্যাটাক করার জন্য জানি না। আমি সত্যিই নাম জানি না। আমি বিশ্বাস করি এটা বিজেপি করিয়েছে।'' এই প্রসঙ্গে সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''ধরা পড়ে গিয়েছেন, তাই এসব বলছেন উনি। সুপ্রিম কোর্টও বলে দিয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে।''

নিজের রিলিফ ফান্ডের টাকায় এবার চাকরিহারাদের বেতন দিন, সারদা প্রসঙ্গ তুলে মমতাকে শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিলঃ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরিহারা প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এসসি। আইনের কলমের এক আঁচড়ে তাঁদের ভবিষ্যৎ কার্যত অনিশ্চিত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মানসিক চাপ নিতে না করেছেন ঠিকই কিন্তু, সমাধানের রাস্তা যে খুব একটা মসৃণ নয় সে কথাও চাকরিহারাদের মধ্যে ঘুরছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজনৈতিক দায় ঠেলাঠেলি নতুন নয়। রাজ্য-রাজনীতির স্বাভাবিক নিয়মে সে চর্চা অব্যাহত। ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাম-বিজেপি যে এ সুযোগে নিজেদের মাটি পক্ত করতে মরিয়া হয়ে উঠবে তা আলাদা করে বলে দেওয়ার দরকার পড়ে না। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতের রায়দানের পরই তড়িঘড়ি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নিয়ে বৈঠকে বসেন মমতা। তারপরই সাংবাদিক সম্মেলন করেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মমতার সেই বৈঠক শেষ হতে না হতেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেখানেই এক প্রকার কটাক্ষ করে মমতাকে তিনি উপায় বাতলে বলেন, সদ্য চাকরিহারাদের পাশে থেকে তিনি যেন রিলিফ ফান্ডের টাকা থেকে বেতনের ব্যবস্থা করেন। এদিন শুভেন্দু সারদা, রোজভ্যালির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ''যখন চিটফান্ডের কারণে কিছু কিছু চ্যানেল বন্ধ হয়ে গেছিল, তখন সাংবাদিকদের নিজের রিলিফ ফান্ডের টাকা থেকে বেতন দিয়েছিলেন। আপনি জানতেন চিটফান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তাই দিয়েছিলেন। এবার প্রায় ১৯ হাজার যোগ্য চাকরিহারাদেরও সেই রকম বেতন দিন। যাতে তাঁরা অর্থকষ্টে না ভোগেন।'' বস্তুত, এদিন শীর্ষ আদালত রায় শোনানোর পরপরই রাজ্য সরকারকে নিশানা করে পথে নেমেছে বিজেপি যুবমোর্চা। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে বিক্ষোভও দেখান দলীয় সমর্থকরা। শুভেন্দু সাংবাদিক বৈঠক থেকে স্পষ্ট করে দেন, রামনবমীর পরেই কলকাতাতে বড় মিছিল করবে বিজেপি। জানান, দলের নির্দেশ মোতাবেক এপ্রিল থেকেই পর্যায়ক্রমে নবান্ন অভিযান-সহ একাধিক কর্মসূচি হবে, যার মূল দবিই থাকবে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ।

৩০ এপ্রিল থেকে গরমের ছুটি, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিলঃ ৩০ এপ্রিল থেকে রাজ্যের স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি ঘোষণা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানালেন তিনি। চৈত্র মাসের এখনও ১২ দিন মতো বাকি আছে। এখনই প্রখর দাবদাহে অতিষ্ঠ গোটা রাজ্য। জল্পনা শুরু হয়েছিল, এবছরও কি নির্ধারিত সময়ের আগেই গরমের ছুটি ঘোষণা করা হবে! শিক্ষামহলে এই নিয়েই জোর আলোচনা চলার মধ্যেই আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগের বছরগুলির মতোই আগেভাগে ছুটি ঘোষণা করে দিলেন। শিক্ষা দফতরের সূচি জানিয়েছিল, এ বছর গরমের ছুটি ১২ মে থেকে শুরু হয়ে ২৩ মে পর্যন্ত চলবে। অর্থাৎ, মাত্র ১১ দিনের জন্য স্কুল বন্ধ থাকবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো গ্রীষ্মপ্রধান রাজ্যে এত কম সময়ের ছুটি যথেষ্ট কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন শিক্ষকরা। আজ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরে, ১২ দিন এগিয়ে এল ছুটি। গত বছরও নির্ধারিত সময়ের আগেই ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। ৯ মে থেকে ২০ মে পর্যন্ত ছুটি থাকার কথা থাকলেও, তীব্র দাবদাহের কারণে ২১ এপ্রিল থেকেই স্কুল বন্ধ হয়ে যায় এবং ২ জুন পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। ফলে, প্রায় দু'মাস স্কুল বন্ধ থাকায় ছাত্রদের পড়াশোনায় ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এবারও ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে ৩০ এপ্রিল থেকে। কবে স্কুল খুলবে, তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল সংবিধানের উপর আক্রমণ সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিলঃ ওয়াকফ সংশোধনী বিল আদতে ভারতীয় সংবিধানের উপর এক নির্লজ্জ আক্রমণ। এমনটাই মনে করেন সোনিয়া গান্ধি। কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সনের অভিযোগ, সমাজে মেরুকরণ যাতে স্থায়ী হয় তা নিশ্চিত করতেই বিজেপি এমন কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সরব হন কংগ্রেসের এই প্রাক্তন সভাপতি। সংবিধান সদনে কংগ্রেস সংসদীয় দলের সভায় সোনিয়া আরও জানান, 'এক দেশ, এক নির্বাচন' বিল সংবিধানের আরও একটি বিপর্যয়। দল এরও তীব্র বিরোধিতা করবে। এদিন তিনি বলেন, ''লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশ হয়েছে। বিলটি কার্যত বুলডোজার দিয়ে পাশ করানো হয়েছে। আমাদের দলের অবস্থান স্পষ্ট। আমরা মনে করি, বিলটি সংবিধানের উপর একটি নির্লজ্জ আক্রমণ। আমাদের সমাজে মেরুকরণ যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য বিজেপি ইচ্ছা করে এমন কৌশল নিয়েছে।'' প্রায় ১৩ ঘণ্টা বিতর্কের পর বুধবার গভীর রাতে লোকসভায় ভোটাভুটির মাধ্যমে ওয়াকফ

সংশোধনী বিলটি পাশ হয়। বিরোধী সদস্যদের আনা সমস্ত সংশোধনীও খারিজ হয়। বিলের পক্ষে পড়ে ২৮৮টি ভোট। অন্যদিকে, ২৩২টি ভোট পড়ে বিপক্ষে। বিলটি বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় আনা হয়। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি আরও জানান, দু'বছর আগে সংসদের উভয় কক্ষে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হয়েছিল। আইনের তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন হলে তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি এবং অন্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মহিলারা সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভায় এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ পেতেন। কিন্তু সেই আইন লাগু করার দাবিও ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, ''শিক্ষা থেকে শুরু করে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা, আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বা নির্বাচন পরিচালনা যাই হোক না কেন, মোদি সরকার দেশকে এক অতল গহ্বরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার ফলে দেশের সংবিধানের মর্যাদা কাগজ-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আমরা জানি বিজেপির লক্ষ্য সংবিধানকে ধ্বংস করা। আর তাই সকলের জন্য যা সঠিক এবং ন্যায্য তার জন্য আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি মোদি সরকার যে ভারতকে নজরদারি রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছে সেটা তুলে ধরাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'' কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি-সহ দলের সংসদ সদস্যরা সোনিয়ার সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গোটা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ছিল তদন্তের নির্দেশ, এবার সেই মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিলঃ চাকরি বাতিলের নির্দেশে সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য সরকার। দীর্ঘ শুনানির পর এসএসসি-র নিয়োগ করা ২৫ হাজারের বেশি শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিমকোর্ট। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এমন নির্দেশ দিয়েছে। আর এবার নিয়োগ সংক্রান্ত আরও একটি মামলার শুনানি হবে শীর্ষ আদালতে। বৃহস্পতিবার এসএসসি সংক্রান্ত নিয়োগ-মামলার রায় ঘোষণা হওয়ার পর আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আগামী ৮ এপ্রিল ওই মামলা শুনবে শীর্ষ আদালত। যে মামলায় গোটা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেই মামলাই এবার শুনবে সুপ্রিম কোর্ট। সুপারনিউমেরারি পোস্ট নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। ২০২২ সালে সেই সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট বলে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, যারা অতিরিক্ত পদ তৈরির ক্ষেত্রে অনুমোদন দিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করবে সিবিআই। পরে ২০২৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট সেই রায়ে স্থগিতাদেশ দেয়। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, রাজ্য সরকারি অফিসার বা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোনও তদন্ত করতে পারবে না সিবিআই। হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশ বসাক ও বিচারপতি রশিদির বেঞ্চ যখন ২৫,৭৫২ জনের চাকরি বাতিল করার কথা ঘোষণা করেছিল, তখনই আদালত বলেছিল, দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে সিবিআই।

আমদানি শুল্ক ঘোষণা ট্রাম্পের, ধস নেমেছে শেয়ার বাজারে

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল ঃ আগেই জানিয়েছিলেন, সেই মতো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পাল্টা শুল্ক চাপানোর ঘোষণা করেছেন। ভারতের পণ্যের উপর ২৬ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। চিন থেকে আমদানি করা পণ্যের উপর ৩৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। বুধবার আমেরিকার স্থানীয় সময় অনুযায়ী বিকেল ৪টেয় (ভারতে রাত দেড়টা) এই ' পাল্টা শুল্ক' নিয়ে সবিস্তার জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট।ট্রাম্পের এই ঘোষণার পরই এশিয়ার শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে। শুধু তা-ই নয়, সোনার মূল্য বাড়ছে লাফিয়ে। চিন, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনামের মতো দেশের শেয়ার বাজার বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে। বৃহস্পতিবার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার শেয়ারের দর পড়তে শুরু করে। তবে, ডলারের তুলনায় জাপানের মুদ্রা ইয়েনের দাম বেড়েছে।উল্লেখ্য, ভারতের উপর ২৬ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। এ ছাড়া, চিনের উপর ৩৪, ইউরোপীয় ইউনিয়নের উপর ২০, ভিয়েতনাম ৪৬, জাপান ২৪, দক্ষিণ কোরিয়া ২৫, যুক্তরাজ্য ১০, তাইল্যান্ড ৩৬ এবং সুইজারল্যান্ডের উপর ৩১ শুল্ক চাপানো হয়েছে।

ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবে ডিএমকে ঃএম কে স্ট্যালিন

চেন্নাই, ৩ এপ্রিলঃ ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ডিএমকে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন বৃহস্পতিবার বলেছেন, এই ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে ডিএমকে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে। বুধবারই লোকসভায় পাস হয়েছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল। এই বিলের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন এবং ডিএমকে বিধায়করা এদিন বিধানসভায় কালো ফিতা পরে বিক্ষোভ দেখান।তামিলনাড়ুর উপ-মুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন বলেছেন, আমরা ও বিলের বিরোধিতা করছি। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই এর বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পাস করেছেন। দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি বলেন, এটা খুবই দু ঃখজনক যে এই দেশের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে একটি বিল পাস করা হয়েছে এবং তার পরে, তারা মণিপুর নিয়ে আলোচনা করতে আধ ঘণ্টা সময় নিয়েছে।অন্যদিকে লোকসভায় পাস হওয়ার পর এবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় পেশ হল ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৫। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্যসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ করার পর কিরেন রিজিজু বলেছেন, বর্তমানে ৮.৭২ লক্ষ ওয়াকফ সম্পত্তি আছে। ২০০৬ সালে সাচার কমিটি যদি ৪.৯ লক্ষ ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে আয়ের পরিমাণ ১২,০০০ কোটি টাকা অনুমান করতে পারে, তাহলে আপনি কল্পনা করতে পারেন, এই সম্পত্তিগুলি এখন কতটা আয় করছে। কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলের কাছে অনুরোধ জানিয়ে কিরেন রিজিজু বলেছেন, আমি কংগ্রেস এবং তাঁদের মিত্রদের কাছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৫ সমর্থন করার আবেদন করছি। উল্লেখ্য, দীর্ঘ বিতর্ক পর্বের পর বুধবার গভীর রাতে লোকসভায় পাস হয় সংশোধিত ওয়াকফ বিল। বিলের পক্ষে ২৮৮ এবং বিপক্ষে ২৩২ জন সাংসদ ভোট দেন। ব্যবধান ৫৬। মোট ভেটপড়েছে৫২০। এবার এই বিল পেশ হল রাজ্যসভায়।

ব্যাঙ্ককে বিমসটেক সম্মেলনে পাশাপাশি মোদি-ইউনুস, আজ মুখোমুখি বৈঠক হতে পারে

ব্যাঙ্কক, ৩ এপ্রিলঃ দেখা হল। কিন্তু সেভাবে কেউ কাউকে যেন চিনতে পারলেন না। বৃহস্পতিবার এমনই দৃশ্য দেখা গেল ব্যাঙ্ককে বঙ্গোপসাগর কেন্দ্রীক বোঝাপড়ার মঞ্চ বিমসটেক সম্মেলনে। দেশের নামের আদ্যক্ষর মেনে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের পাশের আসনটি বরাদ্দ ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য। প্রতীকি সৌজন্য বিনিময় ছাড়া দুজনের মুখ দেখাদেখি, কথাবার্তা হয়নি বলেই খবর। তবে বাংলাদেশের আর্জি মেনে আগামীকাল শুক্রবার মোদি ও ইউনুসের একান্ত বৈঠকটি হতে পারে বলে একাধিক সূত্র দাবি করেছে। সেই বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টাকে কড়া কথা শোনাতে পারেন মোদি, মনে করছে কূটনৈতিক মহলের একাংশ। বাংলাদেশে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ এবং সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন, নির্যাতনের ঘটনায় ভারত ক্ষুব্ধ। বুধবার ইউনুসের রোহিঙ্গা সমস্যা ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় সংক্রান্ত হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ খলিলুর রহমান ঢাকায় দাবি করেছিলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকটি হচ্ছে বলেই তাদের কাছে খবর। তিনি বলেন, ''আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তাতে এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে মোদি-ইউনুস বৈঠকটি হচ্ছে।'' বৃহস্পতিবার একাধিক সূত্র জানিয়েছে বৈঠকের সম্ভাবনা প্রবল। তবে সরকারিভাবে ভারত সরকার এখনও কিছু জানায়নি।

আরজেডি সরকার কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত ছিলঃঅমিত শাহ

গোপালগঞ্জ, ৩এপ্রিলঃলালুপ্রসাদ যাদবের আরজেডি সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। সম্প্রতি গত রবিবার বিহারের গোপালগঞ্জের এক জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, আরজেডি সরকার কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত ছিল। অমিত শাহ এদিন বলেছেন, ২০২৫ সালে বিহারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বিহারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে - তারা কি লালু-রাবড়ির জঙ্গল রাজে ফিরে যেতে চায়, নাকি তারা প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের অধীনে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে চায়?অমিত শাহ আরও বলেছেন, বিহারে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং এনডিএ সরকার গঠনের পর থেকে, এই রাজ্য উন্নয়নের সূচনা প্রত্যক্ষ করেছে। যখনই প্রধানমন্ত্রী মোদী বিজেপির জন্য ভোট চাইতে এসেছেন, তিনি গত ১০ বছর ধরে বিহারকে রূপান্তরিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। যদি আমরা কেবল ২০২৪-২৫ বাজেটের কথা বলি, তাহলে ২৬,০০০ কোটি টাকার বড় প্রকল্পগুলি অনুমোদিত হয়েছে।অমিত শাহ বলেছেন, পশ্চিম কোশি খালও আর্থিক সহায়তা পেয়েছে, যা ৫,০০০ হেক্টরেরও বেশি জমিতে সেচের সুবিধা প্রদান করবে। তবে এটি কেবল উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয় নয় - প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং বিহারের ঐতিহ্যকে সম্মান করার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। শাহ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় ৪০ লক্ষ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে, যা বিহারের জনগণের জন্য উন্নত জীবন নিশ্চিত করেছে। কিন্তু আরজেডি শাসনকালে বিহার কেমন ছিল? তখন তোলাবাজি, জঙ্গলরাজ, গুন্ডামি, ডাকাতি, অপহরণ এবং মুক্তিপণ দাবির সময় ছিল, যা রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। আরজেডি সরকার কেলেঙ্কারিতে ভরা ছিল।

আর চলবে না ওলা, উবার বা র‍্যাপিডো-র বাইক ট্যাক্সি

বেঙ্গালুরু, ৩ এপ্রিলঃ এখন অ্যাপ-ক্যাব, বাইকের যুগ। দরকার পড়লেই বা তাড়াহুড়ো থাকলে মোবাইল খুলে অ্যাপ বাইক বুক করেন কমবেশি সকলে। তবে সেই সুখ আর বেশিদিনের নয়। বড় ধাক্কা অ্যাপ-বাইক সংস্থাগুলির। বন্ধ করতে বলা হল অ্যাপ বাইক পরিষেবা। আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যেই পরিষেবা বন্ধ করতে বলা হয়েছে। এই নির্দেশ দিয়েছে কর্নাটক হাইকোর্ট। বুধবারই আদালতের তরফে জানানো হয়, মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্ট ১৯৮৮-র ৩ নম্বর ধারার অধীনে সরকার প্রয়োজনীয় গাইডলাইন জারি না করা পর্যন্ত রাজ্যে বাইক ট্যাক্সি চলতে পারে না। আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যে যাতে বাইক ট্যাক্সি পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে রাজ্য সরকারকে।

মধ্যপ্রদেশের ভিন্দে কাপড়ের গুদামে আগুন

ভিন্দ, ৩ এপ্রিল ঃমধ্যপ্রদেশের ভিন্দ জেলায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি কাপ।রে গুদামে। গুদামের ভিতরে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। কিন্তু, আগুন ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় প্রাথমিকভাবে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। অনেক চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এসেছে। কোতোয়ালি থানার ইনচার্জ ব্রজেন্দ্র সিং সেঙ্গার বলেন, বৃহস্পতিবার একটি কাপড়ের গুদামে আগুন লেগেছে। আগুন প্রায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ভিন্দের নগর পালিকার সিএমও যশবন্ত বর্মা বলেন, ঘটনাস্থলে চারটি দমকলের ইঞ্জিন

কাছাড়ের জালালপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

শিলচর (অসম) , ৩এপ্রিলঃ গুয়াহাটিতে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন কাছাড় জেলার অন্তর্গত পশ্চিম কাটিগড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী যুবক নিরূপম নাথ। তিনি পশ্চিম কাটিগড়ার বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি জালালপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসক নিয়োগের জরুরি প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। সাক্ষাৎকালে নিরূপম নাথ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেন, যেখানে তিনি জালালপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসক নিয়োগের দাবি জানান।এলাকার সাধারণ মানুষের চিকিসা পরিষেবা পেতে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করেন তিনি। নিরূপম নাথ নিজের হাতে আঁকা মুখ্যমন্ত্রীর একটি চিত্রও উপহার হিসেবে প্রদান করেন। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা উপহারটি গ্রহণ করে অত্যন্ত খুশি হন এবং নিরূপমকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।এর পর, তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন, যাতে জালালপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দ্রুত চিকিৎসক নিয়োগ করা যায়। সাক্ষাতের কিছুক্ষণ পরেই মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নিরূপম নাথের কাছে ফোন করে আবারও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। সেই সঙ্গে তাঁর ঠিকানা ও ফোন নম্বর সংগ্রহ করা হয় এবং জানানো হয় যে, ভবিষ্যতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হতে পারে।মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে এমন ইতিবাচক সাড়া পেয়ে পশ্চিম কাটিগড়ার মানুষ আশার আলো দেখছেন এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশা করছেন।

বাজারে দাম নেই, হিমঘর না থাকায় মাঠেই মজুত আলু চাষ করে দুশ্চিন্তায় মানাচরের চাষিরা, সহায়ক মূল্যে আলু ক্রয়ের আর্জি

দুর্গাপুর, ৩এপ্রিল ঃ একাধিক ঘূর্ণিঝড়ের পাশাপাশি ভারী বর্ষায় বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবজি চাষ। দুর্গাপুর সংলগ্ন দামোদর তীরবর্তী মানাচরের চাষিরা পুজোর পর দফায় দফায় নিম্নচাপের কারণে দেরিতে আলু চাষ শুরু করেন। এতে বীজ ও রাসায়নিক সার কিনতে চড়া দাম গুনতে হয়। বাঁকু।া জেলার মেজিয়া ব্লকের সোঁনাইচন্ডীপুর গ্রামের চাষিরা মূলত ছাইমাটির জমিতে আলু, পেঁয়াজ, বেগুন, গাজর, কলা, পেঁপে সহ বিভিন্ন সবজি চাষ করেন। তবে এবছর দেরিতে আলু চাষের কারণে খরচ বেড়ে গেছে।ভালো ফলনের আশায় অনেক চাষি এবার জ্যোতি আলুর বদলে পোখরাজ আলু চাষ করেছিলেন। কিন্তু বাজারে সেই আলুর চাহিদা কম থাকায় দামও তলানিতে। স্থানীয় এক চাষি বলেন, বিঘা প্রতি প্রায় ৩০-৩২ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু ফলন ভালো হলেও আলুর দাম এতটাই কম যে লোকসান গুনতে হচ্ছে। বাঁকুড়া জেলা কৃষি আধিকারিক দেব কুমার সরকার জানান, এবছর বাঁকুড়া জেলায় ৫৬,৬০০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। এর মধ্যে ৪৩,০০০ হেক্টরে জ্যোতি এবং ১৩,৬০০ হেক্টরে পোখরাজ আলু চাষ হয়েছে। মানাচরের চাষিদের অভিযোগ, এলাকায় তেমন কোনও হিমঘর নেই। ফলে ৪০ কিলোমিটার দূরে বাঁকুড়া বা সোনামুখীতে আলু সংরক্ষণে পাঠাতে গেলে গাড়ি ভাড়ার খরচ এত বেশি হয় যে তা উঠতেই চায় না। তাই বাধ্য হয়ে মাঠেই খড় ও ত্রিপল দিয়ে আলু মজুত করেছেন চাষিরা। তবে এতে বৃষ্টি হলে সেই আলু নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।চাষিরা দাবি জানিয়েছেন, কৃষি বিপণন দফতর যেন গ্রামে শিবির করে সহায়ক মূল্যে আলু ক্রয় করে। এ বিষয়ে বাঁকুড়া জেলাশাসক সিয়াদ এন জানান, জেলায় সুফল বাংলার মাধ্যমে ৫ হাজার কুইন্টাল আলু কেনা হয়েছে, যাতে ৭৩ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উপকৃত হয়েছেন। মানাচরের চাষিদের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে জেলার ডিডিএ ও ব্লক এডিএ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানান।

রামনবমী-সহ ৫ দিন দিল্লিতে ''ড্রাই ডে'', বিজ্ঞপ্তি জারি রেখা গুপ্তা সরকারের

নয়াদিল্লি, ৩এপ্রিলঃ দিল্লি সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রথম পাঁচটি ড্রাই ডে ঘোষণা করেছে। গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মদের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে দিল্লি সরকার। এই তালিকায় রয়েছে রাম নবমী এবং গুড ফ্রাইডে। বিজ্ঞপ্তি জারি করে সোমবার জানানো হয়েছে, ৬ এপ্রিল রামনবমী, ১০ এপ্রিল মহাবীর জয়ন্তী, ১৮ এপ্রিল গুড ফ্রাইডে, ১২ মে বুদ্ধ পূর্ণিমা ও ৭ জুন ঈদুজ্জোহায় দিল্লিতে সমস্ত মদের দোকান বন্ধ থাকবে।

কেদারনাথ যাত্রায় স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য রান্নার সামগ্রী দেবে স্বাস্থ্য বিভাগ

রুদ্রপ্রয়াগ, ৩এপ্রিলঃ এবার উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ যাত্রায় স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজেরাই খাবার রান্না করতে পারবেন। স্বাস্থ্য বিভাগ তাদের রান্নার সামগ্রী সরবরাহ করবে, যাতে কর্মীরা বেশি খরচের হাত থেকে বাঁচতে পারেন। এছাড়া, এমআরপি-তে কর্মীদের বিশ্রামেরও যথাযথ ব্যবস্থা করা হবে, যাতে তারা পর্যটকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় মনোযোগ দিতে পারেন। কেদারনাথ ধামে পৌঁছতে গৌরীকুণ্ড থেকে ১৬ কিমি পায়ে হেঁটে যেতে হয়। পথে চীরবাসা, জঙ্গলচট্টি, ভীমবলি, লিঞ্চোলি, ছানি ক্যাম্প, রুদ্রা পয়েন্ট, বেস ক্যাম্প এবং কেদারনাথ প্রধান বিশ্রামস্থান। এখানে রেশন, সবজি ও অন্যান্য সামগ্রী ঘোড়া-খচ্চরের মাধ্যমে আনা হয, যার ফলে খাবারের দাম অনেক বেশি পড়ে। এই সমস্যার সমাধানে প্রধান চিকিৎসা আধিকারিক ডা. রাম প্রকাশ এবছর স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য রান্নার সামগ্রী সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রতিটি এমআরপি-তে ইন্ডাকশন ও প্রয়োজনীয় বাসনপত্র থাকবে। কর্মীরা নিজেদের রেশন কিনে পছন্দমতো খাবার রান্না করতে পারবেন, যা তাদের বাজেট অনুসারে সাশ্রয়ী হবে।

আমেরিকার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দরকার, শুল্ক আরোপ প্রসঙ্গে মনীশ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিলঃ ভারতের ওপর আমেরিকার শুল্ক চাপানোর তীব্র নিন্দা করলেন কংগ্রেস সাংসদ মনীশ তিওয়ারি। ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে মনীশের পরামর্শ, সরকারকে মেরুদণ্ড তৈরি করতে হবে ও আমেরিকার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। ভারতের উপর ২৬ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা।এ প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার মনীশ তিওয়ারি বলেছেন, এটি আমেরিকা ও ভারত সরকারের মধ্যে চলমান আলোচনার চরম ব্যর্থতার বুঝিয়ে দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনও উস্কানি ছাড়াই শুল্ক আরোপ করেছে, আমাদের শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার করেছে এবং ভিসা বাতিল করেছে, এবং সরকার একেবারেই নীরব। সরকারের মেরুদণ্ড বিকাশ করা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দরকার।

শিমলায় নেপালি যুবককে হত্যার অভিযোগ, গ্রেফতার এক

শিমলা, ৩ এপ্রিল ঃ হিমাচল প্রদেশের শিমলার থিয়োগ এলাকায় এক নেপালি যুবক সুশীলকে (৩৪) হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত মাই রাম পুন ওরফে পারস রামকে পুলিশ কোঠখাই থেকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্ত পলাতক ছিল, তবে পুলিশ বুধবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে পেশ করা হবে বলে জানান এক পুলিশ আধিকারিক।উল্লেখ্য, থিযােগে এলাকায় এক নেপালি যুবককে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। জানা গেছে, নিহত যুবক ও অভিযুক্ত যুবক একই বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত যুবক পলাতক। বাগান মালিক জানান, দিন পনেরো আগে অভিযুক্ত যুবককে বাগানের কাজের জন্য রাখা হয়েছিল। তিনি একটি তাঁবুতে থাকতেন। অভিযুক্ত যুবক ৩১ মার্চ সকালে বাজারে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে যায়। ১ এপ্রিল সকালে তার তাঁবুর কাছে রক্তাক্ত অবস্থায় নিহত যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, মদ্যপ অবস্থায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ।

ব্যাঙ্কক পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী, জমকালো স্বাগত জানালেন প্রবাসী ভারতীয়রা

ব্যাঙ্কক ও নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল ঃ ব্যাঙ্কক পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লি থেকে কয়েক ঘণ্টার বিমান সফরে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী ৪ এপ্রিল, শুক্রবার ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। এটি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর তৃতীয় থাইল্যান্ড সফর।বৃহস্পতিবার থাইল্যান্ডে পৌঁছনোর পর প্রধানমন্ত্রী মোদীকে জমকালো স্বাগত জানান প্রবাসী ভারতীয়রা। এই আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীও। তিনি ব্যাঙ্ককে পৌঁছনোর পর এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে পৌঁছেছি। আসন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং ভারত ও থাইল্যান্ডের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন আরও জোরদার করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদী ৪ এপ্রিল, শুক্রবার ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। এটি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর তৃতীয় থাইল্যান্ড সফর।থাইল্যান্ড সফর শেষে শ্রীলঙ্কায় যাবেন প্রধানমন্ত্রী। ৪-৬ এপ্রিল শ্রীলঙ্কায় থাকবেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই শ্রীলঙ্কা সফর সম্পর্কে জানিয়েছেন, আমার শ্রীলঙ্কা সফর ৪ থেকে ৬ তারিখ পর্যন্ত চলবে। রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমার দিশানায়েকের ভারত সফরের পর এই সফর। আমরা বহুমুখী ভারত-শ্রীলঙ্কা বন্ধুত্ব পর্যালোচনা করব এবং সহযোগিতার নতুন পথ নিয়ে আলোচনা করব। আমি সেখানে বিভিন্ন বৈঠকের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

এলএসি ও শুল্ক ইস্যুতে সরব রাহুল, বিঁধলেন কেন্দ্রীয় সরকারকে

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল ঃএলএসি ও আমেরিকার চাপানো শুল্ক ইস্যুতে লোকসভায় সরব হলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। রাহুলের প্রশ্ন, আমাদের জমি ও শুল্কের বিষয়ে ভারত সরকার কী করছে? রাহুল গান্ধী বৃহস্পতিবার লোকসভায় বলেছেন, স্থিতাবস্থা (এলএসি) থাকা উচিত এবং আমাদের জমি ফিরে পাওয়া উচিত। আমার মতে, প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি চিনাদের কাছে চিঠি লিখেছেন। আমরা আমাদের নিজেদের জনগণের কাছ থেকে নয়, বরং চিনা রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে এটি জানতে পারছি। অন্যদিকে, আমাদের বন্ধু আমাদের উপর শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি আমাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবে।

ঝাড়খণ্ডের ১০ জেলায় কমলা সতর্কতা

রাঁচি, ৩ এপ্রিল ঃ ঝাড়খন্ডের ১০টি জেলায় বৃহস্পতিবার বজ্রপাত ও ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আবহাওয়া দফতর এই নিয়ে কমলা সতর্কতা জারি করেছে। জানানি হয়েছে, ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। ৫ এপ্রিল থেকে আবহাওয়া পরিষ্কার হবে ও তাপমাত্রা ৩-৪ ডিগ্রি বাড়তে পারে। জানিয়েছেন আবহবিদ অভিষেক আনন্দ।

সোমা দাসের চাকরি বহাল রইল সুপ্রিম-রায়েও

কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ বীরভূমের নলহাটির সোমা দাস। ২০১৯ সাল থেকে চাকরির দাবিতে আন্দোলনে পথে নেমেছিলেন। ক্যান্সার আক্রান্ত তিনি। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁর চাকরি বহাল রেখেছিল। সেই নির্দেশেই সায় দিল সুপ্রিম কোর্টও। মানবিক কারণে তাঁর চাকরি বহাল রেখেছে কোর্ট। ২০১৬ সালে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বসেছিলেন সোমা দাস। তাঁর অভিযোগ ছিল নিয়োগের মেধাতালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও তাঁকে চাকরি দেওয়া হয়নি। এরপর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা হয় হাই কোর্টে। তার মধ্যেই ২০১৯ সালে ক্যানসার ধরা পড়েছিল তাঁর। সেই বছর ফেব্রুয়ারি থেকে ব্লাড ক্যানসারে ভুগছেন বীরভূমের নলহাটির মেয়ে সোমা। তবে লড়াই ছেড়ে দেননি তিনি। চাকরির দাবিতে রোদ-ঝড়-জল-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অসুস্থ সোমা দিনের পর দিন কলকাতার রাজপথে ধরনায় সামিল হয়েছেন।দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এই ২৬ হাজারের চাকরি বাতিল হলেও মানবিক কারণে বহাল ছিল সোমার চাকরি। হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ-আদালতে মামলা হয়। তবে হাইকোর্টের রায়কে বজায় রাখল উচ্চ-আদালত। মানবিক কারণেই বজায় রইল সোমা দাসের চাকরি।

'নতুন বিড়ম্বনা' কাটানোর পথ খুঁজতে মরিয়া তৃণমূল

কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃশীর্ষ আদালতে বাতিল হয়ে গেল ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া গোটা প্যানেল। যা শাসকদল তৃণমূল তথা রাজ্য সরকারের ' নতুন বিড়ম্বনা' বলে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হতে শুরু করেছে। মুস্কিল আসানের পথ খুঁজতে মরিয়া তৃণমূল।গত বছর ২২ এপ্রিল ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। কালক্ষেপ না করে সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, '' আমরা কারও চাকরি খেতে দেব না।'' ঠিক এক বছর পর এ বছরের এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্টও হাই কোর্টের সেই নির্দেশই বহাল রাখল।তৃণমূলের অন্দরের আলোচনায় প্রাথমিক ভাবে দু'টি অভিমত উঠে আসছে। একাংশের বক্তব্য, নিয়োগে অনিয়ম নিয়ে রাজ্য সরকার সম্পর্কে জনমানসে যে ' নেতিবাচক ধারণা' রয়েছে, তা আরও দৃঢ় হল। আরও এক বার কমিশনের 'অপদার্থতা' বেআব্রু হয়ে গেল। তবে শাসকদলের অন্য অংশ এর মধ্যেও 'ইতিবাচক' দিক খুঁজতে চাইছে। তাদের বক্তব্য, তিন মাসের মধ্যে নতুন করে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেলে এই ধারণা আর থাকবে না। ফলে আগামী বছরের বিধানসভা ভোটেও এর কোনও প্রভাব পড়বে না।

বিহারে চলন্ত বাসে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা ১৫০ যাত্রীর

মতিহারি, ৩ এপ্রিল ঃ দিল্লিগামী একটি বাসে আগুন লাগে। বিহারে সুপৌল থেকে সেটি দিল্লি যাচ্ছিল বলে জানা গেছে। ঘটনাটি পিপরাকোঠি থানা এলাকার রেলওয়ে ওভারব্রিজের উপর ঘটে।বাসে থাকা ১৫০ জন যাত্রী দ্রুত বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। আগে থেকেই যাত্রীরা পোড়া গন্ধ পাচ্ছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে, তবে বাসটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

সুলতানপুরে ছাত্রের ওপর হামলা

সুলতানপুর, ৩ এপ্রিল ঃ উত্তর প্রদেশের সুলতানপুরের অন্তর্গত দুবেপুর গ্রামে এক ছাত্রের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।আহত অভিষেক ভার্মা (১৭) জানান, বুধবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে মুখ বাঁধা ৪-৫ জন তাকে আটকে মারধর করে এবং হুমকি দেয়। প্রতিবাদ করলে তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে।

লোকসভায় পাস ওয়াকফ সংশোধনী বিল, পক্ষে ভোট ২৮৮

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল ঃ দীর্ঘ আলোচনা-বিতর্কপর্বের পর বুধবার গভীর রাতে লোকসভায় পাস হয়েছে সংশোধিত ওয়াকফ বিল। এই নিয়ে বুধবার সারা দিন সরগরম ছিল লোকসভা। বিলের বিরোধিতা করে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। তবে শেষমেশ রাতে বিলটি পাস হয় লোকসভায়। বিলের পক্ষে ২৮৮ এবং বিপক্ষে ২৩২ জন সাংসদ ভোট দিয়েছেন। ব্যবধান ৫৬। মোট ভোট পড়েছে ৫২০।লোকসভায় দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনার পরে বিলটি ভোটাভুটির মাধ্যমে পাস করানো হয়েছে। রাজ্যসভায় এই বিল পেশ হবে বৃহস্পতিবার। লোকসভার মতো রাজ্যসভাতেও বিলটি সহজেই পাস হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২১চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ৪ এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২০ চৈত্র, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৯ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৮ চৈত্র ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুঘ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, বৃহঃবার থেকে গরম বাড়বে এবং সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে। এদিন পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে গরম বাড়বে বলে জানা গেছে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। কলকাতায় এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, উভয়ই ঊর্ধ্বমুখী। রোদের তেজ ও তীব্র গরমে অস্বস্তিকর আবহাওয়া সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই। উত্তরবঙ্গেও বাড়ছে তাপমাত্রা। এদিন সকাল থেকেই তীব্র রোদের তেজ অনুভূত হয়েছে। গরমের কাহিল হয়ে পড়েছেন মানুষ। যদিও, বৃষ্টির এখন কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল ৬ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৮ টা ৫০মনিট এবং রাত ৯ টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ২৮মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৫০মনিট

গ্রীষ্মের ছুটির দিনক্ষন ঘোষনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকার চলতি মরসুমে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে গ্রীষ্মের ছুটির দিনক্ষন ঘোষনা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ নবান্নে সাংবাদিকদের বলেন গরমের কথা মাথায় রেখে ৩০ এপ্রিল থেকে স্কুলগুলিতে গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হবে। উল্লেখ্য সাধারনত মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হয়। এইদিকে অত্যাধিক গরমের কারনে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পঠন পাঠনের সময়সীমা বদল করে সকালের সেশনে করার জন্যে দুই চব্বিশ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মত ৯ জেলার বিভিন্ন স্কুলের তরফে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে আবেদন জানানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বালিটিকুরির সদানন্দ মঠে পুকুরে ডুবে মৃত্যু সন্ন্যাসীর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ এপ্রিল ঃ হাওড়ার বালিটিকুরির সদানন্দ মঠে পুকুরে ডুবে মৃত্যু হলো এক সন্ন্যাসীর। জানা গেছে, সদানন্দ মঠের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত ছিলেন ওই মহারাজ। পূজা পাঠ এবং সমস্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন তিনিই করতেন। এলাকা সহ ভক্তদের কাছে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে মঠেরই এক ব্যক্তি দেখতে পান মঠের পিছনের পুকুরে একটি মৃতদেহ ভাসছে। তিনি সবাইকে খবর দিলে তাঁরা এসে ওই মৃতদেহ তুলে দেখেন তিনি সদানন্দ মঠেরই সন্ন্যাসী মণিকান্ত বাবু। খবর দেওয়া হয় দাসনগর থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দা পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই মর্মান্তিক মৃত্যু ভাবা যায়না। সকলের কাছে শুনছি মণিদা মারা গিয়েছেন। সেই শুনেই এসে দেখি জলে ভাসছেন। বাসন ধুতে পুকুরে নেমেছিলেন। তখনই পা পিছলে জলে পড়ে যান। ওনাকে বারণ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি শোনেননি। মঠ সেক্রেটারি প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, উনি এলাকায় নিঃস্বার্থভাবে সকলের জন্য কাজ করতেন। এই অবস্থায় মঠ শূন্য হয়ে গেল। কিভাবে মঠ চালানো যায় সেই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

হুগলির সুগন্ধায় উদ্বোধন হলো সমবায় সমিতির নতুন শাখা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা,৩ এপ্রিলঃ সার্বিক ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিতে পথ দেখালো হুগলির পোলবা ব্লকের আমনান সমবায় সমিতি লিমিটেড। বৃহস্পতিবার প্রায় ২০০০ নতুন একাউন্ট খুলে ব্যাংকিং পরিষেবা চালু করল তারা। এদিন সুগন্ধা গার্লস স্কুল সংলগ্ন এলাকায় সমবায়ের সুগন্ধা শাখার উদ্বোধনের পাশাপাশি ব্যাংকিং পরিষেবা শুরু হল, ফিতে কেটে এই নতুন শাখার উদ্বোধন করেন হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া। এছাড়াও বহু বিশিষ্ট মানুষজন উপস্থিত হয়েছিলেন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। সমবায় ব্যাংকের শাখা উদ্বোধনের পাশাপাশি অস্থায়ী শিবির করে ব্যাংকে নতুন খাতা খোলার কাজ শুরু হয়। সমবায়ের ম্যানেজার সুকেশ শূর বলেন এতদিন আমরা স্বনির্ভর দলের মহিলাদের ঋণ প্রদান করার কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলাম, এখন থেকে গ্রাহকরা দীর্ঘ মেয়াদী টাকা জমা ও অন্যান্য টাকা জমা তোলা সহ ব্যাংকিং সমস্ত পরিষেবাই পাবেন। পোলবা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তানসেন আলী মন্ডল বলেন এই নতুন শাখা উদ্বোধনের ফলে এলাকার মানুষ ভীষণভাবে উপকৃত হবেন।

হুগলি জেলার একাধিক স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকাদের চাকরি বাতিল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩ এপ্রিল ঃ নতুন নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত বাঁশবেড়িয়া বাঁশবেড়িয়ার গ্যাঞ্জেস হাইস্কুলে আগামী দিনে কী ভাবে পঠন-পাঠন হবে? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হুগলির একটি স্কুল থেকে চাকরি গেল ১৫ জনের। তা ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছেন না অভিভাবকরা। এ দিন বেলা পৌনে ১১টা নাগাদ সুপ্রিম কোর্টের রায় জানতে পারেন স্কুলের শিক্ষকরা। ২০১৬ সালের এসএসসি-র নিয়োগের গোটা প্যানেলই বাতিল করার সিদ্ধান্ত জানায় সুপ্রিম কোর্ট। এর পরেই একলপ্তে চাকরি যায় বাঁশবেড়িয়া হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা পদে কর্মরত নিতা কুমারী, প্রিয়া দে, নির্মল গোড়াই, বীণা কুমারী, সুব্রত গয়লা, কানাইয়া দুবে, ঈপ্সিতা হাজরা, অরিন্দম সিংহ, সুষমা সিং, পরেশনাথ সাহা, শ্যামল কুসুহা, ধর্মেন্দ্র চৌধুরী, মোহাম্মদ শরিফ মিয়া, স্বপন বিশ্বাস এবং আতাউর রহমান আনসারির। স্কুলের পরিবেশটাই এক লহমায় পুরো বদলে যায়। বৃহস্পতিবার সকালের পর থেকেই থমথমে পরিবেশ স্কুলে। এই শিক্ষিক-শিক্ষিকারা বাড়ি চলে যান। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশাল তিওয়ারি বলেন, 'আমরা অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি। আমি জানি না কাল থেকে কী ভাবে স্কুল চালাব।' সূত্রের খবর হুগলির উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ বয়েজ স্কুলের তিন জন টিচার ও একজন গ্রুপ ডি স্টাফ এছাড়া এখনো পর্যন্ত যতদূর জানা গেল উত্তরপাড়ার মাখলা হাইস্কুলের দুজন শিক্ষক ও একজন গ্রুপ ডি স্টাফ এই বাতিলের তালিকায় তাদের নাম আছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, হুগলির রিষড়া বিদ্যাপীঠের ১৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ১২ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে এই রায়ে। এই হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে প্রায় ২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করেন। স্কুলের মধ্যে কান্নায় ভেঙে পড়েন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। আগামীতে কী ভাবে সংসার চালাবেন তাঁরা? তা বুঝতে পারছেন না। এই স্কুলের শিক্ষক কুণাল মণ্ডল বলেন, 'আমার স্ত্রী অন্য স্কুলে চাকরি করে। ও ২০১৬ সালের প্যানেলেই চাকরি পেয়েছিল। সদ্য বিয়ে হয়েছে। এখন কী ভাবে সংসার চালাব তা বুঝতে পারছি না। বাড়ি তৈরি করেছি লোন নিয়ে। কী ভাবে সেই লোন শোধ করব, তা বুঝতে পারছি না।' এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রোশন কুমার মাল বলেন, '১৯ জনের মধ্যে ১২ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। কী ভাবে স্কুল চালাব, তা বুঝতে পারছি না।' অন্যদিকে, দাদপুরের হারিট উচ্চ বিদ্যালয়ের পিওন জিতেন টুডু প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবারও স্কুলে গিয়েছিলেন। সুপ্রিম রায়ে চাকরি গিয়েছে তাঁরও। কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। বলেন, '২০১৮ সালে ১৮ এপ্রিল তিনি কাজে যোগ দিয়েছিলেন। বাবা, মা চাষবাষ করে পড়িয়েছেন তাঁকে। পরিবারের কাছে ঘুষ দেওয়ার মতো অর্থ ছিল না বলেও দাবি করেছেন তিনি।'

রাস্তায় জমে নোংরা জল

রোড অবরোধ বাসিন্দাদের, প্রশাসনের আশ্বাসে তিন ঘন্টা পর অবশেষে ওঠে অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ এপ্রিল ঃ রাস্তায় জমে নোংরা জল। লিলুয়ার বেনারস রোড অবরোধ স্থানীয় বাসিন্দাদের, প্রশাসনের আশ্বাসে তিন ঘন্টা পর অবশেষে ওঠে অবরোধ। হাওড়ার লিলুয়ার সি রোড এলাকায় টানা বেশ কয়েকদিন ধরে নোংরা ড্রেনের জল রাস্তায় জমে থাকার কারণে স্থানীয়রা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বেনারস রোডে অবরোধ করেন। এর জেরে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ঘন্টা তিনেক ধরে চলে অবরোধ। স্থানীয় মহিলারা রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। লিলুয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারপরও রাস্তা অবরোধ ওঠেনি। এরপর হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি নর্থ বিশপ সরকার সেখানে এসে পৌঁছান। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। প্রায় ৩ ঘন্টা পর রাস্তা থেকে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এদিনের অবরোধ প্রসঙ্গে

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামলী দাস বলেন, গত প্রায় কয়েক দিন ধরে আমরা জলের মধ্যে পড়ে আছি। খাবার জল নেই। কোনও সুবিধে নেই। এই কারণে আমরা এই অবরোধ করেছি। জল সম্পূর্ণ পচে গিয়েছে। আমরা চাইছি এর একটা সুরাহা হোক। পাঁচ বছর ধরে আমরা কষ্ট করছি। এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। বৃষ্টির জল তো জমে। তার ওপর এই জলের কষ্ট ভোগ করছি।

এলাকার আরেক বাসিন্দা সনৎ কোলে বলেন, প্রায় ২০ দিন ধরে মানুষের ব্যবহার করা নোংরা জলের নিচে আমরা পড়ে রয়েছি। এ ব্যাপারে আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। আমাদের জলের গাড়িও দেওয়া হয়নি। একটা গাড়ি দিয়েছিল। সেটা এখনো পড়ে আছে। পরে জল আর ভর্তি করা হয়নি। নোংরা জলে যাতায়াত করে পায়ে সংক্রমণ হয়ে গিয়েছে। আমরা চাই লিখিতভাবে আমাদের সমস্যার সমাধান করুন। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা সাবরিন বেগম বলেন, এখানে নোংরা নর্দমার জলের সমস্যা।

খাল পরিষ্কারের কোনও ব্যবস্থা নেই। খালে চড়া পড়ে গিয়েছে। খাল নোংরায় ভরে গেছে। মশা ভর্তি হয়ে রয়েছে এলাকায়। প্রতি বর্ষায় ছয় মাস ধরে বৃষ্টির জলের সমস্যা ভুগতে হয় এলাকার বাসিন্দাদের। এই সমস্যা ২০ দিন ধরে চলছে।

পরিষ্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় কিন্তু কাজ আর হয়না। কেএমডিএর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শুকদেব কোলে বলেন, আগামী ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে পরিস্থিতি অনেকটাই উন্নত হবে। যাতায়াতের জন্য রাস্তার জল নেমে যাবে। ভিতরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা হয়েছে। পরিস্থিতি খুবই খারাপ। কেএমডিএ দায়িত্ব নিয়ে সফলভাবে কাজ শেষ করবে।

ব্যাঁটরার পাওয়ার হাউস মোড়ে ভস্মীভূত চায়ের দোকান, আগুন ছড়িয়ে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সিপিএমের পার্টি অফিস

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ এপ্রিল ঃ হাওড়ায় ব্যাঁটরার পাওয়ার হাউস মোড়ে আগুনে ভস্মীভূত চায়ের দোকান, আগুন ছড়িয়ে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সিপিএমের পার্টি অফিসও। বুধবার গভীর রাতের ওই ঘটনায় চায়ের দোকানটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। আগুনে পার্টি অফিসের ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে সিপিএমের অভিযোগ। বুধবার রাত ২টো নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। চায়ের দোকানটি আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। কি কারণে আগুন লাগলো তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

এরিয়া কমিটির তরফে সিপিআইএম নেতা সোমনাথ গৌতম বলেন, রাতের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আমাদের পার্টি অফিসের একটি দেওয়াল সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। অফিসের ছাদের চাল পুড়ে গেছে। রেড ভলেন্টিয়ার্সদের বিভিন্ন জিনিসপত্র ছিল সেগুলো আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে। ওই চায়ের দোকান গত ছমাস যাবৎ বন্ধ ছিল। সেখানে সিলিন্ডার পর্যন্ত ছিল না। তাহলে আগুন কিভাবে লাগলো এবং আগুনের উৎস কি তা নিয়েই আমাদের প্রশ্ন। প্রশাসন যাতে ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত করে আমরা তার দাবি জানাচ্ছি। এদিকে, হাওড়া ফায়ার স্টেশনের সাব অফিসার সৌম্য বসু বলেন, একটি দোকানে আগুন লাগার প্রথম খবর পাই। খবর পেয়ে একটি ইঞ্জিন নিয়ে ঘটনাস্থলে আসা হয়। এসে দেখা যায় তৃণমূল পার্টি অফিস এবং সিপিএম পার্টি অফিস সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে আমরা পৌঁছাই।

দোকানটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। পাশের সিপিএম এবং তৃণমূল পার্টি অফিস রক্ষা করা হয়। এরপর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। মোট দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বেড়াতে এসে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি উল্টে মৃত্যু শিশুকন্যা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩ এপ্রিলঃ দাদুর বাড়ি বর্ধমানের আলমগঞ্জের কলাবাগানে বেড়াতে এসে ফুটন্ত ভাতের হাড়ি উল্টে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন বৃহস্পতিবার মৃত্যু হল ৩ বছরের এক শিশু কন্যার। মৃত শিশু কন্যার নাম ইশিকা যাদব। বয়স ৩ বছর। মৃত শিশু কন্যার মা শীতল দেবী জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের খুশিনগর জেলার গুল্লাহা গ্রামে থাকতেন। কিছুদিন আগে তার বাপের বাড়ি আলমগঞ্জের কলাবাগানে বেড়াতে এসেছিলেন, আর সেখানেই গত ইংরেজির ২২ তারিখে গ্যাস শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে কাঠের উনুনে রান্না করার সময় শিশুটি উনুনে খোঁচা দেওয়াতে ফুটন্ত ভাতের হাড়ি উল্টে তার শরীরে পড়ে যায়। ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় শিশুটিকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসা চলাকালীন এদিন মৃত্যু হয় তার শিশুকন্যার। এদিনই বর্ধমান থানার পুলিশ শিশুটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়।

দাদুর বাড়ি বেড়াতে এসে শিশুটির এ ধরনের মৃত্যু তে শোকের ছায়া পরিবারের মধ্যে।

হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে মল্লিকপুরে বেআইনি আবাসন ভেঙে দিলো প্রশাসন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৩ এপ্রিলঃ এবার বারুইপুর থানার মল্লিকপুরে বড়সড় পদক্ষেপ নিল দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। দু-দুটো বেআইনি বহুতল ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। আর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার পরেই বৃহস্পতিবার মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গনিমার হাবিব চকে দুটি বেআইনি বহুতল ভাঙতে উপস্থিত হন জেলা প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক বৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এ দিন বারুইপুরের বিডিও সৌরভ মাঝির উপস্থিতিতে বেআইনি বহুতল ভাঙার কাজ হয়।এখানে বহুতলে রয়েছে ১৬ টি পরিবার।তবে বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে প্রায় চার থেকে

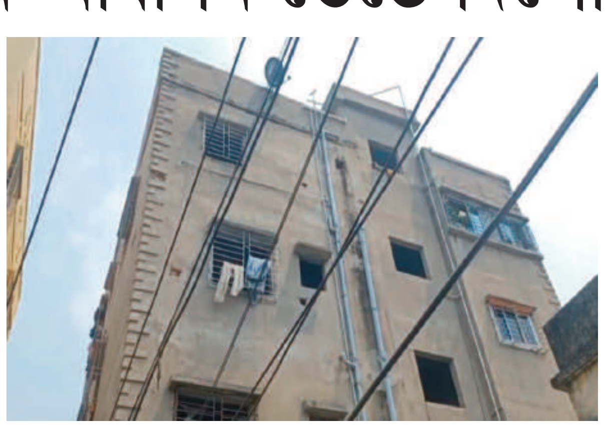

পাঁচ হাজার বেআইনি বহুতল। তার মধ্যে মাত্র চার থেকে পাঁচটি বহুতলের বৈধ অনুমতি রয়েছে বলে এদিন জানালেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের মৎস্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র। তিনি জানান, মল্লিক পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটু ভিতরের দিকে হওয়ায় প্রশাসনের নজর এড়িয়ে বেআইনি বহুতল গুলি নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে হাজার হাজার বেআইনি বহুতল মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নজর এড়িয়ে কি করে তৈরি হলো। আর এই বেআইনি বহুতল ভেঙে যদি মেটিয়াবুরুজের মতো প্রাণ হানির ঘটনা ঘটে তার দায় কে নেবে। মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হবিবুর রহমান বৈদ্য জানান, ধীরে ধীরে বেআইনি বহুতলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কাজ শুরু করা হয়েছে।

আগামী দিনে আরও বেআইনি বহুতল ভাঙ্গা পড়বে। বিডিও বারুইপুর সৌরভ মাঝি জানান, পঞ্চায়েতের নজরে সব আছে। হাইকোর্টের নির্দেশেই দুটি বাড়ি ভাঙ্গার কাজ এদিন শুরু হলো। যদিও বেআইনি বহুতলের আবাসিকরা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। আচমকায় পুলিশের নির্দেশে তাদের ঘর খালি করতে হচ্ছে। এখন তাঁরা কোথায় যাবেন ভেবে কুল পাচ্ছেন না। মূলত পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দিলেন বেআইনি বহুতলের আবাসিকরা।

মদের আসরে ডেকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার তিন

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ৩ এপ্রিল ঃ এবার মদের আসরে ডেকে বন্ধুকে খুনের অভিযোগ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোনারপুর থানার রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যে তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে কী কারণে খুন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মৃতের নাম বিশাল সাউ। বয়স ২৫ বছর। পেশায় ছাতু বিক্রেতা। বছর খানেক আগে বিয়ে হয়। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী এবং আড়াই মাসের ছেলে আছে। পরিবার সূত্রে খবর, ফোন করে বুধবার রাত পৌনে ১১টা নাগাদ বিশালকে সুভাষপল্লির মাঠে ডেকেছিল বন্ধুরা। এরপর তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় আকাশ পাইক নামে এক বন্ধু। স্ত্রী বারণ করলেও বিশাল কার্যত জোর করে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। জানা যায়, আকাশ ছাড়া ও রাকেশ ও রাহুল নামে আরও দুজন ছিল ওই মাঠে। সেখানে মদের আসর বসেছিল বলেই খবর। বন্ধুরাই তাকে মারধর করে মাঠে ফেলে চলে যায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে তিনজন কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রাত প্রায় একটা নাগাদ পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি জানতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশালকে উদ্ধার করে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।সেখান থেকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ভোররাতে তাঁর মৃত্যু হয়। আর এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে কী কারণে তাঁকে মারধর করে বন্ধুরা, তা স্পষ্ট নয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনের কারণ জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। ধৃতকে বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় সোনারপুর থানা থেকে। আর পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সোনারপুর

সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধনে ঐতিহ্যবাহী লাচ্ছা -সিমুই উৎসব

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া, ৩ এপ্রিলঃ সারা ভারত জরি শিল্পী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধনে পবিত্র ঈদ মিলন উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী লাচ্ছা -সিমুই উৎসব ২০২৫ অনুষ্ঠিত হল গ্রামীণ হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর বিধানসভার গাববেড়িয়া চাইল্ড হুড কে জি স্কুলে।এই বছর লাচ্ছা -সিমুই উৎসব চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করলো। সারা ভারত জরি শিল্পী কল্যাণ সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মুজিবুর রহমান মল্লিক এই উৎসব প্রসঙ্গে দাবি করে বলেন, আম উৎসব,ইলিশ উৎসব, পিঠে পুলি উৎসব ,নবান্ন উৎসব বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হলেও এই প্রথম লাচ্ছা -সিমুই উৎসব পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম। এই উৎসবে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক আধিকারিকবৃন্দ, লেখক - সাহিত্যিক - কবি,বাচিক শিল্পী, সংগীত শিল্পী, নাট্যব্যক্তিত্ব, অভিনেতা, শিক্ষক। উপস্থিত ছিলেন হিন্দু -মুসলিম - খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষজন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সেবা দল এর আধিকারিক সহ সদস্য -সদস্যা সহ কর্মী - সমর্থকবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত জরি শিল্পী কল্যাণ সমিতির ব্যক্তিত্ব , কর্মী - সমর্থকবৃন্দ। এই বছর লাচ্ছা -সিমুই উৎসবে বিভিন্ন রকমের লাচ্ছা -সিমুই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ২৩ জন তাদের নিজেদের হাতে তৈরি লাচ্ছা -সিমুই প্রদর্শন করেন এবং উপস্থিত অতিথি-অভ্যাগতদের এবং দর্শকদের প্রত্যেককে তা খাওয়ার জন্য পরিবেশন করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লাচ্ছা ইউনিক রেসিপি, নবাবী লাচ্ছা, জর্দা সিমুই, মোটা সিমুই, সুজির সিমুই , দুধ সিমুই , বাদশাহী সিমুই , সরু সগমুই, সুরো সিমুই, জবদানা সিমুই, গড়গড়া সিমুই, পায়েস সিমুই, পোলাও বিস্কুট । এই উৎসবের মূল উদ্যোক্তা সারা ভারত জরি শিল্পী কল্যাণ সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মুজিবুর রহমান মল্লিক বলেন, সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধনে পবিত্র ঈদ মিলন উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী লাচ্ছা -সিমুই উৎসব ২০২২ সালে সারা ভারত জরি শিল্পী কল্যাণ সমিতি সূচনা করেছে। ঈদের পর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতির মিলন উৎসব। সম্প্রীতির ভারতবর্ষে আমরা সকলে হাজার হাজার বছর ধরে একসাথে বসবাস করি,যে যার মত ধর্ম পালন করি, উৎসবে সকলে একসাথে মিলিত হই ।সে হোক বসন্ত উৎসব,রাখি বন্ধন উৎসব বা বিভিন্ন পূজো পার্বন বা ঈদ,খ্রীস্ট মাস। ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক উৎসব, সাংস্কৃতিক উৎসব সাথে সাথে সূচনা হয়েছে।যেমন ইলিশ উৎসব,আমি উৎসব,পলাশ উৎসব, মাটি উৎসব,খাল - বিল উৎসব প্রভৃতি। এক একটি মনীষী বা সমাজ সংস্কারক এক একটি উৎসবের সূচনা করেছে।সবাই মিলনের কথা বা একে অপরের মধ্যে মিলন বা মেলবন্ধন ঘটানোর জন্যই বিভিন্ন উৎসবের সূচনা করেছে। সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধনে ঐতিহ্যবাহী লাচ্ছা -সিমুই উৎসব ২০২২ সাল থেকে সারা ভারত জরি শিল্পী কল্যাণ সমিতি সূচনা করেছে। ঈদের পর হিন্দু -মুসলিম -খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতি মিলন উৎসব।এই উৎসবে বিভিন্ন ধরনের লাচ্ছা -সিমুই রন্ধন করা হয়। এবং সমবেত অতিথি বন্ধু - বান্ধব বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে ভাগ করে খাওয়া হয় এই উৎসবে বিভিন্ন ধরনের লাচ্ছা -সিমুই রন্ধন করা হয়। এবং সমবেত অতিথি, বন্ধু - বান্ধব, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে ভাগ করে খাওয়া হয়।এর সাথে চলতে থাকে বাংলা সংস্কৃতি অঙ্গনে নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি। এই উৎসবে যেমন থাকে পুরাতন দিনের হাতে তৈরী জব দানা সিমুই, গড়গড়া সিমুই, তেমনি থাকে আধুনিক মেশিনে তৈরী বিভিন্ন সিমুই। বাংলার সিমুই ছাড়া, বিহার,উত্তরপ্রদেশ, মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন ধরনের সিমুই এর আয়োজন করা হয়। সম্প্রীতির ভারতবর্ষে, কবিগুরুর কথায় নানা ভাষা,নানা মত, নানা পরিধান বিবিধের মাঝে দেখো মিলন ও মহান। কাজী নজরুল ইসলামের মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়ন মনি হিন্দু তাহার প্রাণ। কবি গুরু এবং নজরুল ইসলামের এই বাণী কে পাথেয় করেই সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধনে আমাদের ঐতিহ্যবাহী লাচ্ছা -সিমুই উৎসব। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বর্তমান পরিস্থিতিতে এই উৎসব এর প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে সুচিন্তিত ও বাস্তবিক বক্তব্য রাখেন।এই উৎসব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত,গীতিআলেখ্য, আবৃত্তি, শ্রুতি নাটক পরিবেশিত হয়।এই লাচ্ছা -সিমুই উৎসবে হিন্দু -মুসলিম - খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের জনজোয়ার প্রামান করল এই উৎসবের সফলতা।

বারুইপুর ও ডায়মন্ডহারবারে গণ আইন অমান্য কর্মসূচি পালন করলো এস ইউ সি আই এর কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৩ এপ্রিলঃ বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকটি দাবিকে সামনে রেখে গণ আইন অমান্য কর্মসূচি পালন করলো এস ইউ সি আই কর্মীরা। এদিন বারুইপুর বারুইপুর মহকুমা শাসক ও এস ডি পি ও অফিসে আইন অমান্য করা হয়। প্রায় ১ হাজার মানুষ এদিন বারুইপুর রেল ময়দান থেকে মিছিল করে মহকুমাশাসক ও এস ডি পি ওর অফিসের সামনে যায় এবং এক ঘন্টার মত ঐ দুই অফিসের সামনে অবরোধ কর্মসূচী পালন করা হয়। এদিন এই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলী সদস্য ও প্রাক্তন বিধায়ক তরুণকান্তি নস্কর এবং রাজ্য কমিটি সদস্য নিরঞ্জন নস্কর সহ আরো অনেকে। এদিনের দাবি গুলো ছিলো ২৬ হাজার চাকরি হারা শিক্ষকের সুবিচার, অভয়ার

ন্যায় বিচার,৭৪৮টি ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি রোধ,গণ আন্দোলনের কর্মীদের উপর বর্বর পুলিশি অত্যাচার বন্ধ,রাজ্য সরকারি স্তর থেকে পঞ্চায়েতের সমস্ত স্তরে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ও দুর্নীতি বন্ধের দাবিতে,আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি ও হুমকি সংস্কৃতি,বেকারি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, স্মার্ট মিটার চালুর বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় (১) স্থায়ী নদী বাঁধ নির্মাণ, (২) শিয়ালদহ দক্ষিণ সেকশনের রেলপথ সম্প্রসারণ ও ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি, (৩) সেচের জল, (৪) জল নিকাশির সুব্যবস্থা, (৫) হিমঘর নির্মাণ, (৬) শ্রমনির্ভর শিল্প স্থাপন, (৭) জেলার অভ্যন্তরে ব্লক হাসপাতাল গুলির সার্বিক উন্নয়ন, (৮) সুন্দরবনে নদীতে মানুষের অধিকার রক্ষা এবং জীবন জীবিকার অনুসারী শিল্প স্থাপন,(৯) গদখালীতে ব্রীজ নির্মাণ এবং (১০) জেলার অভ্যন্তরে মদের দোকান প্রসার বন্ধ করতে সরকারি উদ্যোগ।

এদিন একই ভাবে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসকের দপ্তরে আইন অমান্য কর্মসূচিতে অংশ নেন গুনসিন্ধু হালদার, বিশ্বনাথ সরদার,শ্যামল প্রামানিক সহ আরো অনেকে।

এদিন ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে পুলিশের সাথে বাক বিতন্ডা ও ধস্তাধস্তিতে সামিল হন এস ইউ সি আই এর কর্মীরা।

উত্তরপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ফিজিক্স ল্যাব চলে ত্রিপল খাটিয়ে

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ৩ এপ্রিলঃ স্কুলের মাথায় অর্ধেক জায়গায় ছাদ নেই। যখন তখন ভেঙে পড়ছে ছাদের সিমেন্টের চাঙড়। স্কুলের ফিজিক্স ল্যাব চলে ত্রিপল খাটিয়ে। হুগলির উত্তরপাড়ার মেয়েদের পড়াশোনার জন্য অন্যতম একটি স্কুল হল উত্তরপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। সেই স্কুলেরই একেবারে বেহাল অবস্থা। রোদ বৃষ্টিতে দারুণ সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। ছাত্রী থেকে শুরু করে স্কুলের শিক্ষিকাদের। ছেঁড়া ত্রিপল থেকে জল ঢুকে যায় ফিজিক্স ল্যাব সহ মিটার ঘরে। কোন সময় ঘটে যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। বর্ষার সময় হয় সব থেকে বেশি সমস্যা। অর্ধেক জায়গায় স্কুলের মাথায় ছাদ না থাকায় সেখানে ত্রিপল টাঙানো থাকে। কিন্তু সেই ত্রিপল ছেদ করে একেবারে জল বৃষ্টি ঢুকে পড়ে স্কুলের ভেতরে। এ বিষয়ে স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা জানান, স্কুলের এই অবস্থার সমাধানের জন্য তারা প্রশাসনের কাছে দ্বারস্থ হয়েছেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার লিখিতভাবে আবেদন করে জানানো হয়েছে। বর্তমান যে পরিস্থিতি তাতে স্কুলের পঠনপাঠন বিঘ্নিত ঘটছে। সমস্যা নিয়েই পড়াশোনা করছে পড়ুয়ারা। বিজ্ঞানের ছাত্রী তৈরি করতে গেলে তাদের জন্য অত্যাবশ্যক ল্যাবরেটরি ক্লাস। সে ক্ষেত্রে স্কুলের ফিজিক্স ল্যাব চালাতে হচ্ছে ত্রিপল খাটিয়ে। এই বিষয়ে জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি বলেন, ''বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে, স্কুলের পক্ষ থেকে শিক্ষা দফতরে আবেদন করা হয়েছে। তবে স্কুলের পক্ষ

থেকে সাংসদের কাছে আবেদন আগেই জানানো উচিত ছিল। তাহলে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ কোটার টাকায় দ্রুত সমস্যার সমাধান করা যেত। এর আগেও সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি স্কুলকে তার সাংসদ কোটার টাকা বরাদ্দ করেছেন স্কুলের উন্নয়নের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা খাতে দীর্ঘদিন যাবৎ রাজ্যকে বঞ্চনা করছে তারপরেও রাজ্য সীমিত ক্ষমতার মধ্যে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করছে। তাই আশা করছি এই সমস্যার সমাধানও খুব দ্রুততার সঙ্গে হয়ে যাবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১২৩ সংখ্যা, শুক্রবার, ২১ চৈত্র, ১৪৩১

দেড়শো বছর ধরে আত্মপরিচয়ের অভিযাত্রা

সম্পাদকীয়

'টিল ডে ইউ ডু পার্ট' নাটকের শুরুতে পিটার হ্যান্ডকে দর্শককে আলাপ করিয়ে দেন এক প্রস্তরীভূত নারীমূর্তির সঙ্গে। নাট্যপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে যার মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে প্রাণের স্পন্দন। নারীটি কথা বলে। সেই কথা বলায় তার প্রাণের প্রকাশ। আর এ নাটকেরই শেষে নাট্যকার মনে করান আর-এক নারীকে। গ্রিক পুরাণের মামুলি এক জলপরি, নাম তার 'ইকো'। হেলাফেলারই এক নারী সে, কিন্তু, যাবতীয় উপেক্ষার মাঝেও নিজস্ব এক কণ্ঠ আছে তার। সেই নারীর সঙ্গেই ওই পাথর থেকে জেগে ওঠা নারীকে যেন মিলিয়ে দেন পিটার। যে নারী এ বার বলবে, সে আর 'ইকো' নয়, প্রতিধ্বনি নয়। 'সাধারণ বঙ্গ রঙ্গালয়ের সার্ধ-শতবর্ষ' বইটির সূত্র ধরে অস্ট্রিয়ার এই নাটকের কথা মনে এল, কেন-না এক নাটকের অন্তর্বর্তী এই বয়ান, আশ্চর্যজনক ভাবেই নাটকের দুনিয়ার এক রকমের আঁতের কথা। কোনও না কোনও ভাবে যে অপর, তার নিজের কণ্ঠ, নিজের প্রকাশ খুঁজে পাওয়ার অভিযাত্রায় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে 'নাট্য'। বাংলায় তার ভূমিপুত্রেরা যখন রঙ্গালয় স্থাপনের কথা ভাবছিলেন, তা উপনিবেশীকৃত দেশে এক প্রকার আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হয়ে উঠছিল। আবার প্রথম পর্বের এই নাট্যচর্চাও যখন ধনীর আঙিনার গণ্ডি ছেড়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের বিস্তৃতিতে নিজেকে আঁটিয়ে নিচ্ছে, তখনও তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে অপর হয়ে থাকা এক অংশের নিজস্ব যাপন। ধনী অভিজাতদের নাগাল থেকে হয়ে উঠছে সাধারণের, আম-জনতার। এই যাত্রাপথ ধরে এগোতে এগোতে অনতিবিলম্বেই স্পষ্টত অপর যে শ্রেণিটি সাধারণ বঙ্গ রঙ্গালয়ের অংশভাক হয়ে উঠেছিল, থিয়েটারের মঞ্চালোক ধার করে বাস্তবিকই তারা আঁধার জীবনে খুঁজে পেতে চেয়েছিল আলোকরেখা। প্রতি রাতে হাতবদল হওয়াই যাদের নিয়তি ছিল, সেই মেয়েদের অন্য ভাষা, অন্য পরিচয়ের হাতছানি দিল থিয়েটার। নিজের প্রয়োজনের তাগিদে থিয়েটারের নারীকে ব্যবহার এবং থিয়েটারকে ভর করে নারীর আত্মপরিচয় নির্মাণের লড়াই- এই দ্বিমুখী বয়ানকে বিশ্লেষণ করেছেন বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ ('দেড়শো বছরের বাংলা থিয়েটারে পুরুষ কণ্ঠ এবং নারী কণ্ঠ'), দেবলীনা শেঠ মুখোপাধ্যায় ('দেড়শো বছরের বাংলা থিয়েটারঃ নায়িকার আত্মপ্রতিষ্ঠার চা়াই-উতরাই'), সুকৃতি

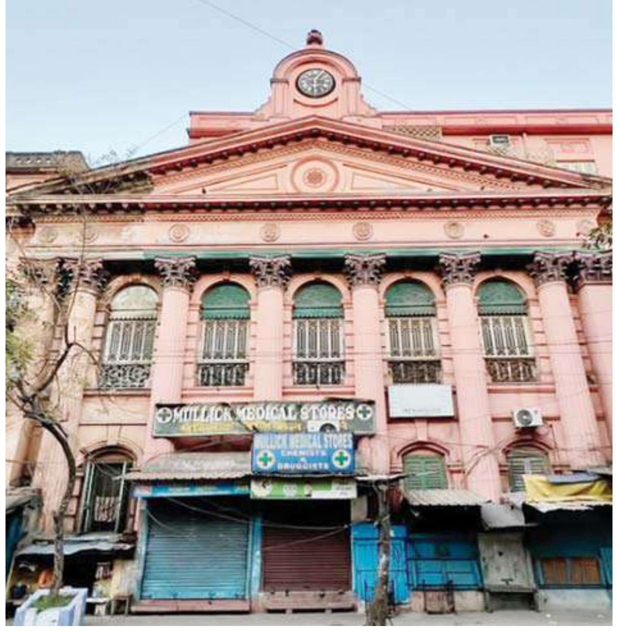

লাহিড়ী ('মঞ্চ যখন স্বাধীনতার আকাশ'), শম্পা ভট্টাচার্য (ছিঃ! ছিঃ! এত্তা জঞ্জাল!!)। বঙ্গ রঙ্গালয়ের সঙ্গে অপরত্বের পারস্পরিকতার সে সন্ধান আরও নিবি। হয়ে উঠেছে অর্ণব সাহা ('ক্ষমতা অবদমন, অন্তর্ঘাতঃ বাংলা থিয়েটারের যৌনতা'), রাকেশ ঘোষ ('বঙ্গ রঙ্গালয়ে অ্যান্ড্রোজিনি ও অপর যৌনতা') প্রমুখের নিরীক্ষণে। থিয়েটারকে আলম্ব করে যৌন অপরত্বের স্বরসন্ধানের এই প্রয়াসের পাশাপাশিই শ্রেণির প্রান্তিকতা খুঁড়ে দেখছেন ঋতম মুখোপাধ্যায় (বাংলা থিয়েটারে নিম্নবর্গঃ 'আছে বল দুর্বলেরও'), ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক অপরত্বের মূলে গিয়ে প্রশ্ন তুলছেন শামিম আহমেদ। 'দেড়শো বছরের বাংলা থিয়েটারে সংখ্যালঘুর উপস্থিতি বনাম অনুপস্থিতি'র প্রশ্নটি ভাবতে বাধ্য করে। সে 'দ্বেষ/ভাগে'র দরুণ দুই বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা থিয়েটারের দিকে একাগ্র চোখ রেখেছেন অংশুমান ভৌমিক, সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, অনুরাধা কুন্ডা-রা, যা প্রান্তের নাট্যভুবনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। থিয়েটার বস্তুত সামূহিকের শিল্প। মূলস্রোতের সঙ্গে সমান্তরালের, অগ্রণীর সঙ্গে অপরের দ্বিরালাপ তাই তার হয়ে ওঠার জন্যে জরুরি। সে কথা মাথায় রেখেই বঙ্গ রঙ্গালয়ের অন্তর্নিহিত এই কথোপকথনকে যেমন লিপিবদ্ধ করেছে আলোচ্য সংকলনটি, তেমনই মগ্ন থেকেছে তার বহিরঙ্গ নির্মাণের প্রতিও। মঞ্চ বনাম 'স্পেস'-এর দ্বন্দ্ব, মঞ্চসজ্জা থেকে গানের সৌকর্য, ভাষার বিনির্মাণ এবং কাব্যসংস্পর্শের বয়ান তুলে এনেছেন সুপ্রিয় সমাজদার, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্য দাশগুপ্ত-সহ একাধিক নিবন্ধকার। সেই অন্তর-বাহিরের সামূহিক শৈলীর নিরিখেই রবীন্দ্রনাথ থেকে গিরিশ ঘোষ, শিশির ভাদুড়ী থেকে শম্ভু মিত্রের নাট্যনির্মাণ বুঝতে চেয়েছেন বিশ্বজিৎ রায়, মলয় রক্ষিত, অসীম সামন্ত-রা। থিয়েটারকেন্দ্রিক একটি সংকলনের এই যে বহু দৃষ্টিকে ধারণ করার সামগ্রিকতা, তা ছুঁয়ে আছে থিয়েটারের মূল সত্যকেই। সামূহিকতার সত্য। সেই যাত্রাপথে একটি ভাষার থিয়েটার, যা দেড়শো বছর ধরে নিজেকে নির্মাণ করেছে, সে ইতিহাসকে ছুঁয়ে দেখার কথা বলেছেন সম্পাদক। কথা এবং ছবির যৌথ বয়ানে সেই প্রত্যাশা পূরণে ফাঁক রাখেনি সংকলনটি।

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

এগিয়ে চলো। তোমার ভাগ্যে যা (মর্গত) ভার বহনের দায়িত্ব পড়েছে তা মানুষের মত বহন করো। তোমার হাতের সামনে যে কাজ এসে পড়েছে, তা পূর্ণশক্তির সঙ্গে সম্পন্ন করো। ভয় পেয়ে কিছু চেয়ো না। কোনো (স্বার্থ) পরিকল্পনা করো না। পরমের ইচ্ছাকে তোমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে দাও, যেমন একটি খোলের মধ্য দিয়ে সমুদ্রের জল বয়ে যায় ঠিক তেমনি করে। পরাজয় থেকে পালিয়ে যেয়ো না, হতাশাকে আলিঙ্গন করো। সুখ ও আরাম থেকে ব্যথা বেদনা (মূলবোধে) পৃথক নয়। ব্রহ্মচর্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তি ও মহত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যারাই ন্যায়ের পথ রোধ করে দাঁড়ায়, দারুণ আঘাত তাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসে দেখা যায়, এমন এক একটা সময় আসে যখন নির্মম নিষ্ঠুর শক্তিমানরাও কম্পিত হয়ে ওঠে, ঈশ্বরের করুণার জন্য প্রার্থনায় চিৎকার করে। কিন্তু তারা তা লাভ করতে পারছে না কিছুতেই।

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

তামার ভাষা যদি কুৎসা-কলঙ্ক জড়িতই হয়ে থাকে, অপরের সুখ্যাতি করতে না পারে, তবে যেন কারো প্রতি কোনও মতামত প্রকাশ না করে। আর, মনে-মনে তুমি নিজ স্বভাবকে ঘৃনা করতে চেষ্টা করো এবং ভবিষ্যতে কুৎসা-নরক ত্যাগ করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হও। পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া আর, পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভাল হয়ে পড়ে। তাই বলে কোন স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি করতে নেই। সে তো খোসামদ। সে ক্ষেত্রে মন মুখ প্রায়ই এক থাকে না। সেটা কিন্তু বড়ই খারাপ, আর তাতে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশের শক্তি হারিয়ে যায়। তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনই লাভ করতে পারবে না। কপটাশয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয় কারন, মুখ খুললে কী হয়, হৃদয়ে ভাবের স্মৃতি হয় না।

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য, এনটিপিসি কীভাবে সাহায্য করতে পারে

বিশেষ প্রতিনিধি

পরিবেশকে রক্ষা করতে নয়া উদ্যোগ নিয়েছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। ঠিক হয়েছে, এখন থেকে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি কাঠ বা ওই ধরনের পদার্থ থেকে নিগর্ত তেল ব্যবহার করবে। আপাতত ৫ শতাংশ হলেও ২০২৫-২০২৬ অর্থবর্ষের মধ্যেই এই পরিমাণ বাড়িয়ে ৭ শতাংশ করা হবে। এখন ভারতে সক্রিয় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ৫৩ । এই সংখ্যা আরও বাড়ছে। আর এখান থেকেই পরিবেশ বান্ধব শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আবার এই পদক্ষেপ থেকেই কৃষকদের রোজগার দ্বিগুণ হওয়ার রাস্তাও খুলতে পারে। কাঠ বা ওই ধরনের পদার্থ থেকে নিগর্ত থেকে পরিভাষায় বলা হয় বায়োমাস পেলেটস। আর শুধু কাঠ নয়, কৃষিজ বর্জ্য থেকেও এই ধরনের তেল তৈরি হতে পারে। বর্তমানে দেশে এই প্রবণতা বাড়তে শুরু করেছে। শুধু দাদরিতে এনটিপিসি ২১৯,০০০ টন বায়োম্যাস পেলেটস তৈরির বরাত দিয়েছে। আর এটাও মাথায় রাখতে হবে এই বিরাট পরিমাণ বায়োমাস পেলেটস শুধুমাত্র একটি কেন্দ্রের প্রয়োজনে লাগবে। উত্তরপ্রদেশে মেজা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এক লক্ষ টন বায়োমাস পেলেটসের বরাত দিয়েছে। ৫৩টি তাপবিদ্যুতের হাত ধরে এই চাহিদা শুধু বাড়বে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বায়োমাস পেলেটসের ব্যবহার আরও বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করতে চায় সরকার। তার অবশ্য একটা বিশেষ কারণ আছে। সারা পৃথিবীতে পরিবেশ নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা অনেক দিন ধরেই ভারতের উপর চাপ বাড়িয়ে আসছেন। তাঁদের বক্তব্য ভারতকে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর তৈরি হওয়া নির্ভরতা কমাতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্য উপায় খুঁজতে হবে। বায়োমাস নির্ভর বিদ্যুৎ ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। বিশ্বের উন্নততম দেশগুলিও হাঁটছে এই পথেই। তারা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়ে বায়োমাসকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গুরুত্ব দিয়েছে। এমনিতেই ২০৭০ সালের মধ্যে গ্রিন হাউসের গ্যাসের পরিমাণ শূন্যে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেই এই ঘোষণা করেছেন। বায়োমাসের ব্যবহার শুধুই পরিবেশের দিক থেকে ভালো এমনটা ভাবার কারণ নেই। বায়োমাসের সঠিক ব্যবহার আমাদের কয়লা আমদানির পরিমাণও কমিয়ে দিতে পারে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজে আমাদের এই কয়লা বিদেশ থেকে আনাতে হয়। বায়োমাস সেদিক থেকে রেহাই দেবে তা বলাই যায়। তাতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হবে। যা অর্থনীতিকে অক্সিজেন দেবে। এই পদক্ষেপে শুধু যে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হবে তাও নয়। বায়োমাসের ব্যবহারের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতেও জোয়ার আসবে। কর্মসংস্থান বাড়ানো বা অর্থনীতিকে মজবুত করার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এনটিপিসি সেদিকেও নিজেদের ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। যেমন মেজা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কোনও বিদেশি সংস্থাকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। সবটাই হয়েছে আঞ্চলিকভাবে। শুধু তাই নয়, এনটিপিসি এমনও সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাঁরা আগামিদিনে এই ধরনের কাজে করবেন বলে মনস্থির করেছেন তাঁরাও চাইলে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন। তার মানে এখনকার বাস্তবতা বলছে, বায়োমাস পেলেটসকে ঘিরে আগামিদিনে আরও বহু সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

কৃষকদের রোজগার দ্বিগুন করার লক্ষ্য

এনটিপিসি এখনও পর্যন্ত খুবই ভালো কাজ করেছে। তবে কৃষকদের দাবি-দাওয়াকে আরও বেশি করে প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের নীতিতে পরিবর্তন ঘটাতে পারে তারা। এনটিপিসির আরও ৫৩টি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আরও বেশি পরিমাণে বায়োমাস পেলেটের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া এই বিশেষ বিষয়টি মাথায় রেখেই ফিডার জোন তৈরি করতে হবে এনটিপিসিকে। একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল রসদ যেখান থেকে আসে তাকেই বলে ফিডার জোন। ৫০ থেকে ৭০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই জোন তৈরি হবে। ওই সমস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সামগ্রিকভাবে পরিবেশও এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে বায়োমাস পেলেট তৈরি করা সম্ভব হয়। তাছাড়া কোনও কোনও ক্ষেত্রে বায়োমাস পেলেটস তৈরির জন্য বেশ কিছু পরিবর্তনও করতে হয়। একটি উদাহরণ দিয়ে সামগ্রিক বিষয়টি বোঝানো সম্ভব। ধরা যাক পঞ্জাবের সরকার সেখানে এই ধরনের কোনও একটি উদ্যোগ নিল। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ধানের অবশেষ দিয়ে তৈরি পেলেটসের উপর বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু এটাই যদি রাজস্থানে হয় তাহলে স্বভাবতই ধানের উপর নির্ভর করে থাকার কোনও কারণ নেই। তখন অন্য কোনও ফসলের কথা ভাবতে হবে। সেই বিকল্পের উপর ভিত্তি করেই পেলেটস উৎপাদন করতে হবে। এরপরের ধাপে বেশ কিছু কৃষককে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসতে হবে। এভাবে এফপিও বা ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশনের সংখ্যা বাড়াতে হবে। যেখানে এটা সম্ভব নয় সেখানে কৃষকদের নিয়ে ক্লাস্টার বা সমবায় তৈরি করতে হবে। এই ধরনের এফপিও তৈরিরর জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছে। সেই টাকা যাতে ঘুরপথে এনটিপিসি-কে নিজের কাজে সাহায্য করে তা নিশ্চিত করতে হবে। এনটিপিসি এই সমস্ত ক্লাস্টার থেকেই ধান থেকে শুরু করে বাঁশের মতো কাঁচামাল দেবে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে বায়োমাস পেলেটস তৈরি সংক্রান্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে কয়েকটি জিনিস করতে হবে এনটিপিসিকে। তার মধ্যে একটি হল নিজেদের উপাদিত কাঁচামাল নিয়ে তাপবিদ্যু কেন্দ্রে কৃষকদের আসতে দিতে হবে। তাছাড়া বায়োমাস উৎপাদন করতে যে কাঁচামাল লাগবে তার কমপক্ষে দশ শতাংশ কিনতে হবে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে থাকা স্পেশাল ফিডার জোন থেকেই। ধীরে ধীরে এই পরিমাণ কমপক্ষে ৫০ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে এনটিপিসিকে। আর তার জন্য স্থানীয় কৃষক থেকে শুরু করে কৃষি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে হবে এনটিপিসিকে। তাতে কাঁচামালের জোগান কখনও বন্ধ হবে না। কৃষিজাত পণ্য যেমন ধান সংরক্ষণ খুব সোজা কথা নয়। তার জন্য এফপিও মডেল খুব কার্যকর হতে পারে। এফপিও এবং কৃষকদেরও বায়োমাস পেলেটস উৎপাদনের জন্য ডাকা টেন্ডারের অংশ হতে দেওয়া উচিত। আগেই বলা হয়েছে, দশ শতাংশ কাঁচামাল স্থানীয়দের থেকেই সংগ্রহ করা দরকার। এটা এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হতে চলেছে। নিজেদের ৫৩টি কেন্দ্রে এই কাজ করতে পারলে আরও বেশ কিছু কাজের জন্য নিজেকে যোগ্য করে তুলতে পারবে এনটিপিসি। তা হল ধান থেকে শুরু করে নেপিয়ার ঘাষের ক্ষেত্রে নূন্যতম সহায়ক মূল্যের ঘোষণা তারা করতে পারে। সেটা অবশ্য বার্ষিক মূল্যবৃদ্ধির উপর নির্ভর করবে। তার উপর নির্ভর করে বছর বছর এই মূল্য বদলাবে। সরকার এবং এনটিপিসির এই সমস্ত পরামর্শ মন দিয়ে অনুধাবন করা উচিত। তাহলে বেশ কয়েকটি দিক থেকে উপকার হবে। এক, ভারতের কৃষিকাজের ধরনে বদল আসবে। কয়লার আধিক্য থাকা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে অল্প সময়ের মধ্যেই এক অন্য পরিবেশ তৈরি হবে। তার চেয়েও বড় কথা কৃষকদের হাত ধরে ভারত এক পরিবেশ বান্ধব দেশ হওয়ার দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে পারবে।

সভ্যতার মানদণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রেকর্ড

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা তুলসি গ্যাবার্ড সম্প্রতি ভারত সফরকালে অপ্রাসঙ্গিকভাবে সংখ্যালঘু নির্যাতনে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। প্রশ্ন হচ্ছে, যে যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মধ্য দিয়ে তারা এখন মানবাধিকার নিয়ে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি, জাপান ও ইতালির বিরুদ্ধে জয়লাভের পর থেকে ইউরোপ পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে একচ্ছত্র প্রভাবশালী নেতা হওয়ার যাত্রা শুরু করে। ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলোর দুর্বলতার সুযোগে দেশটি গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রবক্তা সেজে দুনিয়াজুড়ে নেতৃত্বের আসনটি দখল করে নেয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক বিশ্বে এর বেশ গুরুত্বও রয়েছে। কিন্তু দেশটি গণতন্ত্র মানবাধিকার কথা ও কাজে কতটা মিল রাখছে তা পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

আমেরিকান আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন। ইউরোপীয়রা চতুর্দশ শতাব্দীতে উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের আগে সেখানে প্রায় দুই কোটি স্থানীয় আদিবাসী বসবাস করত। ইউরোপীয়রা তাদের নাম দিয়েছিল রেড ইন্ডিয়ান। তাদের সুসংগঠিত সমাজ কাঠামো ও শাসনব্যবস্থা ছিল। তারা যুগ যুগ ধরে ঔপনিবেশিক ইউরোপীয়দের হাতে নির্মম নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় মাত্র তিন লাখে। আমেরিকান আদিবাসীদের উপর নির্যাতন, গণহত্যা, ভূমি দখল, ভাষা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে তাদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। ২০০১ সালে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে একান্তে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল আমার। একজন আদিবাসী নারী আইনজীবী আমাদের জানিয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে তারা এখনো নানারকম বৈষম্যের শিকার। তারা সব জায়গায় জমি কিনতে পারেন না। এমনকি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতেও বৈষম্যের শিকার হতে হয়। বিস্ময়কর একটি তথ্য হলো যে, ঔপনিবেশিক ইউরোপীয়রা রেড ইন্ডিয়ানদের হত্যা করতে রোগজীবাণু ছড়িয়ে দিত এমনকি গুটি বসন্তের জীবাণুযুক্ত কম্বল তাদের মধ্যে বিতরণ করত।

দাস ব্যবসার উর্বরভূমি আমেরিকা। ১৮৬৫ সালের আগ পর্যন্ত ২৫০ বছর ধরে আমেরিকাতে দাস ব্যবসায় ছিল তাদের অর্থনীতির অন্যতম উস। আফ্রিকা থেকে ইউরোপীয় বণিকরা জোরজবরদস্তি করে কৃষ্ণাঙ্গদের লোহার শিকল পরিয়ে জাহাজে করে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় নিয়ে বিক্রি করত। নির্যাতনের ফলে সমুদ্রপথে অনেকে মৃত্যুবরণ করত। তাদের সেখানে নিয়ে তামাক, চিনি ও তুলা খামারে কঠোর শ্রমসাধ্য কৃষিকাজ করানো হতো একজন শ্রমিক বা দাসকে দিনে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করানো হতো। নারীদের যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হতো। তাদের সন্তানদেরও দাস হিসেবে বাস করতে হতো। তাদের জন্য লেখাপড়া ছিল নিষিদ্ধ। একজন ক্রীতদাসকে নির্যাতন বা হত্যার অধিকার ছিল মালিকের। আমেরিকান সংবিধান দাসপ্রথাকে বৈধতা দিয়েছিল। নানা সময়ে বিভিন্ন স্থানে ক্রীতদাসরা শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। অনেকে পালিয়েও গেছেন। ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় যে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয় তার অন্যতম ইস্যু ছিল ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ সাধন। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৬৩ সালে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮৬৫ সালে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দাসপ্রথার জন্য শাস্তির বিধান করা হলেও কারাগারে দাসব্যবস্থা বহাল রাখা হয়। এখনো দেশটিতে ঠুনকো অজুহাতে তাদের গ্রেফতার করে কারাগারে দাসের জীবন কাটাতে বাধ্য করা হয়। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে কালোরা তাদের কিছু অধিকার ফিরে পেলেও ক্লু ক্লাক্স ক্লন নামক শ্বেতাঙ্গ উগ্রপন্থীরা কৃষ্ণাঙ্গদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে। পঞ্চাশের দশকে মার্টিন লুথার কিং, ম্যালকম এক্স প্রমুখ নেতার তীব্র আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমানাধিকারের আইনগত ব্যবস্থা করা হলেও ২০২০ সালে একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশের ব্ল্যাক নাগরিক জর্জ লয়েডকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করার দৃষ্টান্ত সারা বিশ্ব দেখেছে। আজও যুক্তরাষ্ট্রে ব্ল্যাক নাগরিকরা কম বেতন পান এবং নানাবিধ বৈষম্যের শিকার।

আণবিক বোমা। যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট যথাক্রমে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। এতে দুই লক্ষাধিক লোক নিহত হন। এর মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। আণবিক বোমার আঘাতে ও পরবর্তীতে তেজস্ক্রিয়ায় বহু মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের এই নির্মম নিষ্ঠুরতা ইতিহাসে নজিরবিহীন। এটি ছিল সুস্পষ্ট যুদ্ধাপরাধ।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ। ১৯৫৪ সালে উত্তর ভিয়েতনাম ফ্রান্সের

বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করে দেশে কমিউনিজম চালু করে। দক্ষিণ ভিয়েতনামকেও একীভূত করার উদ্যোগ নেয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের শাসকরা ছিলেন কমিউনিজম-বিরোধী। যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিজমের সম্প্রসারণ প্রতিহত করতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সহায়তায় এগিয়ে আসে। প্রথমে সামরিক সহায়তার আকারে থাকলেও ক্রমান্বয়ে সেখানে মার্কিন সেনা মোতায়েন করা হয়। ব্যাপক মাত্রায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। উত্তর ভিয়েতনামের সেনা এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট গেরিলা 'ভিয়েতকং'দের সম্মিলিত গেরিলা আক্রমণে মার্কিন সেনারা পর্যুদস্ত হয়। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত প্রলম্বিত এ যুদ্ধে প্রায় ৩০ লাখ লোক নিহত হন। এর মধ্যে মার্কিন সেনা ছিল ৫৮ হাজার ২২০ জন। অবশেষে নাকানি-চুবানি খেয়ে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম থেকে পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হয়।

ইরান-ইরাক যুদ্ধ। ১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হয়। ইরানের স্বৈরশাসক রেজা পাহলভিকে যুক্তরাষ্ট্র সার্বিক সহায়তা দিয়ে আসছিল। তা সত্ত্বেও গণজাগরণের মুখে শাহের পতন ঠেকাতে পারেনি। কিন্তু বিপ্লবকে নস্যাৎ করতে মার্কিনিরা নানাবিধ ফন্দি-ফিকির করে। কিন্তু ইরানে ইসলামী বিপ্লব এতটা শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, আজ পর্যন্ত আমেরিকা তাকে টলাতে পারেনি। অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ থেকে শুরু করে নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনে বাধা দেয়ার কাজ এখনো চলছে। এক পর্যায়ে ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে ইরাকের সাদ্দামকে উসকানি দিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করে। একইসাথে সাদ্দামকে সামরিক অস্ত্র প্রদানসহ নানাভাবে সহায়তা করে। উদ্দেশ্য ছিল একটিইল ইরানকে পর্যুদস্ত করা। দুই ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম দেশের মধ্যকার এ যুদ্ধে উভয়পক্ষে পাঁচ লাখ লোক নিহত হয়।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ১৯ সন্ত্রাসী যাত্রীবাহী বিমান হাইজ্যাক করে এবং নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হেড কোয়ার্টারে হামলা চালায়। এতে দুই সহস্রাধিক লোক নিহত হয়। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বিশ্বব্যাপী 'ওয়্যার অন টেরর' ঘোষণা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো জোট ছাড়াও ১৭০টি দেশ তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। তারা আফগানিস্তানে অবস্থানকারী আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে টুইন টাওয়ার হামলায় দায়ী করে এবং তাকে হস্তান্তরে তালিবান সরকারকে চাপ দিতে থাকে। কিন্তু তালিবান সরকার তাতে সম্মত না হওয়ায় আফগানিস্তানে ন্যাটোবাহিনী হামলা চালায় এবং বিপুল হতাহতের ঘটনা ঘটায়। এ যুদ্ধ প্রায় দুই দশক ধরে চলতে থাকে। এক পর্যায়ে পাকিস্তানকেও তারা সাথে পায়। এ যুদ্ধ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ। এতে দুই লাখ ৪০ হাজার আফগান নাগরিক প্রাণ হারায়। অবশেষে আফগান মুজাহিদদের পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়ে আমেরিকা ২০২১ সালে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তালেবান সরকার আবার দেশের নেতৃত্ব নেয়।

ইরাক অভিযান। মজার বিষয় হলো যে ইরাককে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা দিয়েছিল ২০০৩ সালে আমেরিকা ও এর মিত্ররা সেই ইরাক আক্রমণ করে দেশটি দখল করে নেয়। শহর, বন্দর, গ্রামে শত সহস্র বোমা নিক্ষেপ করে নরকের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। অবশেষে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন লুকানো অবস্থায় ধৃত হন। তাকে তথাকথিত বিচারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। সাদ্দামের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তার সরকার সন্ত্রাসী সংগঠন আল-কায়েদাকে সহায়তা করে এবং রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করেছে। যদিও পরবর্তীতে এ অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত এ যুদ্ধে প্রায় দুই লাখ ইরাকি নিহত হন। এতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় হয় দুই ট্রিলিয়ন ডলার। অবশ্য ইরাক থেকে যুক্তরাষ্ট্র কী পরিমাণ সম্পদ লুট করেছে এর হিসাব নেই।

লিবিয়ার গাদ্দাফিকে উৎখাতে সামরিক অভিযান। ২০১১ সালে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে উৎখাতে যুক্তরাষ্ট্র সে দেশের বিদ্রোহীদের সমর্থন ও সহযোগিতা করে। এমনকি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে গাদ্দাফিকে হত্যা করা হয়। অবশেষে বিবদমান পক্ষগুলো গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে এখনো দেশটিকে অস্থিতিশীল করে রেখেছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনে যুক্তরাষ্ট্রের রেকর্ড। যুক্তরাষ্ট্র সবসময় মানবাধিকারের পক্ষে সোচ্চার থাকে। কিন্তু দেশটির ভেতরে ও বাইরে তার মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি, ১৬০০ থেকে ১৯০০ শতক পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গরা আমেরিকার আদিবাসীদের ওপর নির্মম নির্যাতন, হত্যাকাণ্ড, উচ্ছেদ ও নানাবিধ বৈষম্যের মাধ্যমে তাদের নিজ ভূমিতে পরবাসী করে রাখে। ১৬১৯ সাল থেকে ১৯০০ শতক পর্যন্ত আফ্রিকা থেকে নিরীহ মানুষকে জোর করে ধরে এনে দাসবৃত্তিতে নিয়োজিত করেছিল। তাদের উপরও চালানো হয়েছিল নির্যাতনের অমানুষিক বর্বরতা। ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত তারা ফিলিপিনের অসামরিক জনগণের ওপর নির্যাতন, লুটতরাজ, ধর্ষণ ইত্যাদি মানবতাবিরোধী অপরাধ করে। ১৮৯৩ সালে মার্কিন সরকার বল প্রয়োগ করে হাওয়াইয়ের রাজতন্ত্র উখাত করে দ্বীপটি দখল করে নেয়। উনিশ শতকে ল্যাতিন আমেরিকার চিলি ও গুয়াতেমালার সরকার উৎখাতে হস্তক্ষেপ করে। আজও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সাথে ওয়াশিংটনের সম্পর্ক ভালো নয়। যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের সরকার উৎখাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রেখে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের সরকার উৎখাতে ১৫০টিরও বেশি হস্তক্ষেপ করেছে। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপানের এক লাখ ৪২ হাজার সেনাকে বন্দী করে রাখে যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছিল না। পরে আমেরিকানরা নিজেদের ভুল স্বীকার করেছিল। পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশকে আমেরিকান সিভিল রাইটস মুভমেন্টকে শক্তিপ্রয়োগ করে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। এর শেষ পরিণতি ঘটেছিল ১৯৬৮ সালে কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। আগেই বলা হয়েছে, মার্কিন সেনারা ভিয়েতনামে ঠাণ্ডা মাথায় মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। তারা নাপাম বোমা ফেলে অসামরিক জনতাকে হত্যা করেছে। সেখানকার মাইলাই হত্যাকাণ্ড ইতিহাসে কালো অক্ষরে লেখা আছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যারা ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তাদের উপরও নির্যাতন চালানো হয়েছে। ২০০১ সালে নাইন-ইলেভেনের হামলার পরে পেট্রিয়ট অ্যাক্ট করে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিকৃষ্টতম উদাহরণ রেখেছে। গুয়ান্তানামো বের কারাগারে বিনাবিচারে বিভিন্ন দেশের শত শত নাগরিককে ধরে এনে যে নির্যাতন চালানো হতো তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিরল। ২০০০ সালের পর বিভিন্ন সময়ে অভিবাসন-প্রত্যাশীদের উপর বারবার যে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে তা আমেরিকার গণতন্ত্রের অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়েছে। এমনকি শিশুদের তাদের মা-বাবা থেকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। মাত্র কিছু দিন আগে অবৈধ অভিবাসীদের মাথামুণ্ডন করে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে যা সভ্যতার কলঙ্ক।

ফিলিস্তিনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল। ১৯৪৮ সালে অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও তাদের পাশ্চাত্য বন্ধুরা ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আজও তা অব্যাহত রেখেছে। বিগত ৭৫ বছরের কথা না হয় আপাতত মুলতবি রেখে সাম্প্রতিককালে অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইল যা করছে তা সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে প্রতিনিয়ত ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘন চলছে আমেরিকা সে অপরাধ সংঘটনে ইসরাইলকে সামরিক, আর্থিক ও কূটনৈতিক সহায়তা দিয়ে চলেছে। ২০১৬ সালে স্বাক্ষরিত এক চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে প্রতি বছর ৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সহায়তা দিচ্ছে। এর মধ্যে যুদ্ধবিমান, ট্যাঙ্ক, বোমা সব ছিল। শুধু আয়রন ডোমের জন্য দিয়েছে ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার। ১৯৪৮ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে ১৫০ বিলিয়ন ডলার। এটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিদেশী রাষ্ট্রকে দেয়া সর্বোচ্চ পরিমাণ সহায়তা। এবারে ইসরাইল গাজায় যে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড, অবরোধ, অবকাঠামো ধ্বংস করে চলেছে তার সব যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সহায়তায়। মূলত যুক্তরাষ্ট্র নিজেই যুদ্ধের অংশীদার। জাতিসঙ্ঘ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, মানবাধিকার কমিশন, আন্তর্জাতিক আদালত কোনো কিছুর তোয়াক্কা করছে না ইসরাইল। কারণ সবক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে। নিরাপত্তা পরিষদে ইসরাইলের বিরুদ্ধে বহু প্রস্তাব উত্থাপন করা হলেও যুক্তরাষ্ট্র সব সময় ভেটো দিচ্ছে। ফলে জাতিসঙ্ঘ একটি অকার্যকর সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

এই যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার রেকর্ড সেখানে দেশটির রাষ্ট্রনেতাদের মুখে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সংখ্যালঘুর অধিকার নিয়ে কথা বলা যে একটি বড় ধরনের ভণ্ডামি ও প্রতারণা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শিলিগুড়িতে রমরমিয়ে চলছে গেমিং কয়েনের প্রতারণা চক্র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি ও আশপাশের এলাকার নতুন প্রজন্মের একাংশ জড়িয়ে পড়ছে অনলাইন প্রতারণাচক্রে । অনলাইন গেমিংয়ের কয়েন দেওয়ার নাম করে টাকা লুটের অভিযোগ উঠছে। এই ক্ষেত্রে অবশ্য অনলাইন গেমিং-এ আসক্ত কমবয়সিদের টার্গেট করা হচ্ছে। তাদের সহজেই ফাঁদে ফেলে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটছে। শিলিগুড়ির এনজেপি, বাবুপাড়া, শক্তিগড়, কাওয়াখালি, ফুলবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার নতুন প্রজন্মের একাংশ এই ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে। প্রতারণার টাকায় নতুন প্রজন্মের তরুণরা বিলাসবহুল জীবনযাপন শুরু করেছে। দামি বাইক, চারচাকার গাড়ি কিনে নিয়ে তাদের অনেকে ঘুরছে। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা পরিবার থেকে উঠে আসা এই তরুণদের হঠাৎই জীবনযাত্রা পালটে যেতে দেখে তাই অনেকেই অবাক। বিষয়টি নিয়ে এথিক্যাল হ্যাকিং বিশেষজ্ঞ সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেন, 'এখন অনলাইন গেমের ক্ষেত্রে আসক্ত হয়ে পড়ছে। সেই জন্য তাদের সহজে টার্গেট করা যাচ্ছে। অভিভাবকদের ক্রেডিট কার্ড, ইউপিআই ব্যবহার করে তারা অনলাইন গেমে টাকা ঢালছে। সেক্ষেত্রে প্রতারণার অনেক ঘটনা ঘটছে। এই ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে মোবাইলে আন্তর্জাতিক নেট ব্যাংকিং বন্ধ করে রাখতে হবে। এতে টাকা খোয়ানোর আশঙ্কা কম থাকবে।' শহরে যারা প্রতারণাচক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, তারা কেউই অফিস ভাড়া নিয়ে কাজ করে না। সমস্তটাই হয় মোবাইলে। যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের অনেকে আবার কলেজ পড়ুয়া। এর পেছনে রয়েছে বড়সড়ো মাথা। গেমিং কয়েন প্রতারণার মাধ্যমে প্রতিদিন প্রতারকরা হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা দেওয়ার ছলে প্রতারণার কারবার চলে। মোবাইল হাতে নিয়ে পাড়ার মোড়ে, মাঠে অনেককে গেম খেলতে দেখা যায়। মোবাইলে মাথা গুঁজে প্রতারকরা অবশ্য নিজেদের কাজ করে চলে। অনলাইন গেমের স্টেজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কয়েন কিনতে হয়। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লিংক পাঠিয়ে প্রতারকরা গেমে আসক্তদের কাছে কয়েন কেনার প্রস্তাব রাখে। টাকা পাঠালে প্রথম কয়েকবার অনলাইনে কয়েন পাঠানো হয়। প্রতারকরা দুই একবার কয়েন পাঠিয়ে গেমে আসক্তদের বিশ্বাস অর্জন করে নেয়। এরপরই বেশি টাকার কয়েন কেনার প্রস্তাব রাখা হয়। সেখানে অনলাইনে একবারে বেশি টাকা দিলেই তা প্রতারকরা লুট করে নেয়। এই ক্ষেত্রে অভিভাবকরা অনেক সময়ই বিষয়গুলি ধামাচাপা দিতে চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হতে চান না। শিলিগুড়িতে প্রতারণাচক্রের সঙ্গে এমন অনেকে যুক্ত রয়েছে যারা অপরাধমূলক কাজের জন্য গ্রেপ্তারও হয়েছিল। এর মধ্যে এনজেপি থানা এলাকার কয়েকজন রয়েছে। চক্রের সঙ্গে দিন প্রতিদিন অনেকে যুক্ত হচ্ছে। যারা অস ছিলেন না তারা গড়িয়ে পড়ছেন এই গেমিং কয়েন এর খেলাতে।

হেরিটেজ দীঘির বর্তমানে বেহাল দশা, নোংরা-আবর্জনায় দীঘির জল দূষণ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩ এপ্রিল ঃ কোচবিহারের সদর শহরের মধ্যে একাধিক রাজ আমলের দীঘি রয়েছে। তাই অনেক সময় কোচবিহারকে দীঘির শহর বলা হয়। রাজ আমলের এই দীঘিগুলি হেরিটেজ তালিকাভুক্ত হয়েছে হেরিটেজ যোষণার সময়। এই দীঘিগুলির মধ্যে অন্যতম হল রাজমাতা দীঘি। এই দীঘির পাশেই রয়েছে রাজ আমলে নির্মাণ হওয়া রাজমাতা মন্দির। যা আজও বহু ভক্ত ও পর্যটকদের আকর্ষণ করে। তবে এই হেরিটেজ দীঘির বর্তমানে বেহাল দশা। নোংরা-আবর্জনায় দীঘির জলে দূষণ দেখা যাচ্ছে। সমস্যা তৈরি হচ্ছে অনেক ধরনের। জেলার এক পরিবেশ প্রেমী জানান, জেলার হেরিটেজ তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এই দীঘির একেবারে বেহাল দশা। দীঘির চারটি ঘাটের মধ্যে একটি ঘাটের একেবারেই বেহাল দশা। বাকি ঘাটগুলির পাশেও নোংরা- আবর্জনায় পরিপূর্ণ হয়ে ছিল। তবে এখন দীঘির ঘাট ও চারিধারে দেওয়াল সংস্কার করা হয়েছে। আর এর মাঝেই দীঘির জলে বেশকিছু মাছ মরে ভেসে উঠতে দেখা গেছে। ফলে মনে করা হচ্ছে জলে দূষণ কিংবা বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে আবর্জনা থেকে। তাই দ্রুত এই দীঘির জল পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

৬০ জনের মধ্যে ৩৬ জন শিক্ষকেরই চাকরি গেল অর্জুনপুর হাইস্কুলে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩ এপ্রিল ঃ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। চাকরি হারালেন ২৬ হাজার জন। বাছাই করা গেল না যোগ্য-অযোগ্য। তাই ২০১৬ সালের গোটা প্যানেলই বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ। কেবল শিক্ষক পদেই নয়, চাকরিহারাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত শিক্ষাকর্মী পদে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু এক ধাক্কায় বিপুল পরিমাণ চাকরি বাতিল হওয়ায় সমস্যায় পড়তে চলেছে বহু স্কুলগুলো। জেলার একাধিক স্কুলে শিক্ষক ঘাটতি আগেই ছিল, তার ওপর এই রায়ে প্রহর গুনছে স্কুলগুলো। এরকমই মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্লকের অর্জুনপুর হাই স্কুল। ২০১৬ সালের গোটা প্যানেল বাতিল হওয়ায় অর্জুনপুর হাই স্কুলে চাকরি বাতিল হল ৩৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার। জানা গেছে, ফরাক্কা অর্জুনপুর হাই স্কুলের মোট শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা ৬০ জন। পার্শ্বশিক্ষক ৭ জন। মোট পড়ুয়া সংখ্যা প্রায় ১০ হাজারের বেশি। বাতিল হওয়া শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা বাদ দিলে এখন মোট শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা ২৪ জন। সেক্ষেত্রে সমস্যার মুখে ফরাক্কা অর্জুনপুর হাই স্কুল। এরই মধ্যে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা দেখা রয়েছে। এক ধাক্কায় এত জন শিক্ষক শিক্ষিকা চলে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতিকে বজায় রেখে বাড়ছে ঢাক ঢোল, তাসার চাহিদা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ এপ্রিল ঃ পুরানো ছন্দে বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতিকে বজায় রেখে বাড়ছে ঢাক ঢোল, তাসার চাহিদা! একসময় দেশীয় বাদ্যযন্ত্রে মুখর থাকত বাংলার যেকোন অনুষ্ঠান। তবে ডিজে বক্সের মত আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের দাপট বাড়তে, কোণঠাসা হয়ে পড়ে এই সমস্ত বাংলার বাদ্যযন্ত্র। তবে বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতিকে বজায় রেখে বর্তমান সময়ে আবার চাহিদা বাড়ছে ঢাক ঢোল, তাসার মত বাদ্যযন্ত্রের। তেমনই হাওড়ার এক পুজোয় লক্ষ্য করা গেল ঝাড়গ্রাম থেকে আগত শিল্পীরা ঢাক-ঢোল, তাসার মত বাদ্যযন্ত্র বাজাতে এসেছেন। বাংলার এই বাদ্যযন্ত্রের শব্দে মাতোয়ারা উৎসব প্রাঙ্গণ। আধুনিক সঙ্গীতচর্চা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজনে ব্যবহার দেশীয় বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সাথে কালের বিবর্তনে ডিজিটাল সংস্কৃতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হারিয়ে গেছে অতীতের অনেক বাদ্যযন্ত্র। সঙ্গীতেও লেগেছে পাশ্চাত্যের ছোঁয়া। তবে বর্তমান সময়ে প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রগুলোর গুরুত্ব আজকের দিনে অপরিসীম। এখনও বাঙালিদের যেকোন পুজো পার্বণে ডিজে বক্সের জায়গায় স্থান পায় ঢাক-ঢোল, তাসার মত বাদ্যযন্ত্র।

বীরভূমে রামনবমী উপলক্ষ্যে লোহা দিয়ে তৈরি হচ্ছে হনুমান মূর্তি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩ এপ্রিল ঃ চলতি মাসের রবিবার অর্থাৎ ৬ এপ্রিল রামনবমী উৎসব। রামনবমীর দিন সকাল থেকেই বিভিন্ন মিছিল বার করা

হয়। কোথাও রামের মূর্তি নিয়ে আবার কোথাও হনুমানের মূর্তি নিয়ে। এই রামনবমী উৎসব উপলক্ষ্যে এক ভিন্ন ধরনের হনুমানের মূর্তি তৈরি করে কার্যত তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন বীরভূমে বাসিন্দা গৌতম কর্মকার। লম্বায় প্রায় ৮ ফুট এবং চওড়ায় প্রায় ৮ ফুট লোহা দিয়ে এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে হনুমানের মূর্তি তৈরি করা হচ্ছে। ওয়েল্ডিং মেশিনের দ্বারা সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে দীর্ঘ প্রায় কয়েক মাস ধরে এক হনুমানের মূর্তি তৈরি করছেন গৌতম কর্মকার। লোহা দিয়ে তৈরি সেই হনুমানের মূর্তি রামনবমীর দিন বীরভূমের দুবরাজপুর এলাকায় যে কয়েক হাজার মানুষের শোভাযাত্রা বের হয় সেখানে প্রদর্শন করা হবে। যার উদ্যোগে এই শোভাযাত্রা বার হয় সেই ঝুলন মেহেতোরি বলেন, শুধু রামনবমী উপলক্ষ্যে হনুমানের মূর্তি নয় এর আগেও সরস্বতী পুজোর সময় লোহা দিয়ে সরস্বতী প্রতিমা এবং বসন্ত উৎসবে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি তৈরি করেছিলেন। সেই মূর্তি কার্যত সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের আশা লোহা দিয়ে তৈরি এই হনুমানজির মূর্তি এবারও দুবরাজপুরের বাসিন্দাদের মনে আনন্দ দেবে। আগামী দিনে আরও নতুনত্ব কিছু করার ইচ্ছা রয়েছে উদ্যোক্তাদের।

রাস্তার ধারের গাছগুলোকে বাঁচিয়ে তুলতে জল ছড়ানোর উদ্যোগ নিলো ইংরেজবাজার পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ এপ্রিল ঃ চৈত্র মাসের প্রবল দাবদাহে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের রাস্তার ধারের গাছগুলোকে বাঁচিয়ে তুলতে জল ছড়ানোর উদ্যোগ নিলো ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে পানীয় জলের পরিষেবা নিয়ে গ্রামগঞ্জে বিস্তার অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। ঠিক তার উল্টোদিকে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় শুকিয়ে যাওয়া গাছকে বাঁচাতেই জল দিয়ে স্প্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলো ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, মালদা শহরের নেতাজি সুভাষ রোড, কে.জে. স্যানাল রোড, বাঁধ রোড, মকদমপুর, স্টেশন রোড , রথবাড়িসহ একাধিক এলাকায় রাস্তার ধারে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষরোপণ করেছিল সংশ্লিষ্ট পুরসভা কর্তৃপক্ষ। শহর সাজানো এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতেই দীর্ঘদিন আগেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করে ইংরেজবাজার পুরসভা। কিন্তু চৈত্রের তাপপ্রবাহ শুরু হতেই শহরের রাস্তার বিভিন্ন প্রান্তে গাছ শুকোতে শুরু করেছে। আর সেই গাছের প্রাণ ফেরাতেই এই পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সংশ্লিষ্ট পুরসভা কর্তৃপক্ষ। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, প্রবল তাপদাহের মধ্যে যেমন মানুষ, পশু ও পাখিদের জলের প্রয়োজন হয়। ঠিক তেমনি গাছের পরিচর্যার ক্ষেত্রেও জলের প্রয়োজন রয়েছে। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় সৌন্দর্য্যয়ানের জন্য অসংখ্য গাছ লাগানো হয়েছিল। সেগুলোকেই বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রেই পরিষ্কার জল দিয়ে স্প্রে করার কাজ শুরু করা হয়েছে। ইংরেজবাজার পৌরসভার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রকৃতি প্রেমী থেকে শুরু করে শহরবাসী।

নন্দীগ্রামে তৃণমূল কর্মীকে হত্যার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৩ এপ্রিল ঃ নন্দীগ্রাম এক নম্বর ব্লকের গড় চক্রবেরিয়া এলাকার বাসিন্দা আব্দুল মুজিদ শা যিনি তৃণমূল কর্মী গত সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন, বাড়ি না ফেরায় পুলিশেও অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সকালে গড় চক্রবেড়িয়া বাজারে একটি পুকুরের পাশে তার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ রফিকুল নামক এক স্থানীয় বিজেপি নেতা প্রথমে শাসানি দিয়েছিল। তারপরই আব্দুল মুজীদ শার ওই পরিণতি হয়। তদন্তে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ।

পাঁচশো বিজেপি নেতা কর্মী তৃণমূলে

দুরন্ত বার্তা, জয়দেব, ৩ এপ্রিল ঃ জয়দেব অঞ্চলে প্রায় ৫০০ জন বিজেপির নেতা ও কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। এদিন জযদেব অঞ্চলে বুথ গঠন হয়। সেখানে নুতন সভাপতি নিয়োগ হয়। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, বিজেপির ধর্মের নেশা খাইয়ে মানুষ কে বিপথে চালিত করছে। এতে মানুষ বিরক্ত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে প্রায়শ যোগদান করছে। বুথ গঠন প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, কাউকে বাদ দিয়ে নয়, সবাইকে একসাথে নিয়ে. আমরা চলছি। তবে জয়দেব অঞ্চলে বুথ কর্মীরা কাজ করলেও, নির্বাচনে আশানুরূপ ফলাফল হচ্ছিলো না। সেকারণে বুথের দায়িত্ব বাড়ানো হলো। এদিন বিজেপি ছেড়ে পাঁচশো জন তৃণমূল কংগ্রেস যোগদান করলেন। তাদের হাতে দলীয় পতকা তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিংহ। এদিন জয়দেব মোড়ে এই যোগদান শিবিরের আয়োজন করে জয়দেব আঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন যোগদান শিবিরে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ ছাড়াও উপস্থিত ছিলে ইলামবাজার ব্লক সভাপতি ফজরুল রহমান, জেলা পরিষদের কর্মাদক্ষ রবি মুর্মু, দুলাল চন্দ্র রায় সহ আরো ইলামবাজার ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

গ্রেফতার এক বাংলাদেশী যুবক

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ৩ এপ্রিল ঃ অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে নেপালে যাওয়ার আগে গ্রেফতার এক বাংলাদেশী যুবক! ধৃতকে সহায়তার অভিযোগে গ্রেফতার আরো এক ভারতীয় ব্যক্তিঃ! খড়িবাড়ির ইন্দো-নেপাল সীমান্তে গ্রেফতার বাংলাদেশী সহ এক ভারতীয! খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে মেচী নদীতে এসএসবি টহলদারির সময় সন্দেহজনক অবস্থায় একটি মোটরসাইকেল সহ ২ জনকে আটক করলে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয়। বাংলাদেশী যুবকের পরিচয় পেলেও পাসপোর্ট ও ভিসা না পাওয়ায় ধৃত বাংলাদেশী ও ভারতীয়কে খড়িবাড়ি থানার তুলে দেয় এসএসবি । ধৃত বাংলাদেশী যুবকএর মহম্মদ নইম, বাংলাদেশের বড়িশালের বাসিন্দা। অন্যদিকে অপর ধৃত রমেন সিংহ খড়িবাড়ির বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার ধৃত বাংলাদেশীকে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের থেকে একটি বাইক উদ্ধার করেছে এসএসবি ।

আন্দোলন চা বাগানে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ এপ্রিল ঃ রাজ্যে সরকারের জারী করা বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা সহ অবিলম্বে ঘোষিত নিম্নতম মজুরী প্রদান করার দাবিতে লাগাতার আন্দোলন শুরু হযেছে তরাইয়ের হাসখোয়া চা বাগানে। সম্প্রতি চা বাগান শ্রমিকদের সংগঠিত করে চলছে গেট মিটিং। বৃহস্পতিবার জারি রয়েছে চা বাগান শ্রমিকদের আন্দোলন। সংশ্লিষ্ট দাবী সমূহ ইতিমধ্যেই চা বাগান মালিক পক্ষের সংগঠন ডি বি আই টি এ,সহ টিপাই,এবং জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের জানানোর পাশাপাশি শ্রম কমিশনার দফতরকেও পত্র মারফত জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন সরওয়ান চিক বরাইক।

নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন

মালিগাঁও, ৩ এপ্রিল ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনস্থ নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ মার্চ ২০২৫-এ বেশ কয়েকটি মুখ্য প্রচেষ্টার কাজে সফলতা অর্জন করেছে, যার ফলে রেল পরিচালনের ক্ষেত্রে দক্ষতা, গুণমান এবং আধুনিকীকরণের প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করেছে। এই ওয়ার্কশপ রেলওয়ে বোর্ড, আরডিএসও এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় দ্বারা প্রস্তাবিত সমস্তরকম পরিবর্তনের ১০০ পালন করেছে, এবং দক্ষতা বৃদ্ধি ও ভবিষ্যতের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রেকর্ড বজায় রেখেছে। পুরানো ক্যারেজ লিফটিং শ্বপটি খালি করা হয়েছে এবং আইসিএফ কোচগুলিকে নতুন করে স্থাপন করা এলএইচবি করোশন রিপিয়ার শ্বপ-এ স্থানান্তর করা হবে। ইতিমধ্যে, আচ্ছাদিত ওয়াগনের শ্বওয়ার টেষ্টিং চালু হয়েছে, যার ফলে রোলিং স্টকের নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্বের মান উন্নত হবে। নান্দনিকতা এবং দীর্ঘায়ু উভয়ের উন্নতির দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে, প্রচলিত পেইন্টিংয়ের বিকল্প হিসাবে এলএইচবি ২-টিয়ার এসি কোচে ভিনাইল র‍্যাপিং প্রয়োগ করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, আগামী দুই মাসের মধ্যে আরও ১২৫ টি কোচ ভিনাইল- র‍্যাপ করার জন্য একটি টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ চলছে। কোচিং কার্যক্রমের অংশ হিসাবে, আইসিএফ, এলএইচবি, ডেমু ও স্পার্ট সহ বিভিন্ন শ্রেণিতে মোট ৭৭টি কোচের সফল পর্যাযক্রমিক ওভারহলিং (পিওএইচ) করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, ৩৫টি এসএস১ ট্রলি কোচ সেট এবং ৬৫.৫০ টি আইওএইচ আইসিএফ-এর জন্য কোচ ট্রলি সেট প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে সমস্ত ডিভিশনের বাধাহীন পরিচালনের সুবিধা প্রাপ্ত হয়। নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ মার্চ ২০২৫-এ ১৪৫টি ওয়াগন সফলভাবে চালু করেছে। অতিরিক্তভাবে, তিনটি ওয়াগন টুইন পাইপ এয়ার ব্রেক সিস্টেমে আপগ্রেড করা হয়েছে, যা ২০২৪-২৫-এর জন্য ক্রমবর্ধমান মোট ২৫৩ হয়ে যাবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ থেকে আসা সমস্ত ওয়াগন এখন এই সিস্টেমের সাথে সম্পূর্ণভাবে সুসজ্জিত এবং সম্পূর্ণ বিধিবতাকে নিশ্চিত করবে। এই মাসে, দরজার উচ্চতা কমানো এবং দরজা ব্লক করার ক্ষেত্রে ১০টি ওয়াগনে পরিবর্তন করা হয়, যা ২০২৪-২৫-এ মোট ১২২ টি এবং সর্বমোট ২৯১টি হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, উৎপাদনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ করার জন্য দুটি ট্রেড ফেইলার আইটেম এবং ২১টি অন্যান্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সহ ২৩ টি আইটেমের তৈরি ওয়ার্কশপেই করা হয়। রোলিং স্টক ডিটেনশকে নিয়ন্ত্রণ করতে, নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ বিভিন্ন ডিভিশনে ২৭৯ জোড়া হুইল সেট সরবরাহ করেছে, যার মধ্যে বিসিএন- এর জন্য ১১৮টি, এলএইবি-এর জন্য ১০০টি, আইসিএফ-এর জন্য ৩৯টি, ডিএসএল-এর জন্য ১৮টি, এবং এসপিএল আইসিএফ-এর জন্য ৪টি রয়েছে। আরও, স্ক্র্যাপ ডিসপোজ্যাল প্রচেষ্টায় রিসোর্স অপ্টিমাইজেশানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যার অধীনে প্রায় ৬৩৪.২১৮ এমটি লৌহ স্ক্র্যাপ এবং ২৯.৪০৫ এমটি নন-লৌহ স্ক্র্যাপ স্টোরগুলিতে জমা করা হয়। এই কৃতিত্বগুলি রেলওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ এবং উৎপাদন-এ পরিচালনে শ্রেষ্ঠত্ব, আধুনিকীকরণ এবং দক্ষতার জন্য নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ-এর প্রতিশ্রুতিসমূহকে প্রতিফলিত করে।

ত্রাণ সামগ্রী দান

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ এপ্রিল ঃ আমার বাড়ি তোমার বাড়ি মোথাবাড়ি- বৃহস্পতিবার এমনটাই স্লোগান তুলে ধরে জাতিধর্ম নির্বিশেষে মৈত্রীর বার্তা তুলে ধরে মালদার মোথাবাড়িতে ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করলেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। মোথাবাড়ির আক্রান্ত পরিবারের জন্য এদিন ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণের প্রাক্কালে বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী মালদার ফোয়ারা মোড়ে প্রথমে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। তারপর তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে চা চক্রে অংশ নিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দেন। এরপর তিনি পাঁচটি পিক্যাপ ভ্যান বোঝাই করে মোথাবাড়ির গন্ডগোলের ঘটনায় আক্রান্ত পরিবারগুলির জন্য খাদ্য সামগ্রী, পোশাক-আশাক, ত্রিপল সহ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করেন।

কোলাঘাটে উদ্ধার ৮০০ কিলো বাজির মশলা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩ এপ্রিল ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের প্রয়াগ গ্রামে বাজী পাড়ায় চললো পুলিশি তল্লাশি। কোলাঘাট থানার ওসি রাজকুমার কুন্ডু ও সি আই তমলুকের নেতৃত্বে রাত ১০ টায় প্রয়াগ গ্রামের বাজীপাড়ায় হানা দেন বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে। ঘন্টাদেড়েক তল্লাশি চালায়। বেশকয়েকটি আতসবাজি কারিগরের বাড়ি থেকে প্রায় ৮০০ কেজি বাজির মশলা ও উপকরণ উদ্ধার করে। প্রসঙ্গত পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় কিছু দিন আগেই এই প্রয়াগ গ্রামেই বিশাল বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছিল আসত বাড়ি। তবে গত দুদিন আগেও দক্ষিন ২৪ পরগনায় বাজী বিস্ফোরনের ঘটনার পর এই পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেও পুলিশি সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গেলো। তবে আজ কেউ গ্রেফতার হয়নি।

NIMO-I GRAM PANCHAYAT
PURBA BARDHAMAN, MEMARI - I, NIMO-I
e-NIT No. 01/Nimo-I/5th SFC(Untied)2023-24 dt-03/04/2025, ID:- 2025_ZPHD_832804_1
E-tender is invited by the Pradhan, Nimo-I Gram Panchayat for "**Construction of PCC road**". Bid Submission End Date **11-Apr-2025 05:00 PM**. Bid Opening Date **16-Apr-2025 10:00 AM**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Nimo-I Gram Panchayat

PUBLIC NOTICE
Notice Is Hereby Given That The Share Certificates Nos. 62987, 129212, 195912 For 19200 Ordinary Shares Of Face Value Of Rs. 1/- Each Bearing Folio No 35/01103 And Distinctive Nos. 911335561 To 911341960, 2959100926 To 2959104125, 5139060308 To 5139069907 Of Itc Limited Standing In The Name Of Mr. Pedro Rosario Afonso Ferrao Have Been Reported Lost And That An Application For Issue Of Duplicate Certificates In Respect Thereof Has Been Made To The Company's Investor Service Centre, Itc Limited Virginia House 37, J L Nehru Road, Kolkata -700 071 To Whom Objection, If Any, Against Issuance Of Such Duplicate Share Certificates Should Be Made Within 15 Days From The Date Of Publication Of This Notice.
The Public Are Cautioned Against Dealing In Any Manner With These Shares.

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409
E-tender Inviting notice
Tender reference no: **002/SGPII/NIeT/BEUP/25-26 Date: 03/04/2025.** Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Salap-2 gp under Domjur Panchayat Samity. For Installation of 01 No High mast light within Salap-2 Gram Panchayat, Howrah. Bid Submission end date **11/04/2025 up to 05.00 pm.** Bid Opening Date: **16/04/2025 at 11.00 AM.** Details are available in: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
(1) NIeT No. KGP/155/eNIT/25-26, Dated: 02/04/2025
For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the work of Supply of Class Benches at Kanduah Mahakali High School. Document download/sale date from **03.04.2025 16:30 Hrs to 09.04.2025 16:30 Hrs.** Bid submission end date up to **09.04.2025 16:30 Hrs.** Bid Opening Date: **11.04.2025 at 16.30 Hrs.** For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারণের স্থাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ইলামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিনে গোপালনগর মৌজার অন্তর্গত জেলা- বীরভূম থানা- ইলামবাজার স্থিত নিম্ন তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি আদিবাসী / সম্প্রদায়ভূক্ত শ্রী বাবুরাম বাস্কী, পিতা- সুকুল বাস্কী প্রতি শতক ৪০,০০০ /- টাকা হিসাবে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। যদি কোনো আদিবাসি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি তপশীল বর্ণিত সম্পতি প্রতি শতকে ৪০,০০০ /- টাকা হিসাবে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকেন, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার মক্কেলের সহিত যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উপযুক্ত পনমূল্যে হস্তান্তর করিতে বাধ্য থাকিবেন।
তপশীল
জেলা- বীরভূম, থানা- ইলামবাজার, মৌজা- গোপালনগর জে. এল. নং-১৩২, হাল খতিয়ান নং-২৩১৫ হাল দাগ নং- ৫৫৬ / ২৫০৪, শ্রেণী- বাইদ পরিমাণ-৩১ শতক। বর্তমান ঠিকানা- গ্রাম- গোপালনগর, পোঃ - দ্বারোদা, থানা-ইলামবাজার জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২৩৬
মোঃ-৮৬৩৭৮৬৯২০২

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
টেলি. ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১ /১২ / ১৩, ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
আমাদের সাথে দেখা করুন www.myhmc.in
সংরক্ষণ বিভাগ
কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
নির্বাহী প্রকৌশলী এইচ.এম.সি নীচের তথ্য অনুযায়ী সি-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী দরদাতাদের বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পি.টি., আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং পরিচয়পত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে।

ক্রম নং.	কাজের নাম	টেণ্ডার নং. ও তারিখ
১	এইচএমসি-র সংরক্ষণ বিভাগে আবর্জনা অপসারণের কাজের জন্য প্রতিদিন ৮ ঘন্টার জন্য ১টি চালকবিহীন, ১টি সহায়ক, জ্বালানি ও লুব্রিকেন্ট সহ ১টি ব্যাক হো লোডার এবং ১টি চালকবিহীন, ১টি সহায়ক, জ্বালানি ও লুব্রিকেন্ট সহ ২টি ৮ কাজ ক্ষমতা সম্পন্ন হাইড্রোলিক ডাম্পারটিপার ভাড়া করা হবে।	নং.- ৪০/কনস. /২৪-২৫ তাং- ২৯।০৩।২০২৫

দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (অনলাইনে)ঃ ১৯।০৪।২০২৫, বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে এখানে যানঃ https ://wbtenders.gov.in.
৩(৩) / ২৫-২৬
০৩।০৪।২০২৫
সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি Tapan Kumar Paul পিতা- Pijush Kanti Paul ঠিকানা Ramkrishna Pally, Madhyamgram (M), Abdalpur, North 24 Parganas-700155 নতুন EC পাইবার জন্যে W.B.L.C.S.C এ আবেদন কারিয়াছি। যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান W.B.L.C.S.C 1 Beliaghata Road, Kolkata-14 যোগাযোগ করুন।

পাবলিক নোটিশ
আরোহী ট্রেক্সিম এলএলপি-এর
নিবন্ধিত অফিস ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য
এলএলপি-ইন-এসিএম-৩৭৩৬
পশ্চিমবঙ্গ থেকে দিল্লি
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে লিমিটেড পার্টনারশিপ আইন, ২০১৮ এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, লিমিটেড দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব বিধিমালার সাথে পঠিত, এলএলপি, আরোহী ট্রেক্সিম এলএলপি **তার নিবন্ধিত অফিস ঠিকানা ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''এনসিটি অফ দিল্লি''-তে পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করছে।**
ঠিকানা পরিবর্তনের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে এলএলপির প্রতি তার স্বার্থ এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তি জমা দিতে পারেন বা জমা দিতে পারেন অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে, ফ্ল্যাট নং ২ডি, ব্লক ৬, হরিতাগে সৃজন পার্ক, ৭২, তিলজলা রোড, গোবিন্দ খটিক রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৪৬-এ অবস্থিত নিবন্ধিত অফিসে এবং কলকাতার রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, নিজাম প্যালেস, ২ এমএসও বিল্ডিং, ২ তলা, ২৩৪ /৪, এ.জে.সি.বি. রোড, কলকাতা - ৭০০০২০-তে আবেদন করতে পারেন। স্বার্থের ধরণ এবং বিরোধিতার কারণ, যদি থাকে, তাহলে মূল কপিটি কোম্পানিজ রেজিস্ট্রারের কাছে পাঠাতে হবে এবং একটি কপি উপরে উল্লিখিত ঠিকানায. এলএলপির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে হবে।
মেসার্স আরোহী ট্রেক্সিম এলএলপি-এর পক্ষে,
স্বা /-
দিয়া কাপুর
DIN - 00096988
তারিখঃ ০৪.০৪.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

Municipal Secretary, KMC invites e-tender online, two bid system for the following work:
NIT Ref. No. : KMC/MS/P_SE/2025/01
Name of the work: **Printing and supply of Special Edition Puroshree to commemorate the 125th Birth Anniversary of two renowned and noble personalities in the field of Bengali Literature i.e. Sri Sailajananda Mukhopadhyay and Sri Sajanikanta Das.** Estimated amount (inclusive of GST): **₹ 3,26,000.00.** Earnest money: **₹ 6,600.00.** Last date and time of submission of bid: **10.04.2025 at 2 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **03.04.2025 at 5 P.M.** The website: **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (Civil), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/EEC/XI/112/PIT_COVER/2025-2026/R
Name of the work: **Providing and fixing M.H. cover/ G.P. cover/C.P. cover/inspection pit cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-112, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 3,50,000.00.** Earnest money: **₹ 7,000.00.** Period of completion: **365 days.**
(2) NIT No. : KMC/EEC/XI/104/PIT_COVER/2025-2026/R
Name of the work: **Providing and fixing of M.H. cover/ G.P. cover/C.P. cover/inspection pit cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-104, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 3,00,000.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **365 days.**
(3) NIT No. : KMC/EEC/XI/103/PIT_COVER/2025-2026/R
Name of the work: **Providing and fixing M.H. cover/ G.P. cover/C.P. cover/inspection pit cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-103, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 3,00,000.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **365 days.**
(4) NIT No. : KMC/EEC/XI/110/PIT_COVER/2025-2026/R
Name of the work: **Providing and fixing M.H. cover/ G.P. cover/C.P. cover/inspection pit cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-110, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 3,00,000.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **365 days.**
(5) NIT No. : KMC/EEC/XI/104/CHOKAGE/2025-2026/R
Name of the work: **Urgent removal of chokage/ collapse sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-104, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,50,000.00.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **365 days.**
(6) NIT No. : KMC/EEC/XI/103/CHOKAGE/2025-2026/R
Name of the work: **Urgent removal of chokage/ collapse sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-103, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,50,000.00.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **365 days.**
(7) NIT No. : KMC/EEC/XI/110/CHOKAGE/2025-2026/R
Name of the work: **Urgent removal of chokage/ collapse sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-110, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,50,000.00.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **17.04.2025 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 7).** The tender will opened on: **19.04.2025 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **09.04.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 7).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/38/2024-2025/D
Name of the work: **Restoration of footpath at 39/5, 57/F Purna Das Road, 172/5, 195/3A R.B. Avenue, 14/A Lake View Road etc. disturbed by CESC & Natural Wear & Tear in Ward No.-086.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 4,72,565.63.** Earnest money: **₹ 9,500.00.** Period of completion: **75 days.** Last date and time of submission of bid: **22.04.2025 - 12 Noon.** Date of opening of tender: **24.04.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **08.04.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE-III/30/22/24-25/BUSTEE (2nd Call)
Name of the work: **Repair of Bustee passage at 29P, 36, 41 etc. Sitalatala Lane, 8 GVR Lane, 110 N.N. Road and different places in Ward No.-30.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 4,27,910.00.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **19.04.2025 upto 12 Noon.** Date and time of opening of bid: **21.04.2025 after 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **04.04.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites e-tender online percentage/iten rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/IX/082/0078/2024-2025/D
Name of the work: **Urgent restoration of paverblock footpath at Sankar Bose Road, P.M. Roy Road etc. disturbed by CESC in Ward No.-82.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 2,99,564.61.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **45 days.**
(2) NIT No. : KMC/IX/077/097/2024-2025
Name of the work: **Lowering of road surface at 12/H/1 M.M. Ali Road to 3/H/15, B.K. Road, etc. in Ward No.-77.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 4,52,884.00.** Earnest money: **₹ 9,100.00.** Period of completion: **60 days.**
(3) NIT No. : KMC/IX/082/010/2025-2026
Name of the work: **Repairing of potholes and ancillary work at different Roads in Ward No.-82.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 3,00,000.00 (On actual basis).** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **240 days.**
(4) NIT No. : KMC/IX/082/011/2025-2026
Name of the work: **Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H. cover, G.P. cover, C.P. cover & inspection pit cover as and when required within 24 hours in Ward No.-82.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 2,00,000.00 (On actual basis).** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **240 days.**
(5) NIT No. : KMC/IX/082/012/2025-2026
Name of the work: **Removal of chokage by repairing S.W pipe line & ancillary work at different places in Ward No.-82.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 2,00,000.00 (On actual basis).** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **240 days.** Last date and time of submission of bid: **17.04.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 5).** Tender will be opened on: **19.04.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **04.04.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).** (15/25-26)

চাষবাস

২ টাকা কেজি দামেও পাইকারি বাজারে টমেটোর খদ্দের মিলছে না

আলুর দাম তলানিতে। খুচরো বাজারে ১০ টাকা কেজি। পাইকারি বাজারে কৃষক পাচ্ছে ৭ টাকা। ব্যবসায়ী সমিতির শঙ্কা বাজারে চাহিদার তুলনায় জোগান বেড়ে যাওয়ায় আলুর দাম আরও নামতে পারে। এদিকে, ২ টাকা কেজি দামেও পাইকারি বাজারে টমেটোর খদ্দের মিলছে না। দাম নেই বেগুন, বিনসেরও। এমন পরিস্থিতিতে বিপাকে উত্তরের চাষিরা। উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার পাইকারি বাজারে এক ট্রাক সাদা জ্যোতি প্রজাতি আলু ৭০ হাজার টাকায় বিকিয়েছে। অর্থাৎ পাইকারি বাজারে ওই আলুর দাম ছিলো ৭ টাকা। সেটাও কেনার মতো খদ্দের মিলছে না। প্রতি ট্রাকে ৫০ কেজি ওজনের দুশো প্যাকেট আলু থাকে। ওই পরিমাণ আলুর উৎপাদন খরচ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। চাষিদের সূত্রে জানা গিয়েছে, এক বিঘা জমিতে আলু চাষ করতে দুশো কেজি বীজের প্রয়োজন। খরচ প্রায় ১০ হাজার টাকা। এছাড়াও রয়েছে সার, জমি চাষ, সেচ, শ্রমিকদের মজুরি। সব মিলিয়ে খরচ প্রায় ৪০ হাজার টাকা পড়ে যায়। জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং এলাকার আলু চাষি নিত্যানন্দ বর্মন জানান, ''তিনবিঘা জমি থেকে এক ট্রাক অর্থাৎ ১০ টন আলু হয়ে থাকে। এটাই দুশো প্যাকেটে ট্রাকে

ওঠে। এবার চোখের সামনে ৫০ হাজার টাকা লোকসান বুঝে অনেকেই জমিতে আলু ফেলে রেখেছে। কেন এই পরিস্থিতি? উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য দেবব্রত চক্রবর্তী বলেন, 'বিহার, অসমে গেলেও এবার চাহিদার তুলনায় আলুর জোগান বেশি। ওই কারণে আলুর দাম নেমেছে। আরও নামতে পারে। কৃষিদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে প্রায় দেড় লক্ষ হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশি চাষ হয় জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায়। এটাই মূলত উত্তরের আলু চাষের বলয়। জলপাইগুড়িতে আলু চাষের এলাকা প্রায় ৩৪ হাজার হেক্টর। আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রায় ২১ হাজার হেক্টর। কোচবিহারে প্রায় ৩৫ হাজার হেক্টর এবং উত্তর দিনাজপুরে প্রায় ২৯ হাজার হেক্টর। উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তাদের দাবি, এবার চাষের এলাকা কমলেও ফলন ভালো হয়েছে। উত্তরের আলু চাষের বলয়ে যে পরিমাণ আলু উৎপাদন হয় সেটা উত্তরের ঘাটটি হিমঘরে মজুত করা যায় না। সেখানে ২০ লক্ষ টন আলু মজুতের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ। সমস্যা এখানেই। ভিনরাজ্যে আলু গেলেও বেশি টানছে না। কারণ, সেখানেও আলু উৎপাদন শুরু হয়েছে। এদিকে, আলুর চেয়েও খারাপ দশা হয়েছে টমেটো চাষিদের। উৎপাদন বেশি হলেও চাহিদা নেই। দাম নেমেছে ২ টাকা কেজি। বিঘা প্রতি জমিতে ৭০-৮০ কুইন্টাল টমেটোর ফলন হয়েছে। পাইকারি বাজারে প্যাটানোর ভ্যান ভাড়াই উঠছে না বিক্রি করে।

তাই ফসল জমিতেই ফেলে রেখেছেন চাষিরা। খুচরো বাজারেও টমেটো ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা কেজি দামে বিক্রি চলছে। ময়নাগুড়ির মাধবডাঙা গ্রামের টমেটো চাষি গৌরাঙ্গ শর্মা বলেন, 'টমেটো খেতে একঘণ্টা সেচ দিতে খরচ হচ্ছে দুশো টাকা। সপ্তাহে অন্তত ছয় ঘণ্টা সেচ দিতে হয়। ওই খরচ টম্যাটো বিক্রি করে মিলছে না।একই দশা হয়েছে বিনস, গাজর, উচ্ছে, বেগুনের। খুচরো বাজারে সবই বিকোচ্ছে ১০ টাকা কেজি দরে। পাইকারি বাজারে কৃষক পাচ্ছে ৭ টাকা কেজি। কেন টমেটোর দাম তলানিতে? পাইকারি বিক্রেতাদের কথায়, কয়েক বছর আগেও উত্তরের টমেটো দেশের দিল্লি, মুম্বই তো বটেই। পাকিস্তান, বাংলাদেশেও রপ্তানি হয়েছে। এখন বিদেশ দূরঅস্ত। ভিনরাজ্যেও যাচ্ছে না। ওই কারণে, শুধু টমেটো নয়। উচ্ছে, বিনস, গাজর, বাঁধাকপি, বেগুনের দাম তলানিতে ঠেকেছে।

কাতারের আল-উদেইদ বিমানঘাঁটিতে মার্কিন বিমানবাহিনীর সি-১৭ গ্লোবমাস্টার যুদ্ধবিমান

ইরানে হামলা চালাতে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিমানকে নিজেদের বিমানবন্দর ও আকাশসীমা ব্যবহার করতে দেবে না সৌদি আরব ও উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য দেশ। দেশগুলো এরই মধ্যে এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। গত রোববার (৩০ মার্চ) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইরানে বোমা হামলা চালানোর ঘোষণার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার ও কুয়েত এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে বলে দিয়েছে, ইরানে হামলা চালানোর জন্য তারা নিজেদের আকাশসীমা বা ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না। ইরানে হামলা চালানোর সঙ্গে জড়িত কোনো মার্কিন উড়োজাহাজ এসব দেশ থেকে জ্বালানি নিতে পারবে না। এমনকি হামলাসংশ্লিষ্ট উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্যও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিমানকে নিজেদের আকাশসীমা বা ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না তারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রবীণ কর্মকর্তা মিডল ইস্ট আইকে (এমইই) এসব তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'তাঁরা (উপসাগরীয় অঞ্চলের নেতারা) এতে জড়াতে চাইছেন না।' উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর যুক্তরাষ্ট্রকে নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহার করতে না দেওয়াটা ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য একটি বড় ধাক্কা। যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ইরানের সহায়তাপুষ্ট ইয়েমেনের হুতিদের ওপর ব্যাপক বিমান ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। নিজেদের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে ইরানকে আলোচনায় বাধ্য করতে ট্রাম্প প্রশাসন তা করেছে। উপসাগরীয় অঞ্চলের তেলসমৃদ্ধ মিত্রদেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হামলায় সহযোগিতা না করায় ইরানকে সাহস জোগাবে। ওয়াশিংটনের সঙ্গে দর-কষাকষিতে তেহরানকে শক্তিশালী অবস্থানে রাখবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এমইইকে বলেন, হুতিদের ওপর হামলা চালাতে উপসাগরীয় অঞ্চলের কয়েকটি দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করেছে। দেশগুলোর নাম তিনি প্রকাশ করেননি। হুতিদের ওপর হামলায় সহায়তা পাওয়া উপসাগরীয় মিত্রদের কাছ থেকে ইরানের বেলায়ও একই ধরনের সহযোগিতা পাওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিল যুক্তরাষ্ট্র। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের কোনো যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হলে দেশগুলো জরুরি উদ্ধার অভিযানে সহায়তা করবে, এমন ধারণা পোষণ করেছিল ওয়াশিংটন। ইরানের ওপর 'সর্বোচ্চ চাপ তৈরিতে' উপসাগরীয় দেশগুলোর সহায়তা কামনা করছিল ট্রাম্প প্রশাসন। এ জন্য সম্প্রতি আনুষ্ঠানিক যোগাযোগও শুরু করেছে ওয়াশিংটন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা গত মার্চে আমিরাত ও সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে ওয়াশিংটনে বৈঠক করেছেন।

৭২ ঘণ্টার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি এলাকায় উদ্ধার

ভূমিকম্পের পর ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত একটি সোনালি সুযোগ বা 'গোল্ডেন উইন্ড' খোলা থাকে। এ সময়ে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া অধিকাংশ ব্যক্তির জীবিত থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কিন্তু মিয়ানমারে গত শুক্রবার ৭.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর সামরিক কর্তৃপক্ষের বাধায় ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি এলাকায় উদ্ধার ও ত্রাণকর্মীরা প্রবেশই করতে পারেননি। মিয়ানমারের সামরিক কর্তৃপক্ষ ওই সব এলাকা অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তাদের কাছে উদ্ধার ও ত্রাণকর্মীদের প্রবেশ করতে দেওয়ার অনুমতি চাইতে হচ্ছে বলে বিবিসিকে জানিয়েছে একাধিক ত্রাণ ও মানবাধিকার গ্রুপ।

অথচ ভূমিকম্পের পর মিয়ানমারের জান্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর দেশে মানবিক সহায়তা পাঠানোর আবেদন জানিয়েছিলেন। জান্তা সরকারের প্রধানকে এমন আবেদন করতে প্রায় দেখাই যায় না। ভূমিকম্পের পরপরই এক ভাষণে মিন অং হ্লাইং বলেছিলেন, 'আমি যেকোনো দেশ, যেকোনো সংগঠন অথবা মিয়ানমারের যে কাউকে এগিয়ে আসার ও সাহায্য করার আহ্বান জানাচ্ছি।' বিদেশি ত্রাণসহায়তার জন্য সব দরজা খুলে দিয়েছেন বলেও ওই ভাষণে বলেছিলেন জান্তাপ্রধান। কিন্তু বাস্তবে সেখানে সবকিছু এতটা স্বাধীনভাবে করতে দেওয়া হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার গ্রুপ ফর্টিফাই রাইটসের পরিচালক জন কুইনলি বলেছেন, 'সাগাইং ও মান্দালয় উভয় জায়গায় উদ্ধারকাজের অংশ ছিলেন, এমন কয়েকজনের সঙ্গে এখন আমার কথা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, (সেনাবাহিনী) কারফিউ জারি করেছে...সড়ক অবরুদ্ধ, তল্লাশিচৌকিগুলোর সামনে দীর্ঘ লাইন, পণ্য ও পরিষেবা প্রবেশের আগে ব্যাপক তল্লাশি চলছে এবং অনেক প্রশ্ন করা হচ্ছে।'ওই মানুষদের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া অনেক সহজ হতে পারত বলেও মনে করেন কুইনলি। তিনি বলেন, 'অবশ্যই মিয়ানমার জান্তা বলেছে, নিরাপত্তার কারণে এটা করা হয়েছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে এই যুক্তি ধোপে টেকে।' ইতিমধ্যে সোনালি জানালা বন্ধ হয়ে গেছে।

মিয়ানমারে ভূমিকম্পে এরই মধ্যে ২ হাজার ৮৮৬ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে একটি ত্রাণ বহরের ওপর হামলা উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তা'আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) বলেছে, স্থানীয় সময় রাত ৯টা ২১ মিনিটে চীনের রেডক্রস সোসাইটির ৯টি গাড়ির একটি বহর মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর হামলার শিকার হয়েছে। ওই বহর মিয়ানমারের ভূমিকম্প দুর্গত ব্যক্তিদের জন্য ত্রাণসহায়তা নিয়ে যাচ্ছিল। মিয়ানমারের শান রাজ্যের জান্তা প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোর একটি টিএনএলএ। মঙ্গলবার রাতে টেলিগ্রামে এক পোস্টে টিএনএলএ বলেছে, যখন হামলার শিকার হয়, সে সময়ে ত্রাণ বহরটি মান্দালয়ের দিকে যাচ্ছিল। সৈন্যরা মেশিনগান দিয়ে গুলি করলে সেটি ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

পরে জান্তা সরকারের এক মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন, সৈন্যরা ওই গাড়িবহরে গুলি চালিয়েছেন। তবে তিনি বলেছেন, ওই গাড়িবহরে যাওয়ার বিষয়ে আগে থেকে তাঁদের কিছু জানানো হয়নি। সৈন্যরা বহরটি থামাতে ব্যর্থ হওয়ার পর সতর্ক করতে গুলি ছোড়েন। ত্রাণকর্মীদের ওপর মিয়ানমারের জান্তা বাহিনীর হামলার ঘটনা এটাই প্রথম নয় বলে জানিয়েছেন কুইনলি। কুইনলি বলেন, 'ত্রাণ নিয়ে কখন প্রবেশ করা যাবে, সেটা তারাই ঠিক করে দেয়, এবং যদি তারা এটা পর্যবেক্ষণ করতে না পারে এবং যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে না পারে, তারা এটিকে আটকে দেয়। সর্বোপরি, এটা নিশ্চিত যে তারা তৎপর হয়ে মানবিক সহায়তা কর্মীদের লক্ষ্যবস্তু করেছে।' ২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মিয়ানমারের ক্ষমতা দখল করে দেশটির সামরিক বাহিনী। তার পর থেকে প্রতিরোধ বাহিনীর সঙ্গে দেশটির জান্তা বাহিনীর লড়াই চলছে। মিয়ানমারের জান্তা বাহিনী এর আগেও ত্রাণ ও মানবিক সহায়তাকে অস্ত্রে পরিণত করেছে। নিজেদের দখলে থাকা এলাকায় তারা ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা প্রবেশ করতে দিয়েছে। কিন্তু যেসব এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, সেখানে সেগুলো প্রবেশে বাধা দিয়েছে।

শুল্ক আরোপের তালিকায় রাশিয়া

নতুন করে পণ্য আমদানিতে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার তিনি বেশ কয়েকটি দেশের ওপর সর্বনিম্ন ১০ থেকে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছেন। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র কয়েকটি দেশের নামও আছে ওই তালিকায়। কিন্তু ট্রাম্পের সর্বশেষ শুল্ক আরোপের তালিকায় নেই রাশিয়া, কানাডা, মেক্সিকো, উত্তর কোরিয়া, কিউবাসহ আরও কয়েকটি দেশের নাম। কী কারণে ট্রাম্প এসব দেশকে বাদ দিলেন? ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার বিকেল চারটায় হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলন করে নতুন করে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার ট্রাম্প যাদের ওপর শুল্ক আরোপ করেছেন, এর মধ্যে ভারত, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভিয়েতনামের মতো যুক্তরাষ্ট্রের বড় বাণিজ্যিক অংশীদারেরাও রয়েছে। ভারতের ওপর ২৭ শতাংশ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর ২০ শতাংশ এবং ভিয়েতনামের ওপর ৪৬ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। তবে কেন নেই রাশিয়া, কানাডা, মেক্সিকো, উত্তর কোরিয়া কিংবা কিউবার নাম? দেশগুলো কি আসলেই ট্রাম্পের শুল্ক খাঁড়া থেকে বাঁচতে পেরেছে? প্রতিবেশী দুই দেশ কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্যের ওপর আগেই ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। কানাডার জ্বালানির ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডা চুক্তির (ইউএসএমসিএ) আওতায় যেসব পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে, সেগুলো এখনো নতুন শুল্কের আওতামুক্ত রয়েছে। তবে গাড়ির যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য পণ্যের ওপর আজ বৃহস্পতিবার থেকে নতুন শুল্ক কার্যকর হবে। ট্রাম্পের সর্বশেষ শুল্ক আরোপের তালিকায় কেন রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, কিউবা ও বেলারুশের নাম নেই, তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে হোয়াইট হাউসের ওই কর্মকর্তা নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেন, এসব দেশের ওপর আগে থেকেই বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। যে কারণে দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য খুবই সামান্য। ওই কর্মকর্তা বলেন, 'এসব দেশ আগে থেকেই অতি উচ্চ শুল্কের মধ্যে রয়েছে। এ ছাড়া দেশগুলোর ওপর আমরা আগেই যেসব নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছি, তাতে তাদের সঙ্গে কোনো অর্থপূর্ণ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব নয়।'ভারতভিত্তিক বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম জিরাফ-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা সৌরভ ঘোষ রাশিয়ার ওপর শুল্ক আরোপ না করার আরেকটি সম্ভাব্য কারণের কথা বলেছেন। সেটা হলো ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে চলমান আলোচনা। সৌরভ ঘোষ বলেন, রাশিয়ার ওপর যেসব নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আছে, তাতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য এমনিতেই তলানিতে। তার ওপর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদি ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে পুতিনের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে চান, তবে তাঁকে রাশিয়ার প্রতি সমর্থনমূলক আচরণ করতে হবে। যেসব দেশ রাশিয়ার তেল ও গ্যাস কিনছে, সেসব দেশের ওপর ট্রাম্প নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেসব দেশের উচ্চ বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে, তারাই মূলত এবার ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ২৯ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার। চীনের ওপর ৩৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

সৌরভ ঘোষ ব্যাখ্যা দিয়ে আরও বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এশিয়ার দেশগুলোর বাণিজ্য ঘাটতি বেশি, তাই স্বাভাবিকভাবে তালিকায় তাদের নামই বেশি। সৌরভ বলছেন, তার ওপর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজন কর এবং অন্যায্য মুদ্রা হারসহ অ-শুল্ক বাধাগুলো পারস্পরিক শুল্ক নির্ধারণে ভূমিকা পালন করেছে। মনে হচ্ছে, অন্যান্য অন্তর্নিহিত মানদণ্ডকে বিবেচনায় না এনে বাণিজ্যে ভারসাম্য আনাই শুল্ক আরোপে মূল কারণ হিসেবে কাজ করেছে।সৌরভের মতে, ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের তালিকায় যেসব দেশের নাম সবচেয়ে অবাক করা তার অন্যতম দুটি হলো, জাপান (২৪ শতাংশ) ও ভিয়েতনাম (৪৬ শতাংশ)।

জাতিসংঘের মেডিকেলে রাতভর ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৭৭

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় আরও অন্তত ৭৭ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সকাল থেকে রাতভর হামলায় এই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে বলে গাজার মেডিকেল সূত্র নিশ্চিত করেছে। গতকাল রাতে গাজার জাবালিয়া শরণার্থীশিবিরে জাতিসংঘের ইউএনআরডব্লিউএ মেডিকেল স্থাপনাতেও ইসরায়েল হামলা চালিয়েছে। সেখানে নারী ও শিশুসহ অন্তত ২২ জন নিহত হয়েছেন। গাজার সূত্র জানায়, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী খান ইউনিসের কাছে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের অস্থায়ী শিবিরে রাতভর হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত ২৪ ব্যক্তি নিহত

হন। ইসরায়েলের যুদ্ধবিমান গাজার নগরের সুজাইয়া এলাকাতেও বোমাবর্ষণ করেছে। এতে অন্তত ৩ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হয়েছেন।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গাজায় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের নির্বিচার ও নৃশংস হামলায় কমপক্ষে ৫০ হাজার ৪২৩ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১ লাখ ১৪ হাজার ৬৩৮ জন। তবে সরকারের কার্যালয় থেকে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত ৬১ হাজার ৭০০ জনের বেশি নিহত হয়েছেন।

তারা বলছে, ধ্বংস্তূপের নিচে হাজারো মানুষ চাপা পড়ে আছেন। তাঁরা মারা গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাসের হামলায় ইসরায়েলে ১ হাজার ১৩৯ জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া ২০০ জনের বেশি ব্যক্তিকে বন্দী করে গাজায় নিয়ে আসা হয়। জাতিসংঘের মানবিক সহায়তার উপপ্রধান জয়েস সুয়া নিরাপত্তা পরিষদকে বলেন, ত্রাণ সহায়তাকারীদের জন্য গাজা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর জায়গা।

সেখানে ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত জাতিসংঘের ৪০৮ জন কর্মী নিহত হয়েছেন। এদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানার মধ্যে হাঙ্গেরি সফরে গেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান আইসিসির পরোয়ানাকে উপেক্ষা করে গাজায় যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে হাঙ্গেরিতে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

Name Change
I,Abhishik Kumar Singh,son of Awadaesh Kumar Singh,residing at 58/4 B.T. Road,Kolkata - 700002, West Bengal,shall henceforth be known as Abhishek Kumar Singh vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 03/04/2025.That Abhishik Kumar Singh and Abhishek Kumar Singh both are the same and one identical person.

Name Change
I,Sunita Devi,wife of Awadaesh Kumar Singh, residing at 58/4 B.T. Road,Kolkata - 700002,West Bengal,shall henceforth be known as Sunita Singh vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 03/04/2025.That Sunita Devi and Sunita Singh both are the same and one identical person.

Name Change
I,Awadesh Kumar Singh,son of Raghunath Singh,residing at 58/4 B.T. Road,Kolkata - 700002,West Bengal,shall henceforth be known as Awadaesh Kumar Singh vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 03/04/2025. That Awadesh Kumar Singh and Awadaesh Kumar Singh both are the same and one identical person.

Name Change
I,BAID ASHISH VIMAL,SON OF VIMAL KUMAR BAID,RESIDING AT DIAMOND CITY WEST,T8-13F,HO CHI MINH SARANI, KOLKATA - 700061,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHISH KUMAR BAID VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2025.THAT BAID ASHISH VIMAL AND ASHISH KUMAR BAID BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MAHENOOR BEGUM,W/O MD MHOSIN MOLLA, R/O 40/A MOLLA PARA LANE SHIBPUR, PS-SHIBPUR, HOWRAH, 711102,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHANOOR BEGUM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2025, THAT MAHENOOR BEGUM AND MAHANOOR BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, PATHAN DURGAJI (OLD NAME), SON OF PATTAN NAGULMEERA, RESIDING AT SWAPAN ROY MARKET 1ST FLOOR, NABASAN,PO - KANTAPUKUR, BAGNAN, HOWRAH - 711303, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PATTAN DURGAJI (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/04/2025.THAT PATHAN DURGAJI AND PATTAN DURGAJI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MHOSIN MOLLA,S/O LATE SHAMSUZOHA MOLLA,R/O 40/A MOLLA PARA LANE SHIBPUR, PS-SHIBPUR, HOWRAH,711102,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MHOSIN MOLLA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT HOWRAH ON 10/06/2005,THAT MHOSIN MOLLA AND MD MHOSIN MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,NAGULMEERA (OLD NAME), SON OF SUBHAN KHAN,RESIDING AT SWAPAN ROY MARKET 1ST FLOOR, NABASAN, PO - KANTAPUKUR, BAGNAN, HOWRAH - 711303, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PATTAN NAGULMEERA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/04/2025. THAT NAGULMEERA AND PATTAN NAGULMEERA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Alepnur Khatun (Old Name) S/O– Abdul Matin resident of Kadamtali, Ps-Pukuria, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732102 do hereby decrale that I have changed my name from Alepnur Khatun to Mst Alefnoor Khatun and hencefort I shall be known as Mst Alefnoor Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/04/2025 . My name Mst Alefnoor Khatun & Alepnur Khatun both are same and one identical person.

Name Change
I, Nandini Chakrabarty W/o Subrata Chakrabarty Residing at 233/A/3, N.S.C Bose Road, P.o - Regent Estate, P.s - Netaji Nagar, District - Kolkata, Pin- 700092 West Bengal India shall henceforth be known as Nandini Chakraborty. I declare that Nandini Chakrabarty and Nandini Chakraborty is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-04-2025.

Name Change
I,ABDUL ALIM MONDAL,S/O AJIRABAKS MONDAL, R/O VILL - DEARA, PO - MONGALGONJ,PS - BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS - 743297, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALIM MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2025. THAT ABDUL ALIM MONDAL AND ALIM MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Md Rahul Khan (Old Name) S/O-Noujes Khan residing at Vill-Gorbhanga, Po-Thanarpara, Ps- Thanarpara , Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741152 do hereby decrale that I have changed my name from Md Rahul Khan to Mh Rahul Khan and hencefort I shall be known as Mh Rahul Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/04/2025 . My name Mh Rahul Khan & Md Rahul Khan both are same and one identical person.

Name Change
I, Sayantan Chakrabarty S/o Subrata Chakrabarty Residing at 233/A/3, N.S.C Bose Road, P.o - Regent Estate, P.s - Netaji Nagar, District - Kolkata, Pin- 700092 West Bengal India shall henceforth be known as Sayantan Chakraborty. I declare that Sayantan Chakrabarty and Sayantan Chakraborty is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-04-2025.

Name Change
I,NURJAHAN MONDAL,W/O ALIM MONDAL, R/O VILL - DEARA,PO - MONGALGONJ,PS - BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS - 743297, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NURJAHASH MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2025. THAT NURJAHAN MONDAL AND NURJAHASH MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,Md Abdul Matin (Old Name) S/O– Abdul Jalil resident of Kadamtali, Ps-Pukuria, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732102 do hereby decrale that I have changed my name from Md Abdul Matin to Abdul Matin and hencefort I shall be known as Abdul Matin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/04/2025 . My name Abdul Matin & Md Abdul Matin both are same and one identical person.

Name Change
I, Farida Shabbir Vhora W/o Burhanuddin M Hakimji Residing at 8, Roshan Gulzar Lane, P.o - Howrah, P.s - Howrah, District - Howrah, Pin-711101 West Bengal India shall henceforth be known as Farida Burhanuddin Hakimji. I declare that Farida Shabbir Vhora and Farida Burhanuddin Hakimji is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-04-2025.

Name Change
I,Anup Kr Samanta,C/o Krishna Mohan Samanta, residing at Takipur,Po - Nimdangi,Deulpara, Hooghly, Pin:- 712414,West Bengal,shall henceforth be known as Anup Kumar Samanta vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 03/04/2025. That Anup Kr Samanta and Anup Kumar Samanta both are the same and one identical person.

Name Change
I ASHA CHOUDHURY,D/O RAMAVTAR AGARWAL,R/O FLAT NO. 1047 2L/B7,4TH FLOOR,TOWER-1, SILVER OAK ESTATE, RAJARHAT MAIN ROAD, KOLKATA,VTC: RAJARHAT GOPALPUR (M),PO-RAJARHAT GOPALPUR, NORTH 24 PARGANAS,700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHA CHOUDHARY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/04/2025,THAT ASHA CHOUDHURY AND ASHA CHOUDHARY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Ananta Kumar Ghosh S/o Late Shambhunath Ghosh Residing at Vill - Kulanandapur, P.o - Boyra, P.s - Bagdah, District - North 24 Parganas, Pin-743232 West Bengal India shall henceforth be known as Antu Ghosh. I declare that Ananta Kumar Ghosh and Antu Ghosh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-04-2025.

Name Change
I, Rounak Kumar Dutta (old name) S/O Rathin Dutta, residing at 13, Chandra Mohan Roy Lane, Disari Flat No-201, Serampore, Chandannagar, Hooghly, Pin- 712201, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Rounak Dutta (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 03/04/2025. Rounak Dutta (new name) and Rounak Kumar Dutta (old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Yashobant Ghosh son Gopal Chandra Ghosh vill-Kelepara P.O. Ghargohal P.S Pursurah, Dist-Hooghly প.ব. স্থায়ী বাসিন্দা। কিন্তু L.R. R.O.R. খাতিয়ান নং. 231 মৌজা কেলেপাড়া J.L. No-6 আমার বাবার নাম ভুলবশত Gopal Chardra Dhole স্বরূপে রেকর্ড ভুক্ত হয়। এবং -voter card No-WB/28/185/102544 Gopal Ghosh উল্লেখিত । আমি ইংরাজী 2025 সালে আরামবাগ Ld Executive Magistrate কোর্টে এফিডেভিট বলে আমার বাবার নাম সংশোধন করিয়া মৃত Gopal Chandra Dhole and Gopal Chandra Ghosh নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম।

Name Change
I, Antu Ghosh S/o Late Shambhunath Ghosh Residing at Vill - Kulanandapur, P.o - Boyra, P.s - Bagdah, District - 24 Pgs(N), Pin- 743232 West Bengal India that my deceased father who previously known as Sambhunath Ghosh shall henceforth be known as Shambhunath Ghosh.I declare that my deceased father Sambhunath Ghosh and Shambhunath Ghosh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 03-04-2025.

Name Change
I, Nikhita Khurana & Nikhita Akshay Bagadthey (old names) W/O Akshay Vikram Bagadthey, residing at Flat-4B, Capricorn Woods, 18/1A, Hindustan Road, Kolkata- 700029, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Nikhita Khurana Bagadthey (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 03/04/2025. Nikhita Khurana Bagadthey (new name) and Nikhita Khurana & Nikhita Akshay Bagadthey (old names) all are same and identical person.

Name Change
I, Rukmini Baxi D/o Kiran Prasannavadan Baxi residing at C-38, Trimurti, 4, Lower Rawdon Street, Ballygunge, Kolkata – 700020, West Bengal have changed my name and henceforth shall be known as Rukmini Kiran Baxi @ Rukmini K Baxi as declare before Notary Public, Kolkata vide Affidavit dated 03.04.2025 and Rukmini Baxi and Rukmini Kiran Baxi @ Rukmini K Baxi both are same and one identical person i.e., myself

Name Change
I, Debashis Chakraborty S/o Late Mukunda Lal Chakravarty Residing at 230, B B Chatterjee Road, P.o - Kasba, P.s - Kasba, District - Kolkata, Pin-700042 West Bengal India shall henceforth be known as Debashish Chakravarty. I declare that Debashis Chakraborty and Debashish Chakravarty is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-04-2025.

Name Change
I, Sk Khursida Khatoon (old name) W/O Sk Sadique Rahman, residing at 2 Abdul Ali Row, Park Street, Kolkata- 700016, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Khursida Khatun (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 03/04/2025. Khursida Khatun (new name) and Sk Khursida Khatoon (old name) both are same and identical person.

Name Change
I sri Babu santra s/o Late Fana santra Residing at 22,U.N.chatterjee Lane, Post -Konnagar.P.S-Uttarpara Dist-Hooghly, Pin-712235. That My Father's Actual and Orginal Name is FANA SANTRA.That FANA SANTRA, P.SANTRA and KANA SANTRA are the same and one identical Person Vide Affidavit number 3356 in the court of first class judicial magistrate At- Serampore, Hooghly Date 02/04/25

Name Change
I, Jolly Chakraborty W/o Debashish Chakravarty Residing at 230, B B Chatterjee Road, P.o - Kasba, P.s - Kasba, District - Kolkata, Pin- 700042 West Bengal India shall henceforth be known as Jolly Chakravarty. I declare that Jolly Chakraborty and Jolly Chakravarty is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-04-2025.

Name Change
I, Subhashis Roy S/o-Dulal Chandra Roy Residing at Srirampur Road Purba, Malanchapara, Nabadwip, Dist. Nadia, Pin-741302 (W.B) have changed my name and shall henceforth be known as Shubhashis Roy as declared before the Notary Public at Katwa court, purba Bardhaman. W. B, vide Affidavit no- 4658 Dated- 03.04.2025. Subhashis Roy and Shubhashis Roy both are same and identical Person.

নাম পরিবর্তন
আমি SK Abul Farak S/o Lt. SK Abu Kalam স্থায়ী ঠিকানা Vill+Po-Patul, থানা-খানাকুল, জেলা-হুগলী পঃ বঃ পিন নং 712406 আমার পিতা প্রকৃত নাম মৃত SK Abu Kalam জেলা-হুগলী, থানা- খানাকুল, J.L-112 মৌজা- Gourhati kh. NO 392 এ L-R. পরচা নং kh নং 2702 আমার বাবার নাম ভুলবশত দুটি খাতিয়ানে SK Abdul Kalam S/o Sk Nurul Islam এবং Mafiya Rahaman S/o Sk Narul Islam স্বরূপে রেকর্ড ভুক্ত হয়। আমি ইংরাজী ২০২৫ সালে আরামবাগ 1st Class Judicial Magistrate কোর্টে এফিডেভিট বলে আমার বাবার নাম সংশোধন করিয়া মৃত SK Abu Kalam S/o Lt. Sk Nurul Islam and SK Abu Kalam S/o Lt Sk Nurul Islam and Lt SK Abdul Kalam, S/o Lt Sk Nurul Islam and Lt Mafiya Rahaman, S/o Lt. Sk Nurul Islam and Sekh Abu Kalam নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম।

Name Change
I, Subhashis Roy S/o-Dulal Chandra Roy resident at Srirampur Road, Purba Malanchapara, Nabadwip, Dist. Nadia, Pin-741302 in West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Subhashis Roy to Shubhashis Roy and henceforth I shall be known as Shubhashis Roy in all purpose, vide affidavit No. 4658 sworn before the Notary Public at Katwa, Bardhaman on 03.04.2025. Shubhashis Roy and Subhashis Roy all are same and identical person.

Name Change
I, Budhu Sk (Old name) S/O-Ajefor Sk, Resident at, Vill-Salar, Po & Ps-Bharatpur, Dist-Murshidabad, 742301, I have changed my name to Budu Sk (New name) I shall be known as Budu Sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 02/04/2025 Budu Sk and Budhu Sk same and one identical person.

দূষণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে শিল্পশহর আসানসোলে

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৩ এপ্রিল ঃ দূষণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে শিল্পশহর আসানসোলে। এই রকম অবস্থা থাকলে আগামীদিনে কী হবে? তা নিয়ে চিন্তিত শিল্পাঞ্চলবাসীরা। এই শিল্পতালুকে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা থেকে বেসরকারি কারখানা-- সর্বত্র চলছে সম্প্রসারণের কাজ। তাই শহরবাসীর আশঙ্কা, আগামীদিনে দূষণ হয়তো আরও বাড়বে। একদিকে কারখানার ছড়ানো দূষণ থেকে হচ্ছে বায়ুদূষণ, অন্য দিকে দূষিত হচ্ছে জল। যা নিয়ে দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রোগ। স্থানীয় এক চিকিৎসক বলছেন, জামুরিয়া ও রানিগঞ্জ শিল্পতালুক তৈরি হয়েছে প্রায় শতাধিক ছোট ও বড় কারখানা নিয়ে। এই সব কারখানা ছড়াচ্ছে দূষণ। এর জেরেই গ্রামে টেকা দায় হয়েছে গ্রামবাসীদের। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কোন নিয়ম না মেনেই কারখানাগুলি দিনের পর দিন এভাবেই চলে আসছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দূষণের পরিমাণ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। আর এই দূষণের জেরেই নদী-পুকুরের জলও দূষিত হয়ে পড়ছে। বায়ু দূষণের জেরেও নানা ধরনের রোগ দেখা দিচ্ছে। কারখানা কর্তৃপক্ষর কাছে বিষয়টি বারবার জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। কারখানা কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনও লাভ না হওয়ায় শেষমেষ তাঁরা পরিবেশ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। পরিসংখ্যান বলছে, দূষণের পরিমাণ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে দূষণের পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে যাওয়ায়, কারখানা কর্তৃপক্ষর সঙ্গে বৈঠক করে একাধিক নির্দেশ জারি করেছে জেলা প্রশাসন। দূষণ নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসনের একাধিক নির্দেশঃ ১) পরিবহণের ক্ষেত্রে কারখানার কাঁচা মালা ঢাকা দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ২) কলকারখানাগুলিকে বৃক্ষরোপণের নির্দেশ। ৩) কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের নিয়ম পালন হচ্ছে কি না, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে তা দেখার নির্দেশ। ৪) আসানসোল ও দুর্গাপুর পৌরসভাকে দূষণ রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপের নির্দেশ। বর্তমান পরিস্থিতি যদি এই থাকে, তাহলে পরে কী হবে? কারণ বার্ণপুর স্টিল প্লান্টে ৩৫ হাজার কোটি টাকা দিয়ে সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। অন্য দিকে রানিগঞ্জ-জামুরিয়া শিল্পতালুকে একাধিক স্টিল ও স্পনজ আয়রন কারখানায় চলছে সম্প্রসারণের কাজ। কয়েকবছর পরেই কারখানাগুলিতে উপাদনক্ষমতা প্রায় ৪০-৫০ বাড়তে চলেছে, তাতেই দূষণের পরিমাণও অনেকটাই বাড়বে। জামুরিয়া সুপার কারখানার আধিকারিক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য বলেন, সমস্ত নিয়ম পালন করা হয়। আমাদের কারখানা ১৩০০ কোটি টাকা দিয়ে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে, সেই জন্য অনেকেই বিভিন্ন ভাবে সম্প্রসারণের কাজে বাধা দিচ্ছে। আমরা এই কারখানা করলে বহু বেকার ছেলের চাকরি হবে। আবার গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ভিনরাজ্যর যুবকদের কাজ দেওয়া হচ্ছে। এলাকার ছেলেরা সেভাবে কাজ পাচ্ছেন না।

২৪ বছর পর ফিরলো বসিরহাটের সোনাই নদীতে দুই দেশের বাইচ প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৩ এপ্রিল ঃ বসিরহাটের সোনাই নদীতে দুই দেশের বাইচ প্রতিযোগিতা। ২৪ বছর পরে আবার ফিরে এলো সেই বাইচ প্রতিযোগিতা। বিএসএফ- এর উপস্থিতিতে নৌকা বাইচ উপলক্ষ্যে সীমান্তের সোনাই নদীর পাড়ে দু'দেশের মানুষের ঢল। সীমান্তে দুই যুগ পর অনুষ্ঠিত হল নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর ব্লকের বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত বাংলাদেশের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে সোনাই নদী। ২৪ বছরের আগের সেই স্মৃতি উসকে দিয়ে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হল সীমান্ত লঙ্ঘন না করে একে অপরের মধ্যে বাংলার কৃষ্টি-কালচারের ছোঁয়ায় এই নৌকা বাইচ খেলার মধ্যে দিয়ে আবারও একবার দুইবাংলা সংস্কৃতি মিলেমিশে একাকার। হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত হাকিমপুর বাজার কমিটি উদ্যোগে ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কড়া প্রহরায় অনুষ্ঠিত হলো এই নৌকা বাইচ। যা দেখার জন্য সোনাই নদীর একদিকে যেমন এদেশের মানুষের বিড় লক্ষ্য করা গেল ঠিক তেমনি ওপারে বাংলাদেশের উৎসুক জনতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশের ভয়াবহ পরিস্থিতির পর ভারতের বিভিন্ন সীমান্তে কখনো কোচবিহার কখনও মালদহ আবার কখনও স্বরূপনগরের বিভিন্ন সময়ে উত্তপ্ত হয়েছে। ভারত বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকার আসার পর বারবার সেই ছবি দেখা গেছে। আর তার ঠিক উল্টো ছবি সীমান্তে দেখা মিলল ওপার বাংলা ওপার বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায়।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ৩/এসি/টি/০২ থেকে ০৩/২৫-২৬ (ওপেন), তাং ০২.০৪.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং ১। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-০২-২৫-২৬। **কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/আসানসোলের অধীনে এইএন/এইচকিউ/আসানসোল-এর আওতাধীন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার কম্পাউন্ড, আসানসোলে ডেপুটি সিএসটিই/কন/আসানসোলের আধিকারিকদের চেম্বার এবং অধস্তনদের কার্যালয়ের আনুপূর্বিক সংস্কারের কাজের ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫২,৮৯,৪৩৬.০২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,০৫,৮০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৩ মাস। **ক্র. নং ২। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-০৩-২৫-২৬। **কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/আসানসোল এর অধীনে এইএন/এইচকিউ/আসানসোল-এর আওতাধীন আসানসোলে আধিকারিকদের কলোনিতে নিম্নলিখিত কোয়ার্টারগুলির আনুপূর্বিক সংস্কারের কাজের ওপেন টেন্ডার - বিএল নং- ২৫৮/এ (এক ইউনিট টাইপ - V, বর্তমান ইউনিটটি ট্রানজিট রূপে রয়েছে), বিএল নং-৮/এ এবং বি (দুই ইউনিট টাইপ - IV), বিএল নং- ৮৬৯ (এক ইউনিট টাইপ - IV), বিএল নং- ১১৯৮ (চার ইউনিট টাইপ - IV), বিএল নং- ১১৮৯ (চার ইউনিট দ্বিতল টাইপ - IV) কোয়ার্টার্স। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৪,৯১,৩৯২.৫০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,২৯,৮০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং ১ ও ২-এর জন্য ২৮.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে দেখা যাবে।

ASN-11/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender (2nd Call) for "CONSTRUCTION OF 1ST. FLOOR OF NULM SECTION UNDER COOCH BEHAR MUNICIPALITY"
Estimated Cost - Rs. 5,21,981.00
vide Tender Id - 2025_MAD_833083_1
e-Tender submission end date -12/04/2025
Details information will be available from the website —
(i) **http://wbtenders.gov.in**
(ii) **www.coochbeharmunicipality.com**
Sd/- Chairman,
Cooch Behar Municipality.

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409
E-tender Inviting notice

Tender reference no: **001/SGPII/NIeT/5 th SFC(Untied)/25-26 Date: 03/04/2025.** Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Salap-2 gp under Domjur Panchayat Samity. For Construction of PCC Road within Salap-2 Gram Panchayat, Howrah. Bid Submission end date **11/04/2025 up to 05.00 pm.** Bid Opening Date: **16/04/2025 at 11.00 AM.** Details are available in: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat

বহু প্রজাতির ভেষজ-উদ্ভিদ লুপ্তপ্রায়! সংরক্ষণে জোর বন দফতরের

কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ মানুষ ও জীবজগতের প্রাকৃতিক সুরক্ষার জন্য ভেষজ-উদ্ভিদগুলির গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। প্রাচীনকাল থেকে নানা ধরণের উদ্ভিদ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ও রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জনজাতি সম্প্রদায় উদ্ভিদবিদ্যা বা

এথনোবটানি নামে বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখার উদ্ভব হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নথিভুক্ত ২০,০০০ ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে ভারতের অবদান ১৫-২০ শতাংশ। ভারতে ২০০০-এরও বেশি ঔষধের উৎস হল উদ্ভিদ। ঔষধ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ভেষজ-উদ্ভিদের অতিরিক্ত ব্যবহার ও অরণ্যবিনাশের ফলে বহু প্রজাতির ভেষজ-উদ্ভিদ আজ লুপ্তপ্রায়। পশ্চিমবঙ্গ বনবিভাগ বনজ সম্পদ ও ভেষজ উদ্ভিদ সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে একসাথে কাজ করছে। ভেষজ উদ্ভিদ সংরক্ষণ সাধারনত দুইভাবে হয়ে থাকে। প্রথমত, নিজস্ব প্রাকৃতিক বাসস্থানে ভেষজ-উদ্ভিদ সংরক্ষণ বা স্বাভাবিক বাসস্থানে সংরক্ষণ যা ইন-সিটু সংরক্ষণ নামে পরিচিত। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক বাসস্থানের বাইরে অন্য জায়গায় সংরক্ষণ বা বহিঃসংরক্ষণ যা এক্স-সিটু সংরক্ষণ নামে পরিচিত। কোকো চাষে জলপাইগুড়ির বাজিমাত! বিখ্যাত সংস্থার উদ্যোগে ৩ হাজার চারা যাচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতে। ইন-সিটু সংরক্ষণ- জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যে বন্য জীবজন্তুর পাশাপাশি ভেষজ-উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা হয়। যেখানে ভেষজ-উদ্ভিদের বৈচিত্র্য খুব বেশি, সেই স্থান ভেষজ-উদ্ভিদ সংরক্ষণ ক্ষেত্র (MPCA) হিসেবে ঘোষিত হয়। দক্ষিণবঙ্গে চারটি MPCA (ভেষজ উদ্ভিদ সংরক্ষণ ক্ষেত্র) স্থাপিত হয়েছে, এগুলি হল- গড় পঞ্চকোট, বনি ক্যাম্প, কাঁকরাঝোড় এবং শুশুনিয়া। গড় পঞ্চকোট এম. পি. সি. এ.- এটি পুরুলিয়া জেলার পাঞ্চেৎ পাহাড়ের পাদদেশে, রঘুনাথপুর থেকে প্রায় ২৪ কি.মি দূরে অবস্থিত। সংরক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য প্রজাতিগুলি হল- লেডা (লিটসিয়া গ্লুটিনোসা), আলকুশি (মিউকিউনা প্রুরিয়েন্স), আচ (মোরিন্ডা সাইট্রিফোলিয়া), সর্পগন্ধা (রাউলফিয়া টেট্রাফাইলা), ঈশ্বরমূল (অ্যারিস্টোলোকিয়া ইন্ডিকা), কুজরি (সেলাস্ট্রাস প্যানিকিউলাটা), শতমূল (অ্যাসপ্যারাগাস্ রেসিমোসা), বিশালাঙ্গুলি (গ্লোরিওসা সুপার্বা), গুড়মার (জিমনেমা সিলভেস্ট্রিস্)। বনি ক্যাম্প এম. পি. সি. এ.- দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় মথুরাপুর ব্লক এ এটি অবস্থিত এখানে লবণাক্ত জলের বনাঞ্চল দেখা যায়। ম্যানগ্রোভ প্রজাতিগুলির ভেষজগুণ থাকায় স্থানীয় অধিবাসীরা নানাবিধ অসুখে এগুলি ব্যবহার করে থাকে। সব থেকে বেশি পাওয়া যায় অ্যাভিসেনিয়া অ্যালবা (পেয়ারা বাইন) ও এক্সকোকারিয়া অ্যাগালোচা (গেঁওয়া)। কাঁকরাঝোড় এম. পি. সি. এ- ঝাড়খন্ডের সীমানায় জঙ্গলমহল এলাকায় এটি অবস্থিত। এটি সম্প্রতি ঘোষিত ময়ূর ঝর্ণা অভয়ারণ্যের একটি অংশ। এই বনাঞ্চলে শাল ও অন্যান্য গাছের মধ্যে আমলকি (এম্ব্লিকা অফিসিনালিস), আসন (টার্মিনালিয়া আলাটা), বৈঁচি (ফ্লোকোরশিয়া ইন্ডিকা), বহেড়া (টার্মিনালিয়া বেলেরিকা), ভেলা (সেমেকার্পাস্ অ্যানাকার্ডিয়াম্), ভুররু (গার্ডেনিয়া গামিফেরা), চুরচুমন (ক্যাসেরিয়া টোমেন্টোসা) হরিতকী (টার্মিনালিয়া চেবুলা), কেন্দু (ডায়োস্পাইরস মেলানোক্সাইলন্) প্রভৃতি। সাঁওতালরা এখানকার জনজাতি আশেপাশে বেড়ে ওঠা নানাধরনের ভেষজ-উদ্ভিদ ব্যবহার করে থাকেন। শুশুনিয়া এম. পি. সি. এ- বাঁকুড়া জেলার উত্তরপশ্চিম অংশে ছোটনাগপুরের মালভূমিতে এটি অবস্থিত। স্বাভাবিক বাসস্থানের বাইরে সংরক্ষণঃ আমলাচটি এম. পি. সি. এ.- আমলাচটি লোধাগুলি জাতীয় সড়ক থেকে ৫ কি.মি. ও ঝাড়গ্রাম শহর থেকে ২০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। সারা ভারতের মধ্যে আমলাচটিতে ভেষজ-উদ্ভিদের সম্ভাব্য সর্ববৃহৎ সংগ্রহ আছে। বহু বিজ্ঞানী ও গবেষক গবেষণার জন্য এই সংরক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। দিঘা ভেষজ উদ্ভিদ উদ্যান- দিঘা শহরের উপকূলবর্তী এলাকায় এটি অবস্থিত। ২০০২ সালে এই উদ্যানটি গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে ১৪৬টি প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ সংগৃহীত আছে।

মালদায় রামনবমীর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ এপ্রিল ঃ আগামী ৬ এপ্রিল রামনবমী। ইতিমধ্যেই রামনবমী উদ্যাপন সমিতির মালদা শাখার পক্ষ থেকে তার প্রস্তুতি জোর কদমে চলছে। এবারে রামনবমীর ধর্মীয় শোভাযাত্রা সকাল দশটায় ইংরেজবাজার শহরের রামকৃষ্ণপল্লী মাঠ থেকে শুরু হবে যা শহর জুড়ে পরিক্রমা করে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির সংলগ্ন মাঠে শেষ হবে ডএবং সেখানেই শোভাযাত্রার সমাপ্তি ও শ্রীরাম প্রসাদ বিতরণ ভক্তদের মধ্যে করা হবে । রামনবমীর এই শোভাযাত্রায় সকল সনাতনী হিন্দু ধর্মের মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণপত্র করতে দেখা যাচ্ছে। ইংরেজবাজার পৌরসভার ওয়ার্ডগুলিতে সমস্ত ওয়ার্ডেই রামনবমী উদ্যাপন কমিটির সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণপত্র দিতে দেখা যাচ্ছে। সকলের মুখে জয় শ্রীরাম ধোনি । রামনবমী উদ্যাপন কমিটির কার্যকরী সম্পাদক কাজল গোস্বামী জানান এই বছর রামনবমীতে আমাদের যা আশা প্রায় লক্ষাধিক রাম ভক্তদের সমাগম হবে । আমরা সকল রাম ভক্তরা সনাতলী হিন্দুদের কাছে গিয়ে রামনবমীর শোভাযাত্রায় যাতে অংশগ্রহণ করে সেই বিষয়ে নিমন্ত্রণ পত্র দিচ্ছ পাশাপাশি রামপ্রসাদ গ্রহণ করুক আমরা সংকল্প নেই যাতে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক । আজকে অনেক জিহাদি মন্তব্য হচ্ছে আমাদের প্রভু শ্রী রামের নামে অনেক মন্তব্য হচ্ছে । আমরা সনাতন হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে । এবার মালদায় ঐতিহাসিক রামনবমীর শোভাযাত্রা হবে।

এস এস সি দুর্নীতি নিয়ে বর্ধমানে বিজেপির বিক্ষোভ ঘিরে ধুন্ধুমার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬ সালের নিয়োগ প্যানেল বাতিল হয়েছে। এই চাকরি বাতিলের পিছনে রাজ্য সরকারের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে বিজেপি। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বর্ধমান শহরের পারবিরহাটা ঘড়ির মোড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হল বিজেপির পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে। বিজেপির এই কর্মসূচিকে ঘিরে পুলিশ ও র‍্যাফ মোতায়েন থাকলেও বিক্ষোভকারীরা প্রথমে

সেখানে অবস্থান-বিক্ষোভ করে এবং পরে মিছিল করে টাউন হল পর্যন্ত যায়। টাউন হল চত্বরে পৌঁছে বিজেপি কর্মীরা রাস্তার ওপর বসে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু হয়। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে, যখন বিজেপি কর্মীরা টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানাতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। এছাড়া, মুখ্যমন্ত্রীর ছবি পোড়াতে গেলে পুলিশ বাধা দিলেও শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভকারীরা টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এবং ছবি পুড়িয়ে প্রতিবাদ চালিয়ে যায়। জেলা বিজেপি সভাপতি অভিজিত তা বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী, ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেলে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় ২৬,০০০ শিক্ষকের চাকরি চলে গেছে। এই দুর্নীতির মূল হোতা তৃণমূল কংগ্রেস, যেখানে ছোট থেকে বড়-সব স্তরের নেতারা এবং তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পর্যন্ত ঘুষ নিয়ে চাকরি দিয়েছেন, যার ফল ভোগ করতে হলো বহু যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। সুপ্রিম কোর্ট বারবার বলেছিল যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা দিতে সেই তালিকা দিতে পারেনি রাজ্য। পশ্চিমবাংলার বেকার যুবক যুবতীদের কি অন্যায় আছে? তারা তো নির্দিষ্ট নিযম় মেনে আবেদন করেছিল। ৫০০-১০০০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম ফিলাপ করেছিল। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি। বিক্ষোভের ফলে দীর্ঘ সময় ধরে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তবে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সুপ্রিম নির্দেশে ২০১৬ সালের এসএসসি তে নিয়োগের প্যানেল বাতিলঃ কালনার বিভিন্ন স্কুলে চাকরি গেল একাধিক

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগের প্যানেল বাতিল হওয়ায় মাথায় হাত পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্কুলগুলির। বিভিন্ন স্কুলে একাধিক শিক্ষকের চাকরি চলে যাওয়ায় পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা প্রক্রিয়া চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পরবে বলেই মনে করছে শিক্ষক মহল। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার একাধিক স্কুলেও সুপ্রিম রায়ের প্রভাব পরতে চলেছে ভবিষ্যতে। দেখা যাচ্ছে অনেক স্কুলেই ছাত্রের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম রয়েছে। তার উপর এই শিক্ষক বাতিলে স্কুলগুলিতে পড়ানোর ক্ষেত্রে আরো আগামীদিনে সমস্যায় পড়তে হবে। কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয় কর্মরত ছজন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে এই প্যানেলে। ফলে প্রায় ১৮০০ এর ওপর স্টুডেন্ট নিয়ে আগামী দিনে তারা কিভাবে ক্লাস করাবেন তাদের, যা নিয়ে সমস্যার মধ্যে পড়েছেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তিনি এদিন বলেন, এতগুলো স্কুল পড়ুয়ার কিভাবে সমস্ত পিরিয়ড করাবো সেই নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে। যদিও ৬ জন শিক্ষকের মধ্যে চারজন শিক্ষক এদিন বৃহস্পতিবার স্কুলে উপস্থিত থাকলেও তারা এই বিষয়ে কিছু বলতে চায়নি। অন্যদিকে কালনার শশীবালা সাহা গার্লস হাই স্কুলে দুজন শিক্ষিকা এবং একজন গ্রুপ ডির স্টাফের এই প্যানেল বাতিলের ফলে তাদেরও চাকরি গেছে। এদিন বৃহস্পতিবার ওই স্কুলের ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা বলেন, আমারও স্কুল চালাতে গিয়ে সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে, স্কুলে একমাত্র গ্রুপ ডি কর্মী যিনি ছিলেন তারও চাকরি বাতিল হওয়ায় গ্রুপ ডি পদও পুরোপুরি শূন্য হল। ফলে গ্রুপ ডি- র কাজগুলি কিভাবে সম্পন্য হবে তা নিয়ে চিন্তায় তিনি। অন্যদিকে কালনার নিগমানন্দ বিদ্যামন্দির হাই স্কুলে ৩ জন শিক্ষক, ১ জন গ্রুপ ডি ও ১ জন ক্লার্ক এর চাকরি গেছে। তারাও সমস্যায়, পাশাপাশি কালনার হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ৬ শিক্ষাকার চাকরি গেছে এই প্যানেলে। ৭ এপ্রিল থেকে স্কুলে পরীক্ষা কি ভাবে পরীক্ষা নেবে স্কুল সেই বিষয় নিয়ে দিশেহারা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। এই বিষয়ে এআইয়ের কাছে যাওয়া হলে তিনি এ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কিছুই বলতে রাজি হননি। সুপ্রিম নির্দেশে শুধু কালনা নয়, সারা পূর্ব বর্ধমান জেলার স্কুলগুলিতে এক বা একাধিক শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে, যার ফলে চোখে অন্ধকার দেখছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক- শিক্ষিকা সহ স্কুল পরিচালন কমিটির। স্কুলের পঠন- পাঠন চালু রাখতে এবং পরীক্ষা প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য উচ্চ কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। স্কুল চালাতে তাদের এখন ভরসা উচ্চকর্তৃপক্ষের নির্দেশ। স্কুল শিক্ষা দপ্তর কিভাবে এর মোকাবিলা করবে সেই দিকেই তাকিয়ে স্কুলগুলি।

গোর্খা জনজাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার আজ বৈঠকে

কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ গোর্খা জনজাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার আজ বৈঠকে বসে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইয়ের পৌরহিত্যে নতুন দিল্লিতে আয়োজিত ওই বৈঠকে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার নেতৃত্বে গোর্খা জনজাতির সদস্যরা অংশ নেন। বৈঠকে তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে গোর্খা প্রতিনিধিরা দ্রুত সমাধানের আর্জি জানান। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার পাহাড়ের সার্বিক উন্নয়ন এবং নিরাপত্তার রক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বৈঠকে আশ্বাস দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে । সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং সংবিধানের সীমারেখার মধ্যে থেকে কেন্দ্রীয় সরকার গোর্খাদের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ডাকা বৈঠকে পাহাড়ের একাধিক রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজ্য সরকারের কোন প্রতিনিধি ও ওই বৈঠকে যোগ দেননি।

দীঘায় নতুন আকর্ষণ! নাচিন্দা শীতলা মায়ের মন্দির

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ৩ এপ্রিল ঃ স্থানীয়দের দাবি, খুবই 'জাগ্রত' মা নাচিন্দা। এই মায়ের টানে বহু দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে ভিড় জমান এই মন্দিরে। এবার এর সঙ্গে যদি দীঘার আকর্ষণীয় স্থানগুলিও তাঁদের কাছে দর্শনীয় করে তোলা হয়, তবে সেটা দারুণ হয়। জানা গেছে, এমনটাই চাইছেন মন্দির কমিটির লোকজন। প্রসঙ্গত, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দীঘার জগন্নাথ ধামের উদ্বোধন। বসবে মেলাও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন দীঘার জগন্নাথ ধামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। ওইদিন নাচিন্দা মায়ের মন্দিরেও তাঁকে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন মন্দির কমিটির কর্মকর্তারা। মা নাচিন্দা মা শীতলা। মহামায়ার একটি রূপ। জগৎবাসীর পীড়া হরণ করতে আদি শক্তি ভগবতী মা শীতলার রূপ ধারণ করেন। মা নাচিন্দা শীতলা চণ্ডীদেবী রূপে খ্যাত। এই মন্দিরের গর্ভগৃহে বাস করেন মা শীতলা, মা চণ্ডী, মা কালী ও মা রক্তবতী। পাশের মন্দিরে থাকেন রাধাকৃষ্ণ। এই দেবীর মহিমা ঘিরে নানা জনশ্রুতি রয়েছে। রয়েছে অনেক অলৌকিক কাহিনি। অনেকেরই বিশ্বাস, এখানে মা খুবই জাগ্রত। গ্রামগঞ্জশহর থেকে দেশ-বিদেশের বহু মানুষ মায়ের কাছে ভিড় জমান। মানসিক করেন, মনস্কামনা পূরণও হয়। ভক্তেরা মন্দিরে ঘণ্টা বাঁধেন। মন্দিরে লাল শালুতে ইট বাঁধেন। মনস্কামনা পূরণ হলে মাছের বিভিন্ন পদের অন্নভোগ, ক্ষীরভোগ, শাড়ি-সহ পুজোর দেন। মায়ের কাছে বহু দূর থেকে মানুষ ছুটে আসেন তাঁদের নতুন গাড়ি বা বাইক পুজো দিতে। তাঁদের বিশ্বাস, এখানে পুজো দিলে গাড়ির দুর্ঘটনা হয় না। কথিত আছে, আগে এই গ্রামে থাকতেন এক বৃদ্ধা। তিনি প্রায়ই নানা রোগে ভুগতেন। একদিন তিনি দেবী শীতলা চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পান। মা তাঁকে আদেশ দেন, তিনি যাতে ভয় না পেয়ে পুকুরে ডুব দিয়ে এক ঘটি জল নিয়ে সেই জল তাঁর স্বপ্নাদেশ পাওয়া গাছের তলায় স্থাপন করেন। তার পরই তাঁর সব রোগ নিরাময় হয়ে যাবে। সেইমতো তিনি সেটাই করেন আর তার পরেই সুস্থ হযে .ওঠেন। অন্য একটি ঘটনাও আছে। এক কিশোর নারকেল পাড়তে নারকেল গাছে উঠেছিল। হাত ফস্কে গাছ থেকে নীচে পড়ে যাচ্ছিল সে। পড়ে যাওয়ার সময়ে সে মা নাচিন্দাকে স্মরণ করেছিল মা রক্ষা করো বলে। আর তার পরই ম্যাজিক। মাটিতে পড়ার সময় সে যেন অনুভব করল, সে যেন কোনও এক তুলোর বিছানায় এসে পড়ল। তার কিছুই হয়নি। আরও একবার কলকাতার সুবিখ্যাত এক যাত্রাপার্টি এই পথ দিয়ে যাত্রা করতে যাওয়ার সময়ে মন্দিরে নেমে প্রণাম করে মাকে বলেছিল যাত্রা যেন ভালো করতে পারে তারা। সেটা হলে তারা মন্দিরের সামনে বিনে পয়সায় যাত্রাপালা গান করবে। কিন্তু তাদের যাত্রা ভালো হলেও ফেরার সময়ে মায়ের মন্দিরে তারা বিনা পয়সায় পালাগান করেনি। শোনা যায়, যাত্রাওয়ালাদের বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এরপর মা তাঁদের স্বপ্নাদেশে যাত্রা করার নিদান দেন। সেই থেকেই কলকাতার যাত্রাপাড়ার বহু নামীদামি কলাকুশলী শিল্পী মায়ের কাছে এসে সিজনের প্রথম যাত্রা করে যেতেন। মায়ের বিশেষ তিথিপুজো ছাড়াও শনিবার ও মঙ্গলবার দিনগুলিতে মায়ের বিশেষ পুজো হয়। এছাড়াও পাশে রাধাকৃষ্ণের মন্দির থাকায় রাসমেলা এবং অক্ষয় তৃতীয়ার মেলাও বসে এখানে। লক্ষাধিক মানুষের ভিড় জমে। দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে যেহেতু অক্ষয় তৃতীয়ার দিন উদ্বোধন হতে চলেছে, তাই মা নাচিন্দার অক্ষয় তৃতীয়ার মেলা দেখা ও মায়ের দর্শনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে মা নাচিন্দা পুজো কমিটি। ১১৬ বি নন্দকুমার দীঘা জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে গেলে জাতীয় সড়কের পাশে পড়বে মা নাচিন্দা দেবীর মন্দির। দীঘায় বেড়াতে এলে এই মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে হয়। দীঘা থেকে প্রায় ৪২ কিলোমিটার দূরে এই মন্দির। মেরিন ড্রাইভ দিয়েও যাওয়া-আসা করা যায়। ট্রেনে এলে কাঁথি রেল স্টেশনে নেমে টোটো বা অটোতে করে দশ কিলোমিটার আসতে হবে। প্রায় ১০ বিঘে জমির উপর এই মন্দির।

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেণ্ডার নোটিস নং. এস/০১/২০২৫-২৬ তারিখঃ ০১-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫০৭৪এ/ওটি/০১/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৪-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৫৮৪৯ (এএলটি) অনুসারে ৬০ কিলোগ্রাম জোগল ফিশ্ব প্লেটস, ডিআরজি নং. আরডিএসও টি-৫৮৫৪ অনুসারে দুটি ফিশ্ব প্লেটস দুটি ক্ল্যাম্পস এবং ডিআরজি নং. আরডিএসও টি-৫৮৫৪/১ অনুসারে দুটি ক্ল্যাম্পস এবং ডিআরজি নং. টি-১০৭৭৩ অনুসারে সিঙ্গল কইল স্প্রীং ওয়াশার্স সহিত ডিআরজি নং. টি-১১৫২৫ অনুসারে দুটি বোল্টস এবং নাটস, ফিশ্ব প্ল্যাটস এর জন্যে আইআরএস স্পেসিফিকেশন (ওয়ারান্টির সময়সীমা: যোগানের তারিখ থেকে ৩০ মাস পর্যন্ত) [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম: ৩১০০৪৬৬, ফিশ্ব প্লেটস সাব আইটেম: ফিশ্ব প্লেটস আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) পরিমাণ- জিতেন্দ্র কুমার, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২০৭০ সেট, পিএল. সংখ্যা. - ৬০০৯০১৩৩।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ৪০/২৫/০৫৫৫/ওটি/০২/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৫-০৪-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৩৯ ২০০৯ (আরইভি-১) অনুসারে এলএইচবি কোচসমূহের জন্যে রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিটের হেতু মাইক্রোপ্রোসেসর কন্ট্রোলার, ডিআরজি নং. নেই, স্পেসিফিকেশনঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৩৯ ২০০৯ (আরইভি-১) অনুসারে [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস][পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম: ৩১০০৩৬৯, এলএইচবি কোচ এবং ডাবল ডেকার কোচসমূহের জন্যে রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিটের হেতু মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোলার। আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- পাণ্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৮ টি, ২) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১ টি ৩) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১০ টি, ৪) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাওঁ/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১০ টি, পিএল. সংখ্যা. ৪৫২১২১১৯।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেণ্ডার সংখ্যা. ৪০/২৫/০৫৪৮/ওটি/০৩/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২১-০৪-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০০৮০-২০০৭ (আরইভি-২) অনুসারে ৬০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার ৭৫০ ভি/৪১৫ভি, ৩-ফেজ, ৪ ওয়ার ভেক্টর কনফিগারেশন ষ্টার-ষ্টার। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম: ২৪০০০৩৫.৬০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ০১ টি, ২) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ০৬ টি ৩) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ০৬ টি, ৪) পরিমাণ: পাণ্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৭ টি, পিএল. সংখ্যা.- ৪৭২০০১১০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫৬৭৯/ওটি/০৪/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২১-০৪-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ যদি আছে অনন্তিম পরিবর্তন সহিত আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৮৮২২ অনুসারে ৬০ কিলোগ্রাম ওয়েব সুইচ এক্সপানসন জয়েন্টের (টিডব্লিউএসইজে) নির্মাণ এবং যোগান। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস][পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: আছে, পর্যায়সমূহঃ ১] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম: ৩১০০০৪২, উন্নীত সুইচ এক্সপানসন জয়েন্ট, সাব আইটেমঃ ৬৫ মিলিমিটার গ্যাপ (সর্বোচ্চ) এর জন্যে উন্নীত সুইচ এক্সপানসন জয়েন্ট, আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- জিতেন্দ্র কুমার, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪২১ সেট, পিএল. সংখ্যা.- ৬০০৬০৮৩৬০১৭৫।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৪/০৬৬৫বি/ওটি/০৫/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২১-০৪-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বিওএক্সএনএইচএল/বিসিএনএইচএল এর জন্যে ড্রাফট গিয়ার ফলোয়ার সহিত উন্নীত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রাফট গিয়ার য়ারেঞ্জমেন্ট। ওয়াগনস. ডিআরজি নং. আরডিএসও ডিআরজি নং.- ডব্লিউডি-৮১০১০-এস-০৩ এএলটি-১২, আইটেম-১৯. এমএটি স্পেসিফিকেশন-নবেম্বর- ১৭ এর আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. ডব্লিউডি-৭১-বিডি-১৫ আরইভি-০১ [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম: ৩১০০৩১৭ [বিওএক্সএনএইচএল/বিসিএনএইচএল ওয়াগনসমূহের জন্যে উন্নীত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রাফট গিয়ার] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণঃ পাণ্ডু জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫০ টি, ২) পরিমাণ: নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৩৩৫ টি। পিএল. সংখ্যা.- ৩৮১৩৪৬৭৬।

ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেণ্ডার সংখ্যা. ৭০/২৪/০৪৭৬এ/ওটি/০৬/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৪-০৪-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ নাট সহিত বোল্ট এমএস হেক্স হেড এম ১৬×৫০, মেটারিয়্যাল স্পেসিফিকেশনঃ ষ্টীল আইএস ১৩৬৩ (পার্ট.১)ঃ ২০২৩ নাটের জন্যে বি এএলটি এবং আইএস ১৩৬৩ (পার্ট-৩)ঃ ২০১৮ এর হেতু, নাটের হেতু ৫ এবং বোল্টের হেতু ৪.৬ প্রপার্টি ক্লাস [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬০০০.০০ কেজি, ২) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১১০০০.০০ কেজি ৩) পরিমাণ:- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১৯০০০.০০ কেজি ৪) পরিমাণঃ পাণ্ডু জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪০০ কেজি, পিএল. সংখ্যা.:- ৭৩০৩১৩৭৯।

ক্রমিক সংখ্যা. ৭। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৫/০৫৬৩এ/ওটি/০৭/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২১-০৪-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও এসটিআর নং.-ডব্লিউডি-২০-এমআইএসসি-৯৫ (আরইভি-৫) অনুসারে সংশোধিত ইলাস্টোমেরিক এবং ডিজাইন বি, ড্রয়িং-ডব্লিউডি-২১১০৯-এস-০২ এএলটি.২ এমএটি স্পেসিফিকেশন- ড্রয়িং এবং আরডিএসও এসটিআর নং. কিউএমএস-৫ঃ ২০০০ আরইভি-১ অনুসারে [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম: ৩১০০৩০৯, ইলাস্টোমেরিক প্যাডস সাব আইটেমঃ ইলাস্টোমেরিক প্যাডস, ডিজাইন-বি, আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান), ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪৪০৬ টি, ২) পরিমাণ: পাণ্ডু জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫২৩৭ টি, ৩) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৭০৪১ টি ৪) পরিমাণ: নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১৫৪৩৭ টি, পিএল. সংখ্যা.- ৩৮১০৬৩২২।

ক্রমিক সংখ্যা. ৮। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩০/২৫/৫১৭৮এ/ওটি/০৮/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২১-০৪-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এয়ার স্প্রিং সাসপেনসন বোগির জন্যে হস কনেকশন, ড্রয়িং নং. স্কেচ কে১০৫৪ এএলটি নেই অথবা অনন্তিম এমএটি স্পেসিফিকেশনঃ আরডিএসও-এসটিআর-সি-কে-৪০৭ (আরইভি-৪) [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম: ৩১০০৩৯৬ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. সীকে৪০৭ (আরইভি.৪) অনুসারে আইসিএফ/এলএইচবি শ্রেণীর বোগি সহিত এয়ার স্প্রিং অ্যাসেমব্লি সিস্টেমের জন্যে এয়ার সাসপেনসন কন্ট্রোল ইকুইপমেন্টস, সাব আইটেম: আইসিএফ/এলএইচবি শ্রেণীর বোগি সহিত এয়ার স্প্রিং অ্যাসেমব্লি সিস্টেমের হেতু এয়ার সাসপেনসন কন্ট্রোল ইকুইপমেন্টস] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান), ১) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২১৬১ টি, ২) পরিমাণ-নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৯২২ টি ৩) পরিমাণ: নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১২৫ টি, পিএল. সংখ্যা.- ৩৩৫০৩৩৩৩।

ক্রমিক সংখ্যা. ৯। টেণ্ডার সংখ্যা. এমএল২৫৫০৩৯/ওটি/০৯/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৬-০৬-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ১) সিএলডব্লিউ পিএল. নং. ২৯৭৪১০৭৫ অনুসারে জুন ২০১৬ অথবা অনন্তিমে জারি করা সিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/২০০৮/ইএল/এসপিইসি/০০১৭, আরইভি.৫ অনুরূপে আইজিবিটি আধারিত ৩ - ফেজ ড্রাইভ প্রপালশন সরঞ্জামের যোগান। সংযোজিত প্র পত্র অনুসারে বিস্তৃত বিবরণ। পরিমাণ-০১ সেট। (২) মার্চ-২০১৯ এ জারি করা স্পেসিফিকেস্বন নং. সিএল ডব্লিউ/এএমসি/সি-ডি এবং ডি/০১ অনুসারে আইজিবিটি আধারিত ৩ - ফেজ ড্রাইভ প্রাপলশন সরঞ্জামের বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা (এএমসি)।

ক্রমিক সংখ্যা. ১০। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫৪১৩এ/ওটি/১০/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২১-০৪-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ যদি আছে অনন্তিম পরিবর্তন সহিত এএলটি নং. ২ সহিত যদি আছে অনন্তিম পরিবর্তনের সাথে আইআৎএস-টি-৩১-২০২১ অনুরূপে স্পেসিফিকেশনের সাথে ডিআরজি. নং. আরডিএসও টি-৫৯১৯ অনুরূপে ৬০ কেজি ইউআইসি/৫২ কেজি রেইল খণ্ডের হেতু ফ্ল্যাট টো সহিত ইলাষ্টিক রেইল ক্লিপ এমকে-V [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: রাইটস নন-টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম: ৩১০০৫৫৮ ইলাষ্টিক রেইল ক্লিপস) আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান), পরিমাণ: এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাওঁ এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৮৮৩৩৫২ টি, পিএল. সংখ্যা. ৬০১১০০২৮।

নোটঃ টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাওঁ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

যশস্বীর মতো দল ছাড়ছেন না সূর্যকুমার, বিবৃতি দিয়ে জানাল এমসিও

মুম্বই, ৩ এপ্রিলঃ যশস্বী জয়সওয়ালের রাস্তায় হাঁটছেন না সূর্যকুমার যাদব। আপাতত মুম্বই ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার পরিকল্পনা নেই। জানিয়েছিলেন সূর্যকুমার নিজে। এবার মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন নীরবতা ভেঙে জানাল, দলের তারকা ক্রিকেটার ঘরোয়া টুর্নামেন্টে তাদের হয়েই মাঠে নামবেন। সম্প্রতি যশস্বী জয়সওয়াল জানান, তিনি মুম্বই টিম ছাড়তে চান। সূত্রের খবর, আগামী দিনে তিনি গোয়ার হয়ে খেলতে পারেন। ব্যক্তিগত কারণ দর্শিয়ে ইতিমধ্যে দল ছাড়ার চিঠি এমসিএ-র দফতরে জমা দিয়েছেন বছর তেইশের তরুণ ওপেনার। পরের গন্তব্য সম্ভবত হতে চলেছে গোয়া। শুধু তাই নয়। গোয়া টিমের অধিনায়ক হিসেবেও আগামী মরশুমে মাঠে নামতে দেখা যেতে পারে যশস্বীকে। এরই সূত্রে সামনে চলে আসে আরেকটি খবর। চাউর হয়, যশস্বীর মতো সূর্যকুমার যাদবও নাকি একই পথের পথিক হতে চলেছেন। মুম্বই ছেড়ে অন্য কোথাও পা বাড়াবেন তারকা পিঞ্চহিটার।

যদিও এই নিয়ে ঘনিয়ে ওঠা সমস্ত জল্পনা নস্যাৎ করেছে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'সূর্যকুমার যাদবের মুম্বই ছেড়ে গোয়া যাওয়া নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া গুজব বিষয়ে আমরা অবগত। এই বিষয়ে আজ সকালে সূর্যর সঙ্গে কথা বলেছি। যার ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে জানাতে চাই, এই গুঞ্জন সর্বোতভাবে অসত্য ও ভিত্তিহীন। সূর্যকুমার মুম্বইয়ের প্রতি আগের মতো দায়বদ্ধ। দয়া করে এমন ভুয়ো খবর ছাড়ানো থেকে বিরত থাকুন।' প্রসঙ্গত, মুম্বইয়ের হয়ে খেলতে শুরু করে কেরিয়ার গড়েছেন যশস্বী। অথচ আচমকা দল ছেড়ে যোগ দিতে চলেছেন গোয়া টিমে। সূত্রের খবর, অধিনায়কও বাছা হতে পারে তাঁকে। মুখে ব্যক্তিগত কারণ বললেও আসল কারণ রহস্য বাড়িয়েছে। এই নিয়ে এমসিএ কর্তৃপক্ষ কিছু না বললেও সংস্থার এক অধিকর্তা জানিয়েছেন, যশস্বীর সিদ্ধান্তে তাঁরা সকলেই বিস্মিত। যদিও দলত্যাগের আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত মরশুমে মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন বছর তেইশের ওপেনার। ওই একটি ম্যাচেই ঘরোয়া টুর্নামেন্টে যশস্বীকে মাঠে দেখা গেছিল।

পঞ্জাব ছেড়ে কেরালা ফিরতে পারেন ভারতীয় ফরোয়ার্ড নিহাল সুদেশ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মিকেল স্ট্যাহরের হাত ধরে শুরু থেকেই অনবদ্য পারফরম্যান্স করার পরিকল্পনা ছিল কেরালা ব্লাস্টার্সের। তা বাস্তবায়িত হয়নি। সময় ম্যাচ যত এগিয়েছে ততই হতাশাজনক পারফরম্যান্স থেকেছে আইএসএলের এই ফুটবল দলের। যার প্রভাব এসেছিল আইএসএলের পয়েন্ট টেবিলে। যেটা কিছুতেই ভালোভাবে নেয়নি কেরালা ম্যানেজমেন্ট। স্বাভাবিকভাবেই এমন পরিস্থিতিতে ছাঁটাই করা হয়েছিল এই সুইডিশ কোচ সহ তাঁর সকল সাপোর্টিং স্টাফেদের। তারপর অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দলের দায়িত্বে আসেন থেক্কাথারা পুরুষোথামণ। সেইসাথে তাঁকে সাহায্য করে আসছেন টমাস টচর্জ। পূর্বে কেরালা ব্লাস্টার্সের যুব দলের দায়িত্বে ছিলেন টমাস। স্ট্যাহরের অবর্তমানে জুনিয়র দলের পাশাপাশি সিনিয়র দলের ও দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল তাঁর হাতে। সময় এগোনোর সাথে সাথেই নিজেদের পুরনো ছন্দে ফিরতে শুরু করে দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। প্রথম লেগে তাঁদের সক্রিয়তা বোঝা না গেলেও দ্বিতীয় লেগের শুরু থেকেই চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ের অন্যতম দাবিদার হয়ে উঠতে শুরু করেছিল নোয়া সাদাউরা। সেক্ষেত্রে লিগের বাকি অধিকাংশ ম্যাচে জয় সুনিশ্চিত করতে হত দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাবকে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়ার কাছে পরাজিত হওয়ার পর

জামশেদপুর ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা থাকলেও সেটা কার্যকরী হয়নি। সেই ম্যাচে এগিয়ে থেকেও আসেনি জয়। স্বাভাবিকভাবেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাবকে। সেই হতাশা ভুলে এবার ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য কেরালার। তাই কলিঙ্গ সুপার কাপের আগেই ডেভিড কাতালাকে দেওয়া হয় দলের দায়িত্ব। বলতে গেলে এই নয়া কোচের হাত ধরেই মরসুমের শেষে চূড়ান্ত সাফল্য পেতে চাইছে আদ্রিয়ান লুনাদের ফুটবল ক্লাব। সেইমতো নিজেদের প্রস্তুত করছেন সকলে। তবে শুধুমাত্র সুপার কাপ নয়। এখন থেকেই নতুন সিজনের জন্য ঘর গোছানোর কাজ শুরু করতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। সেক্ষেত্রে উঠে আসতে শুরু করেছে একাধিক ফুটবলারদের নাম। পাশাপাশি দলে ফেরানো হতে পারে বেশকিছু ফুটবলারদের। যার মধ্যে এবার শোনা যাচ্ছে নিহাল সুদেশের নাম। এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগে প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিসের পাঞ্জাব এফসির হয়ে খেলেছিলেন এই ভারতীয় ফরোয়ার্ড। সেখানে প্রায় কুড়িটি ম্যাচ খেলে একটি গোলের পাশাপাশি দুইটি অ্যাসিস্ট রয়েছে এই তারকার। হিসাব অনুযায়ী দেখলে চলতি বছরের মে মাসেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি শেষ হতে চলেছে পাঞ্জাব এফসির। সেই কথা মাথায় রেখেই এবার তাঁকে দলে টানতে বদ্ধপরিকর দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। সেইমতো কথাবার্তা ও নাকি এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা দূর। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হয়তো পরিষ্কার হয়ে যাবে সমস্ত কিছু।

টাকার ট্যাগ নয়, প্রত্যাশার চাপেই ফর্ম হারিয়েছেন পন্থ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

দাবি পীযূষের

গাড়ি দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে আহত হওয়ার পর যখন মনে করা হচ্ছিল কেরিয়ার শেষের পথে, ঠিক তখনই সমস্ত জল্পনা আর দুর্ভাবনাকে নস্যাৎ করে ক্রিকেটের ময়দানে ফিরে এসেছিলেন ঋষভ পন্থ। আইপিএলে গত বছর চারশোর উপর রান করেন। যার সুবাদে জাতীয় দলেও প্রত্যাবর্তন হয়। টি-২০ বিশ্বকাপ জেতে টিম ইন্ডিয়া। যে জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন ঋষভ। কিন্তু এরপরই আচমকা বাঁকবদল। ফর্মের গ্রাফের পড়তি। যার জেরে জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েন ঋষভ। আইপিএল মরশুম শেষে পুরনো টিম দিল্লি ক্যাপিটালস ছাড়ারও সিদ্ধান্ত নেন। মহা নিলামে তাঁকে কিনে নেয় লখনউ সুপার জায়ান্টস। রেকর্ড পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে। ২৭ কোটি টাকার ট্যাগ আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হিসেবে চলতি মরশুমে মাঠে নেমেছেন ঋষভ। কিন্তু পড়তে থাকা ফর্মের দিশা ঘোরাতে পারেননি। এখনও লড়াই শেষ হয়নি, সবে শুরু হয়েছে। তিনটি ম্যাচই খেলা হয়েছে মাত্র। তবু নতুন অধিনায়কের পারফরম্যান্স দলের মতোই ক্রমশ পতনের দিকে হাঁটা দিয়েছে। এই নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানান তত্ত্ব উঠতে শুরু করেছে। কেন হঠাৎ করে ভয়ংকর দুর্ঘটনা থেকে কামব্যাক করেও উতরাইয়ের পথে হাঁটছেন ঋষভ? অনেকে ২৭ কোটির 'নিলামি ট্যাগ'-কে কারণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। যদিও তা মানতে নারাজ পীযূষ চাওলা। জানিয়েছেন, বড় অংকের ধাক্কায় মোটেও ভড়কে যাননি উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান। বরং, প্রত্যাশাপূরণের চাপে খানিক পথ হারিয়েছেন। ভারতের প্রাক্তন স্পিনার বলেন, ''আমি ঋষভকে চিনি। জানি, এই প্রাইস ট্যাগ ওকে প্রভাবিত করেনি। যদিও ও ভাল ফর্মে নেই। ভারতীয় দলের হয়ে সাদা বলের ক্রিকেট দীর্ঘদিন ধরে খেলছে না। এই মরশুমে ফ্র্যাঞ্চাইজির অধিনায়ক হিসেবে খেলতে নেমেছে। ফলে প্রচুর প্রত্যাশা ছিল ঋষভকে নিয়ে। গত বছর অনেক কিছু ঘটেছে। তাই স্বাভাবিকভাবে এ বছরও অনেক কিছু আশা করা হয়েছিল।''

আইপিএলের জন্য ফিট আকাশদীপ, যোগ দিলেন দলে

লখনউ, ৩ এপ্রিলঃ চোট সারিয়ে লখনউ সুপার জায়ান্টস শিবিরে যোগ দিলেন আকাশ দীপ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির সময় পিঠে চোট পেয়েছিলেন বাংলার জোরে বোলার। খেলতে পারেননি সিরিজের শেষ টেস্ট। তখন থেকে তিনি মাঠের বাইরে ছিলেন। ৪ এপ্রিল ঋষভ পন্থের দলের হয়ে মাঠে নামতে পারবেন আকাশ। বুধবার রাতে লখনউয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আকাশ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) চিকিৎসকদের সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার পর দলে যোগ দিয়েছেন তিনি। এত দিন বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ছিলেন তিনি। ২৮ বছরের জোরে বোলারের যোগ দানের কথা সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন লখনউ কর্তৃপক্ষ। দলের দেওয়া ভিডিয়োয় আকাশকে বেশ হাসিখুশি দেখিয়েছে। হোটেলের দরজায় তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন লখনউয়ের অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ। জোরে বোলিং আক্রমণ নিয়ে প্রথম থেকেই সমস্যায় ছিলেন লখনউ কর্তৃপক্ষ। চোটের জন্য এ বারের আইপিএলে খেলতে পারবেন না মহসিন খান। আর এক জোরে বোলার ময়ঙ্ক যাদব এখনও ফিট নন। তিনি কবে মাঠে ফিরতে পারবেন, তা অনিশ্চিত। এই পরিস্থিতিতে আকাশ দলে যোগ দেওয়ায় লখনউ শিবিরের আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে। একাধিক ভারতীয় জোরে বোলারের চোটের জন্য আইপিএলে মাঠে নামার আগে শার্দূল ঠাকুরকে দলে নিতে বাধ্য হন লখনউ কর্তৃপক্ষ। গত মরসুম পর্যন্ত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে আইপিএল খেলেছেন আকাশ। এ বারের নিলামে তাঁকে ৮ কোটি টাকায় কিনেছিল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। পুরোপুরি সুস্থ না হওয়ায় আইপিএলের প্রথম তিনটি ম্যাচে আকাশকে পাননি পন্থেরা।

ফ্রি কিকে 'ফ্লপ' মেসি, ইন্টার মায়ামির হার

চোট কাটিয়ে মাঠে ফেরার পর এবার শুরুর একাদশে ফিরলেন লিওনেল মেসি। খেললেন গোটা ম্যাচ। তবে দু-একটি ঝলক দেখানো ছাড়া ম্যাচজুড়ে নিজের ছায়া হয়ে রইলেন আর্জেন্টাইন তারকা। ব্যর্থ হলো তার দল ইন্টার মায়ামিও।

লস অ্যাঞ্জেলেস, ৩ এপ্রিলঃ বিএমও স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে তারকার হাট বসেছিল। বাস্কেটবল কিংবদন্তি স্টিভেন কারি, জিমি বাটলার, ড্রেমন্ড গ্রিন। কিংবদন্তি

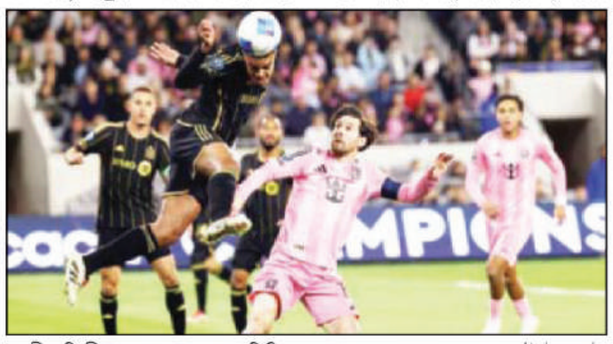

সংগীতশিল্পী লায়নেল রিচি, অভিনেতা জেইমে কামিল, মডেল ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব কেন্ডল জেনার ও আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কোচ লিওনেল স্কালোনি। লিওনেল মেসি কি তাঁদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন? মেসির মুখ থেকে উত্তরটা সম্ভবত না বোধক আসবে। তাঁর দল ইন্টার মায়ামি যে হেরেছে। লস অ্যাঞ্জেলসে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগে আয়োজক লস অ্যাঞ্জেলস এফসির কাছে ১-০ গোলে হেরেছে মায়ামি। চলতি বছর এটাই প্রথম হার হাভিয়ের মাচেরানোর দলের। আর্জেন্টাইন এই কোচের অধীনে ১০ ম্যাচে এটাই প্রথম হার মায়ামির। ৯ এপ্রিল ফোর্ট লডারডেলে ফিরতি লেগে মাঠে নামবে মাচেরানোর দল। আজ হলুদ কার্ড দেখায় নিষেধাজ্ঞার কারণে ফিরতি লেগে সের্হিও বুসকেতসকে পাবে না মায়ামি। চোট থেকে ফেরা মেসি এমএলএসে মায়ামির সর্বশেষ ম্যাচে বদলি হয়ে মাঠে নেমে গোল করে জিতিয়েছিলেন। আজ একাদশের হয়ে পুরো সময়ই মাঠে ছিলেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। প্রথমার্ধে দুটি ফ্রি কিক পেয়েছিলেন। একটি মেরেছেন পোস্টের ওপর দিয়ে, আরেকটি রুখে দেন এলএএফসির গোলকিপার উগো লরিস। ৫৭ মিনিটে এলএএফসির হয়ে গোল করেন ফরোয়ার্ড নাথান ওরদাজ। দুই বছর আগে মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর চ্যাম্পিয়নস কাপে নিজের প্রথম ছয় ম্যাচে গোল অথবা গোলে সহায়তা ছিল মেসির। এ বছর শুরুর রাউন্ডগুলোয় করেছেন ৩ গোল। আজ ম্যাচের ৮০ মিনিটে গোলের ভালো সুযোগ পেয়েছিলেন। বক্সের মাথা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নেওয়া শটও পোস্টের ওপর দিয়ে যায়। ছয় মিনিট পর তাঁর আরও একটি শট রুখে দেন গোলকিপার লরিস। দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে ফাউল থেকে আরও একটি ফ্রি কিক পায় মায়ামি এবং মেসি এ যাত্রায়ও পোস্টের ওপর দিয়ে শট নেন।

লিভারপুলকে কি তাহলে আর্সেনালই সবার আগে 'গার্ড অব অনার' দেবে

লিভারপুল, ৩ এপ্রিলঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে কোচ আর্নে স্লটের অভিষেক মরসুমেই লিভারপুল শিরোপা জিততে চলেছে, তা অনেকটাই নিশ্চিত। এখন আলোচনা হতে পারে শুধু একটি বিষয় নিয়ে-শিরোপা নিশ্চিত হওয়ার পর লিভারপুলকে 'গার্ড অব অনার' দেবে কোন দল? দুইয়ে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে অনেক দিন ধরেই ১২ পয়েন্টের ব্যবধান লিভারপুলের। পরশু রাতে ফুলহামকে ২-১ গোলে হারিয়ে ব্যবধানটা ৯-এ নামিয়ে এনেছিল আর্সেনাল। কাল রাতে মার্সিসাইড ডার্বিতে এভারটনের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয় আবার লিভারপুলকে ১২ পয়েন্টে এগিয়ে দিয়েছে। ৩০ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট ৭৩, সমান সংখ্যক ম্যাচে আর্সেনালের পয়েন্ট ৬১। তবে গত রাতের ম্যাচে লিভারপুলকে ঠিক লিভারপুল মনে হয়নি। মোহাম্মদ সালাহ ছিলেন নিজের ছায়া হয়ে। বলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলেও অলরেডরা পুরো ম্যাচে লক্ষ্যে শট নিতে পেরেছে মাত্র তিনটি। একমাত্র গোলটা করেছেন দিয়োগো জোতা ম্যাচের ৫৭ মিনিটে। ম্যাচের শুরুতেই লিভারপুলের জালে একবার বল পাঠান এভারটন স্ট্রাইকার বেতো। কিন্তু কিঞ্চি ব্যবধানে তিনি অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোল। ৩৪ মিনিটে লিভারপুল গোলকিপার কেলভিন কেলেহারকে একা পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি বেতো, শট নিয়েছেন পোস্ট বরাবর। শেষ পর্যন্ত কষ্টে পাওয়া জয় লিভারপুলকে শিরোপার আরও কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছে। এভারটনকে হারাতে যে অনেক বেগ পেতে হয়েছে, তা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন স্লট, ''অবশ্যই কঠিন লড়াই হয়েছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। এভারটন টানা নয় ম্যাচ অপরাজিত ছিল। এই সময়ে তারা খুব কম গোল হজম করেছে, তাদের বিপক্ষে খুব কম সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।'' ম্যাচের সবচেয়ে আলোচিত মুহূর্ত ছিল লিভারপুলের আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস

ম্যাক অ্যালিস্টারকে বাজেভাবে ফাউল করেও এভারটনের সেন্টার ব্যাক জেমস তারকোফস্কিকে রেফারির লাল কার্ড না দেখানো। একটা হলুদ কার্ডেই পার পেয়ে গেছেন তারকোফস্কি। এ ব্যাপারে স্লটের ভাষ্য, ''এ নিয়ে আমি আর মন্তব্য করতে চাই না। কারণ, এরই মধ্যে অনেকেই এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। এমনকি যাঁরা লিভারপুলকে খুব একটা পছন্দ করেন না, তাঁরাও স্পষ্টভাবে বলেছেন, সিদ্ধান্তটি কী হওয়া উচিত ছিল। (রেফারির এই সিদ্ধান্তে) আমি কি অবাক হয়েছিলাম? না।'' প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের পরবর্তী পাঁচ প্রতিপক্ষ ফুলহাম, ওয়েস্ট হাম, লেস্টার সিটি, টটেনহাম ও চেলসি। এই সময়ে আর্সেনাল লিগে চারটি এবং চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলবে। এই মরসুমে বাকি সব প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়ায় লিভারপুলের সব মনোযোগ শুধু লিগ নিয়ে। বিপরীতে আর্সেনালকে প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। লিভারপুল আগামী এক মাস এই সুবিধাই নিতে চাইবে। এই সময়ে আর্সেনাল পয়েন্ট হারালে আর লিভারপুল নিজেদের পাঁচ ম্যাচেই জিতলে লিগ চ্যাম্পিয়ন হবে। সেক্ষেত্রে স্লটের দল পরের ম্যাচেই প্রতিপক্ষের 'গার্ড অব অনার' পাবে। সেই ম্যাচে লিভারপুলের কার বিপক্ষে খেলবে জানেন? আর্সেনাল! ২০২০ সালে লিভারপুল নিজেদের সর্বশেষ লিগ শিরোপা জয়ের পর নিজেদের মাঠ এমিরেটস স্টেডিয়ামে সালাহ-ফন ডাইক-আলিসনদের 'গার্ড অব অনার' দিতে হয়েছিল আর্সেনালকে। গত রাতের অন্য ম্যাচগুলোতে ম্যানচেস্টার সিটি ২-০ গোলে লেস্টার সিটিকে, নিউক্যাসল ২-১ গোলে ব্রেন্টফোর্ডকে এবং অ্যাস্টন ভিলা ৩-০ গোলে ব্রাইটনকে হারিয়েছে। এই মুহূর্তে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে সিটি চারে আছে। পাঁচে থাকা নিউক্যাসলের পয়েন্ট ৫০। ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে অ্যাস্টন ভিলার অবস্থান সাতে, ভিলার কাছে হেরে যাওয়া ব্রাইটন ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে আছে আটে। আর ছয়ে থাকা চেলসির পয়েন্ট ৪৯। অর্থাৎ, চার থেকে আট থাকার দলগুলোর মধ্যে মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধান!

আতলেতিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে ক্লাসিকো ফাইনালে বার্সেলোনা

মাদ্রিদ, ৩ এপ্রিলঃ ট্রেবল জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে চলতি মরসুমে এর আগে কিছুই বলেননি হান্সি ফ্লিক। মুখ খুললেন মাদ্রিদের মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে শেষ বাঁশি বাজার পর সংবাদ সম্মেলনে। বার্সেলোনা ততক্ষণে কোপা দেল রে ফাইনালে। 'স্বপ্ন তো দেখাই যায়। স্বপ্ন দেখার অনুমতিটা আছে। কিন্তু আমাদের মনোযোগী থাকতে হবে। কঠোর পরিশ্রমও করতে হবে, যেটা আমরা করব। এটা সহজ নয়।' ট্রেবল জয় অবশ্যই কঠিন, খুব কঠিন। কিন্তু ফ্লিকের বার্সেলোনা চলতি মরসুমে সেই পথেই আছে। হাতে ৯ ম্যাচ রেখে দ্বিতীয় রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ৩ পয়েন্ট ব্যবধানে লা লিগা টেবিলের শীর্ষে ফ্লিকের দল। চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিটও মিলেছে। আর গতকাল রাতে কোপা দেল রে সেমিফাইনাল ফিরতি লেগে আতলেতিকো মাদ্রিদকে ১-০ গোলে হারিয়ে নিশ্চিত হয়েছে ফাইনাল। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৪ গোলে জিতেছে বার্সা। সেভিয়ায় ২৬ এপ্রিল কোপা দেল রে ফাইনালে বার্সার প্রতিপক্ষ রিয়াল মাদ্রিদ। অর্থাৎ আরেকটি এল ক্লাসিকো দ্বৈরথ। স্পেনের বার্ষিক এ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে যা দেখা যাবে ১১ বছর পর। ২০১৪ সালের সেই ফাইনালে জেরার্দো মার্তিনোর বার্সাকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল কার্লো আনচেলত্তির রিয়াল। কিন্তু ফ্লিকের এই বার্সাকে কি হারাতে পারবে আনচেলত্তির দল? প্রশ্নটি উঠছে, চলতি বছর বার্সার অসাধারণ পারফরম্যান্সের কারণে। এ পর্যন্ত ২১ ম্যাচে ১৮ জয়, ৩ ড্র ও ৬৫ গোল করেছে ফ্লিকের বার্সা। সর্বশেষ ফেরান তোরেসের করা গোলটি বার্সাকে তুলেছে ফাইনালে। মেত্রোপলিতানোয় ২৭ মিনিটের সেই গোল চলতি মরসুমে বার্সার খেলার ধাঁচটাও বলে দেয়। চোখজুড়ানো ফুটবল! বাঁ প্রান্ত থেকে ডানে লামিনে ইয়ামালের কাছে যখন পাসটা এল, তোরেস তখন

আতলেতিকোর বক্সে। হাত দিয়ে বলটা সামনে ফেলার ইশারা করে দৌড় শুরু করেছিলেন। কী টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ! ইয়ামাল বলটা ঠিক সেখানেই পাঠালেন এবং তোরেস দৌড়ের ওপর আলতো টোকায় বলের গতিপথটা স্রেফ বদলে দিয়েছেন সামনে আতলেতিকো গোলকিপার হুয়ান মুসো চলে আসায়। গোল! বিরতির পর বদলি হয়ে আতলেতিকো স্ট্রাইকার আলেক্সান্ডার সোরলথ কাছ থেকে গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে স্কোরলাইন অন্য রকম হতে পারত। শেষ পর্যন্ত কোপা দেল রেতে ১৯তম বারের মতো ক্লাসিকো ফাইনাল নিশ্চিত হয় বার্সার। আগের ১৮টি ক্লাসিকো ফাইনালের মধ্যে ১১বার জিতেছে রিয়াল। তবে এ মরসুমে দুবারের সাক্ষাতেই রিয়ালকে নাকানি-চুবানি খাইয়েছে বার্সা। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গত অক্টোবরে লা লিগায় জিতেছে ৪-০ গোলে। স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনালে গত জানুয়ারিতে জিতেছে ৫-২ গোলে। ২০০৯ ও ২০১৫ সালে ট্রেবলজয়ী বার্সাকে ফ্লিক অবশ্য এখনো মাটিতেই রাখছেন, ''মুহূর্তটা ভালো, তবে আমি অভিজ্ঞ। আমি জানি পরিস্থিতি কত দ্রুত পাল্টে যায়শিরোপা জয় আমাদের বড় স্বপ্ন। প্রথমটি (সুপার কাপ) আমরা পেয়েছি। কিন্তু ক্লাবে শিরোপার জন্য প্রচুর জায়গা খালি আছে।'' যদিও কোপা দেল রে ফাইনাল নিয়ে এখনই ভাবছেন না ফ্লিক। সামনে চারটি লিগ ম্যাচ নিয়ে তাঁর আপাতত যত ভাবনা, যেখানে শনিবার তাদের প্রথম ম্যাচ রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে, ''অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ নয়, আমি বর্তমানে বাস করি। এ কারণেই ফাইনাল নিয়ে ভাবছি না। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে আমি বেতিস ম্যাচের কথা বলব। ক্লাসিকো ঠিক আছে, তবে তার আগে আমাদের আরও কিছু ম্যাচ খেলতে হবে....আমার কাছে আপাতত এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।'' আতলেতিকোর জন্য ভিন্ন বাস্তবতা। মরসুমটা দারুণভাবে শুরু করলেও এখন ধীরে ধীরে হতাশা ঘিরে ধরছে। গত জানুয়ারিতেও লিগ টেবিলের শীর্ষে ছিল মাদ্রিদের ক্লাবটি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে জিতেছিল টানা ১৫ ম্যাচ। কিন্তু এই দলটাই গত মাস থেকে জয়বঞ্চিত টানা ছয় ম্যাচ। চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলো থেকে ছিটকে পড়ার পাশাপাশি লিগ টেবিলে শীর্ষে থাকা বার্সার সঙ্গে ৯ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে আতলেতিকো। দলটির কোচ দিয়েগো সিমিওনে তবু মনে করেন, এই মরসুমে এখন পর্যন্ত তাঁর দল ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, ''আমি মনে করি দল এখন পর্যন্ত ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। চ্যাম্পিয়নস লিগ ও কোপায় আমরা ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি, লিগেও ভালো মরসুম কাটছে। আমরা আরও উন্নতি করে ওপরের দলগুলোর সঙ্গে ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করব এবং নিজেদের স্থানটা মেনে নেব।''

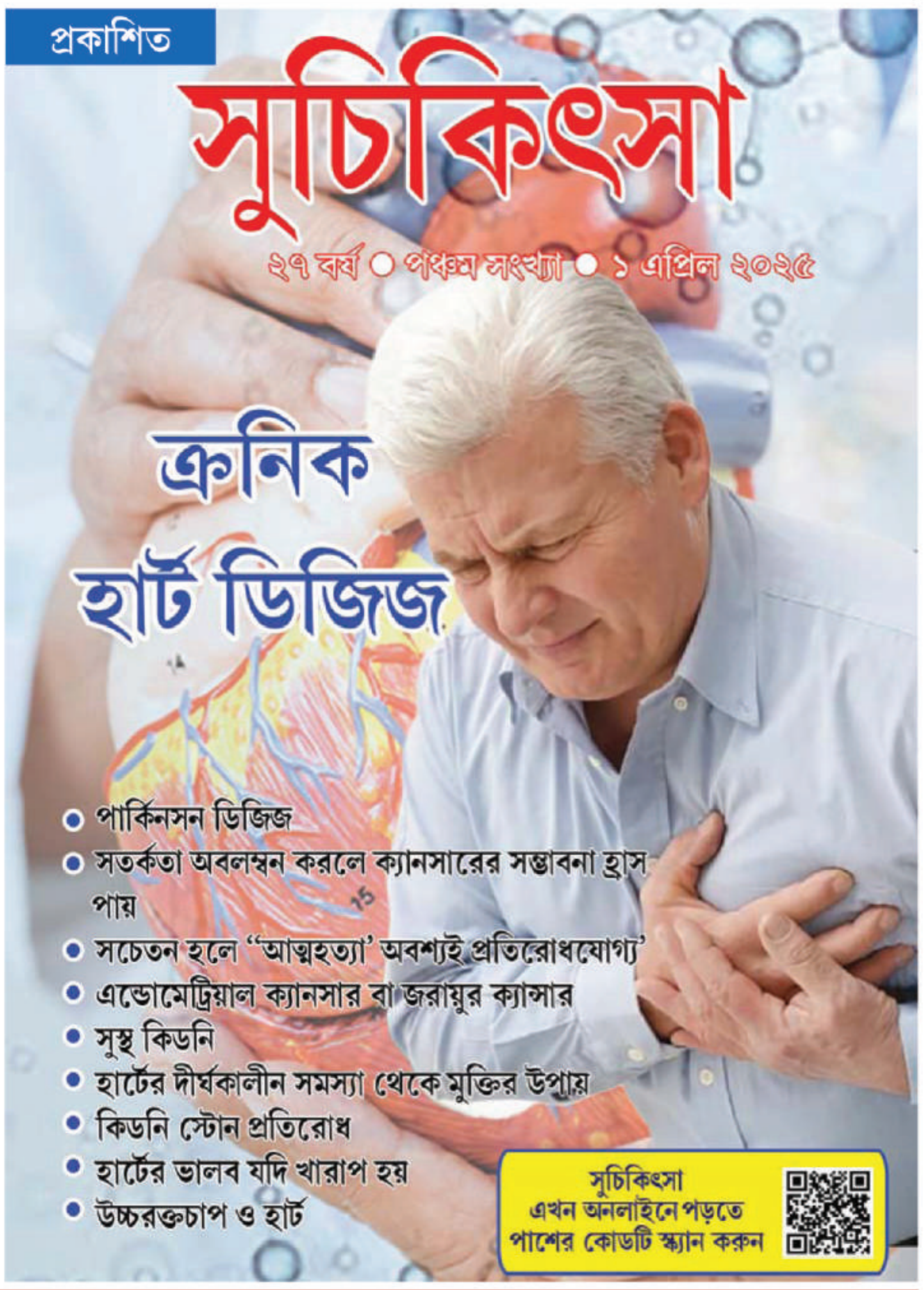

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com